উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৫ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 30 June 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 43

রংদার রোববার

আবার এসেছে আমের সময়। আমময় ফলের বাজার। আম ছাড়া কোনও ফলের তেমন চাহিদা নেই। আমই কি বাঙালির প্রিয়তম ফল? এসব প্রশ্ন নিয়ে কলম ধরলেন চার লেখক, যাঁদের আমের দেশেই বড় হয়ে ওঠা।

আম দরবার

▸▸ *নয় থেকে বারোর পাতায়*

নীল সমুদ্রে গর্জন

তোমাকে মনে রাখব চিরকাল! বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বার্বাডোজে মাঠকে চুম্বন অধিনায়ক রোহিত শর্মার।

ওস্তাদের মার...

ভারত : ১৭৬/৭
দক্ষিণ আফ্রিকা : ১৬৯/৮

ব্রিজটাউন, ২৯ জুন : ক্যালিপসোর দেশে ভারতীয় রূপকথা।

তেরো বছরের অধরা বিশ্বকাপ-স্বপ্ন অবশেষে পূরণ ক্যারিবিয়ানের মাটিতে। ২০১১ সালের পর প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ। প্রত্যাবর্তন ওডিআই বিশ্বকাপে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সোনালি রাত। ২০০৭ সালের উদ্বোধনী টি২০ বিশ্বযুদ্ধে মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্রিগেডের ইতিহাসকে উসকে দিয়ে নয়া অধ্যায়ের সূচনা। প্রথম দল হিসেব অপরাজিত থেকে টি২০ বিশ্বকাপ জয় ভারতের। রূপকথার রাতেই দুই নক্ষত্রের বিদায়। কাপ জয়ের রাতেই টি২০ ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

নড়বড়ে ভারতীয় ইনিংসকে প্রথমে রাস্তা দেখান বিরাটই। টপ অর্ডারের ঠকঠকানি সরিয়ে অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবেদের নিয়ে স্বপ্নটা বাঁচিয়ে রাখেন। যার পূর্ণতা বোলারদের মিলিত প্রয়াসে। ১৭৬/৭ স্কোরের রসদ ফাইনাল-থ্রিলারে অবিশ্বাস্য জয়।

বিশ্ব মুঠোয়

▸▸ *বিশ্বকাপের ফোটো ফিচার পনেরোর পাতায়*

একটা সময় হারের আতঙ্ক ঢুকে পড়েছিল ভারতীয় শিবিরে। হেনরিচ ক্লাসেনদের এক-একটা বিশাল ছক্কার সঙ্গে ঝুঁকে পড়ছিল রোহিত শর্মা, বিরাটদের কাঁধ। ক্লাসেন (৫২), কুইন্টন ডি কক (৩৯), ট্রিস্টান স্টাবসদের (৩১) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ৩০ বলে ৩০ দরকার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার।

তখনও ক্রিজে ক্লাসেন, ডেভিড মিলার। অক্ষরের আগের ওভারেই ২৪ রান নিয়েছেন ক্লাসেন। কিন্তু সব অঙ্ক গুলিয়ে দিয়ে মিরাকল 'মেন ইন ব্লু'র। শুরুটা হার্দিক পান্ডিয়ার ১৭তম ওভারের প্রথম বলে ক্লাসেন-আউটে। টার্নিং পয়েন্ট। জসপ্রীত বুমরাহর (১৮/২) পেসে ভেঙে এরপর খানখান মার্কো জানসেনের উইকেট।

স্বপ্নটাকে সত্যি করে শেষ প্রাচীর মিলারের (২১) দুরন্ত ক্যাচ সূর্যকুমার যাদবের। মিলারের ক্যাচ ধরে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে বল মাঠের মধ্যে ছুড়ে দেন। ফের মাঠে ঢুকে সেই ক্যাচ তালুবন্দি। অর্শদীপ সিং (২০/২) নার্ভ ধরে রেখে চাপ বাড়িয়ে দেন ১৯তম ওভারে। শেষ ওভারে (১৬ রান দরকার ছিল)

এরপর কুড়ির পাতায়

টার্নিং পয়েন্ট

ফাইনালে ফর্মে ফিরলেন বিরাট কোহলি (৭৬)

যোগ্য সহায়তা অক্ষর প্যাটেল ও শিবম দুবের

শেষ তিন ওভারে ভারতীয় পেসারদের প্রত্যাবর্তন

শেষ ওভারে ডেভিড মিলারের নিশ্চিত ছক্কা বাঁচিয়ে সূর্যকুমার যাদবের অবিশ্বাস্য ক্যাচ

রাজ্যপালের অপসারণে উদ্যোগী কেন্দ্র

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২৯ জুন : সিভি আনন্দ বোসের কার্যকাল শেষ হতে চলেছে মাঝপথেই। জুলাইয়ের প্রথমে তাঁকে সরিয়ে নিতে পারে কেন্দ্র। ৩ জুলাই সংসদের বিশেষ অধিবেশন শেষ হওয়ার পর বোসের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, তিনি একা নন, মোট ৬ জন রাজ্যপালকে অপসারণের পরিকল্পনা আছে দিল্লির। নবান্ন-রাজভবন সংঘাতের আবহে খবরটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও এতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বস্তির তেমন কোনও কারণ নেই। কেননা, কোনও রাজনীতিবিদকেই রাজ্যপাল হিসেবে

আসতে পারেন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ

বাংলায় পাঠানোর পরিকল্পনা আছে দিল্লির শাসকদের। সেই রাজনীতিবিদ যে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। প্রাক্তন আমলা সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্কের অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বোস আপাতত দিল্লিতেই থাকবেন। তাঁর অবর্তমানে কলকাতার রাজভবনে এখন অনেকটা ছুটির হাওয়া। শনিবার রাজভবনের কর্মীদের মধ্যে দিনভর গল্পের বিষয় ছিল রাজ্যপালের বদলির সম্ভাবনা। রাজভবনের বাংলার কর্মীদের ধারণা, এই সম্ভাবনা টের পেয়ে ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা রাজ্যপালের মনোনীত কর্মীরা এখন আর সক্রিয় নন।

এরপর ষোলোর পাতায়

ব্যবসার সঙ্গীকে মার পুলিশকর্তার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : ব্যবসার সঙ্গীকে মারধর করে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল এক পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে। প্রহৃত ব্যক্তির স্ত্রীর অভিযোগও থানার কর্তারা নিতে টালবাহানা করেন। উলটে, অভিযুক্ত পুলিশকর্তার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রহৃতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে পদ্ধতিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়, তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। বিষয়টি আদালতে উঠতেই প্রহৃত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুরের পাশাপাশি বিচারক কার্যত শিলিগুড়ি থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ভর্ৎসনা করেছেন।

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা বিকাশ রায়ের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় সঙ্গী হয়েছিলেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা পুলিশকর্তা ভাস্কর বিশ্বাস। শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিন ট্রাফিকের দায়িত্ব তিনি। এখন কোচবিহারে ট্রাফিকে রয়েছেন। সম্প্রতি অংশীদারির ব্যবসায় ভাটা পড়তেই তিনি নিজের বিনিয়োগ করা টাকার অংশ ফেরত নেওয়ার জন্য বিকাশের ওপর চাপ দিতে থাকেন বলে অভিযোগ। কিছু টাকা বিকাশ পুলিশকর্তাকে ফেরতও দেন। বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় চান। অভিযোগ, সময় দেওয়ার বদলে টাকার দাবিতে ওই পুলিশকর্তা বিকাশের বাড়িতে ও অফিসে প্রায়শই গিয়ে হুমকির পাশাপাশি গালাগাল করেন বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে বিকাশের স্ত্রী উমা রায়ের বক্তব্য, 'গত ১৫ তারিখ দুপুরে ভাস্কর তার এক সঙ্গীকে নিয়ে এসে আমার স্বামীকে মারধর করেন ও অফিসে ভাঙচুর চালান। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে দেখি ভাস্কর আগে থেকে ওখানে বসে রয়েছেন। থানাতেও আমাদের শারীরিক নির্যাতন করা হয়।

এরপর ষোলোর পাতায়

ভরসা নেই পুরনিগমে

জল অনিশ্চিত শহরজুড়েই

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : কর্পোরেশনের জল আসবে কি না, এলে কতক্ষণ থাকবে, জল পরিষ্কার থাকবে না ঘোলা তার আর কোনও গ্যারান্টি নেই। ফলে কেউই আর কর্পোরেশনের জলের ওপর ভরসা করতে পারছেন না। তিস্তায় বাঁধ মেরামতির পর পানীয় জল পরিষেবা চালু করা হয়েছে প্রায় এক মাস হতে চলল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শহরে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে পারেনি শিলিগুড়ি পুরনিগম। কবে সমস্যা মিটবে তা নিয়ে কোনও জবাবও দিতে পারছেন না পুরকর্তারা। উলটে পুরনিগমের বোর্ড সভায় জল নিয়ে প্রশ্ন করতেই বিরোধীদের ধমকে জবাব দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

জলসংকটে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষকে হয় অন্য পাড়া থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে নয়তো কিনে খেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ২৫টি ট্যাংকার ঘুরিয়েই দায় সারছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। গত বোর্ড মিটিংয়ে শহরের পাড়ায় পাড়ায় জলের ট্যাংক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্লাস্টিকের ট্যাংক বসানো সম্ভব নয়। গৌতম দেবের বক্তব্য, "৪০ বছরে একটা 'পন্ড' তৈরি করতে পারেনি বামফ্রন্ট। তাহলে তো মানুষকে আজ এই সমস্যা পোয়াতে হত না। ৬.৯ কোটি টাকা খরচ করে একটি ইনটেক ওয়েল তো করা যেতই। তাহলে সেখানে জল স্টোর করে পলি থিতিয়ে গেলে তা মানুষকে পরিশোধন করে দেওয়া যেত।" বর্ষীয়ান সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সী নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আমি তো বোর্ড সভায় বললাম আমরা কী করার চেষ্টা করেছিলাম। তৃণমূল সরকারই তো তখন দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের পরিকল্পনা আম্রুতের কাছে পাঠায়নি।'

শহরে এখন ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের মাল্লাগুড়ি, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড, ৩১ নম্বর ওয়ার্ড, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। মাল্লগুড়ি এবং দুর্গাগুড়ি এলাকায় ১৫ দিন থেকে পানীয় জল মিলছে না। ১৫ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে শনিবার জলই আসেনি। ৩১ নম্বরের নৌকাঘাট এলাকায় আগে বাড়িতে জল মিলত না। এখন রাস্তার স্ট্যান্ডপোস্টেও জল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নৌকাঘাটের বাসিন্দা সুদীপ্তা পালের বক্তব্য, 'বাড়িতে জলের কানেকশন আছে কিন্তু জল আসে না। পাড়ার মোড় থেকে জল আনতে হয়।'

এরপর ষোলোর পাতায়

ফ্লাইং অফিসার হয়ে বিকাশের স্বপ্নপূরণ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ জুন : জীবনে লড়াই করার তাগিদ ও সদিচ্ছা থাকলে একদিন সাফল্য আসবেই। কথাটা আরও একবার প্রমাণ করলেন বানারহাটের বিকাশ ঝা নামে এক তরুণ। দরিদ্রকে হার মানিয়ে এখন বিকাশ বায়ুসেনার ফ্লাইং অফিসার। বিকাশের সাফল্যে খুশির আমেজ ছেয়ে গিয়েছে এলাকায়। বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন বলেন, 'বিকাশকে কুর্নিশ। ভবিষ্যতে আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। বিকাশকে দেখে অন্য পড়ুয়ারাও উদ্বুদ্ধ হবে বলে আশা করছি।'

বিকাশের সাফল্য নিয়ে প্রতিবেশী সীতা ছেত্রীর বক্তব্য, 'বিকাশ শুধু পড়াশোনায় ভালো তা নয়, তার মতো ভদ্র ও নম্র স্বভাবের তরুণ খুব কমই দেখেছি। বড়দের সম্মান করতে তার জুড়ি মেলা ভার। পাড়ার অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে এখন সে আইকন।'

বানারহাটে মা ও বোনের সঙ্গে বিকাশ।

মিলন সাফল্য

- ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য ছিল ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগদান
- শনিবার সেই স্বপ্ন পূরণ হল বানারহাটের বিকাশ ঝা'র
- চামুর্চি মোড়ে বাবার পানের দোকান, মা সামলান সংসার
- দেশের জন্য সেরাটুকু দিতে চান বিকাশ

ছোটবেলা থেকে বিকাশের লক্ষ্য ছিল বায়ুসেনায় যোগ দেওয়া। স্বপ্নের উড়ানের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে তিনি থামতে চাইছেন না। এক বছরের প্রশিক্ষণ শেষে শনিবার কাজে যোগ দেওয়ার আগে মহাবীর বস্তিতে ভাড়াবাড়ির কাঠের দাওয়ায় বসে তাঁর বক্তব্য, 'দেশের জন্য নিজের সেরাটুকু দিতে চাই। আমাকে দেখে যদি অন্যরা জীবনের লক্ষ্য পূরণে পড়াশোনাকে হাতিয়ার করে এগিয়ে আসে তবেই নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করব। এখন আমি মা-বাবার পাশে দাঁড়িয়ে পরিবারের অভাব দূর করতে চাই।'

বিকাশের বাবা ভগেশ্বর ঝা বানারহাটের চামুর্চি মোড়ে পান বিক্রি করেন। মা কিরণ ঝা সংসার সামলান। বিকাশ ছাড়াও ওই ঝা দম্পতির দুই কন্যাও রয়েছেন। তাঁরাও পড়াশোনায় ভালো। বড় মেয়ে নেহা বর্তমানে অঙ্ক নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করছেন। ছোট মেয়ে রীতা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে কলেজে পড়ছেন।

বিকাশ ২০১৯ সালে শিলিগুড়ি কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতক হয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি বায়ুসেনার আধিকারিক হওয়ার পরীক্ষা দিতে শুরু করেন। ২০২৩ সালে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পান। এক বছরের প্রশিক্ষণের পর তিনি এখন ফ্লাইং অফিসারের দায়িত্ব পান।

ভগেশ্বর নিজের আবেগ কোনওরকমে সামলে বলেন, 'কত কষ্ট করেছি শুধু ছেলের এই সাফল্যের দিনটি দেখব বলে। ওর মায়ের আত্মত্যাগ আরও বেশি। আজ বিকাশের জন্য আমাদের গর্ব হচ্ছে।' মা কিরণের কথায়, 'পানের দোকানের স্বল্প আয়ে সংসারের ভরণপোষণ চলত। ছেলেমেয়ের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। কী বলব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রুটে

অনলাইনে টিকিট বুকিং কাল থেকে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৯ জুন : দুরপাল্লার রুটের পর এবার থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটেও চালু হচ্ছে অনলাইন টিকিট বুকিং পরিষেবা। আগামী সোমবার থেকে এই পরিষেবা চালু হওয়ার কথা রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় অনলাইন বুকিং চালু হলেও জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রথম। আপাতত সকাল ৮টা বেজে ৩০ মিনিট এবং ৯টা বেজে ৪০ মিনিটে জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার দুটো বাসের টিকিট অনলাইনে বুক করা যাবে। অন্যদিকে, বিকেল ৫টা বেজে ৩০ মিনিট এবং সন্ধ্যা ৬টার বাসে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার বাস দুটিতেও একই পরিষেবা মিলবে।

আধুনিকীকরণ

- জলপাইগুড়িতে প্রথম চালু হল অনলাইনে সরকারি বাসের টিকিট বুকিং
- আগামী সোমবার থেকে আপাতত চারটি বাসে এই পরিষেবা চালু হতে চলেছে
- শনিবার এমনটাই জানালেন এনবিএসটিসির শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার

শনিবার ময়নাগুড়ি ডিপোতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন এনবিএসটিসির শিলিগুড়ি ডিভিশনের ম্যানেজার শ্যামল সরকার। সেখানে তিনি এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, আপাতত প্রথম ধাপে এই চারটি সময়ের টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে। পরে অন্যান্য রুটেও অনলাইন টিকিট বুকিং পরিষেবা মিলবে। যাত্রীরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের নিজস্ব ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুক করতে পারবেন।

জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে সবসময় যাত্রীদের ভিড় বেশি থাকে। তাই টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পরিষেবা চালু হলে নিত্যযাত্রীদের অনেক বেশি সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি জলপাইগুড়ি থেকে মালবাজার রুটেও এই পরিষেবা চালু হতে পারে। এদিন নিগমের ডিভিশনাল ম্যানেজার ময়নাগুড়ি বাস ডিপো পরিদর্শন করেন। এরপর ডিপোর কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে ময়নাগুড়ি বাস ডিপোতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও হয়। সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিগমের জলপাইগুড়ি-ময়নাগুড়ি ডিপোর ওসি পরিতোষ দে জোয়ারদার, ময়নাগুড়ির ডিপো ইনচার্জ হৃষীকেশ বর্মন, জলপাইগুড়ির ডিপো ইনচার্জ দীপক রাহা প্রমুখ।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদকে সবাই সমর্থন করবে। প্রেমের সঙ্গীকে শুধু শুধু সন্দেহবশত মানসিক দিক থেকে আঘাত করে ফেলতে পারেন। নতুন কোনও বন্ধু পেয়ে খুশি হবেন। ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা।

বৃষ : এ সপ্তাহে নিজের শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। সন্তানের জন্যে অনেক অর্থ খরচ হতে পারে। নতুন গাড়ি কেনার ইচ্ছে এ সপ্তাহে পূর্ণ হতে পারে। রাজনীতি নিয়ে কোনওরকম তর্কবিতর্কে যাবেন না। শান্ত মাথায় থাকুন। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

মিথুন : আশা না করেই যে কাজ আগে মন দিয়ে করেছিলেন, তার ফল এ সপ্তাহে পেয়ে খুশি হবেন। সংসারের কাজে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় উৎসব। বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হলে কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে অবশ্যই পরামর্শ নিন। প্রেমের ঝামেলা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি।

কর্কট : নিজের প্রতি আস্থা রাখুন। যে ব্যবসা শুরু করেছেন, তাতেই সাফল্য মিলবে। দূরের কোনও বন্ধুর ভালো সংবাদ পেয়ে আনন্দ। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাবার শরীর নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। ছেলের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে।

সিংহ : আগে যে কাজ শুরু করেও বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই কাজ এই সপ্তাহে শুরু করলেই সাফল্য আসবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। জলপথ বাদ রাখলে ভালো হয়। জমি কিনতে গেলে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। আগুন ব্যবহারে সাবধান।

কন্যা : হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ নিতে হতে পারে। ছেলের বড় সাফল্যে আনন্দ লাভ। ভাইয়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। দাঁতের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা নিয়ে আশাতীত সাফল্য পাবেন না।

তুলা : নিজের সরল মানসিকতার জন্যে ঠকে যেতে পারেন। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। ভাইবোনের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ আনন্দে কাটবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে হঠাৎ কিছু অর্থব্যয় হতে পারে। পেটের সমস্যা ভোগাবে।

বৃশ্চিক : এ সপ্তাহে অপ্রত্যাশিত অর্থ লাভের সম্ভাবনা। সপ্তাহটি যাবে বেশ পরিশ্রমে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন।

ধনু : বহুদিন পরে এই সপ্তাহে খুঁজে পাবেন প্রিয়জনকে। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে হিসেব ছাড়া খরচ হওয়ায় চিন্তা বাড়বে। খেলোয়াড়রা নতুন সুযোগ পাবেন। সংসারের সমস্যা কাটিয়ে স্বস্তিলাভ। ঘাড় ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ। তবে চিকিৎসায় উপকৃত হবেন। প্রেমে শুভ।

মকর : হঠাৎ কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হবেন। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। সঙ্গীকে সময় না দিলে সমস্যায় পড়বেন। পাওনা আদায় হবে। কোনও প্রিয়জনের ব্যবহারে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে।

কুম্ভ : সামান্য প্রচেষ্টাতেই এ সপ্তাহে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। ছেলের পরীক্ষার ফল খুশি করবে। বেড়াতে যেতে হলে সপ্তাহের প্রথম দিকটি বাদ রাখাই ভালো। নতুন জমি কিনে লাভবান হবেন।

মীন : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় সম্মানহানি। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। বন্ধুদের নিয়ে সপ্তাহের শেষ দিকটি বেশ আনন্দে কাটবে। সংসারে অতিথি আসায় আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ আষাঢ়, ১৪৩১, ভাঃ ৯ আষাঢ়, ৩০ জুন, ২০২৪, ১৫ আহার, সংবৎ ৯ আষাঢ় বদি ২৩ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৪। রবিবার, নবমী দিবা ১।১০। রেবতীনক্ষত্র দিবা ৯।৩। অতিগণ্ডযোগ সন্ধ্যা ৬।৯। গরকরণ দিবা ১।১০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১১।৫২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৯।৩ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১।১০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ১০।০ গতে ১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।০ গতে ২।২০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।৩ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।২২ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১১।৫২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১।২২ গতে অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবাহ- রাত্রি ৭।২৮ গতে ১১।৫২ মধ্যে মকর কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দশমীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫০ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী SC, 28/5', B.A.(H), Beng., D.El.Ed., টেট পাশ, গানজানা, পিতা Retd. ব্যাংককর্মী, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ 33 মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 8116969473. (A/B)

■ একমাত্র কন্যা। কায়স্থ, ৩১, দেবারিগণ, 5'-2", রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে কর্মরতা। শ্যামবর্ণা, শিলিগুড়ি এবং কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট। উপযুক্ত 31-35, চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 9434075926, 9832017826. (C/113217)

■ পাত্রী বারুজীবী, 33/5'-6", ফর্সা, B.Tech (CSE), MNC-তে কর্মরতা (ব্যাঙ্গালোর), 34-36'এর মধ্যে B.Tech./M.Tech., MNC-তে কর্মরত পাত্র কাম্য (ব্যাঙ্গালোর অগ্রগণ্য) পাত্রের পরিবার যোগাযোগ করুন। (M) 8629916271. (C/111379)

■ ঘোষ, মোদগল্য, ১৯৯১, ৫', ফর্সা, M.Sc. (Math), বর্তমানে SBI কর্মকর্তা, এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 7063860453, বিকেল ৫টা - রাত ১০টা। (C/111377)

■ কুলীন কায়স্থ, 30/5'-1", M.A., B.Ed., M.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুচাকরিজীবী পাত্র কাম্য (দেবারিগণ ও মাঙ্গলিক ব্যতীত)। (M) 9733471844.

■ পূঃ বঃ SC, ধূপগুড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, PG. D, 31/5'-3", কর্মরতা। অনূর্ধ্ব 38 সুপাত্র কাম্য। 8584875909. (C/111370)

■ বারুজীবী, 53/5'-2", B.A. (Hons.), শ্যামবর্ণা, স্লিম, সংগীতজ্ঞা, বিধবা, সুশ্রী, মা-বাবার একমাত্র কন্যা, কোচবিহারে নিজ বাড়ি, কিছু জমি আছে, দেখাশোনার জন্য কেউ নেই। অসবর্ণে আপত্তি নেই। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। সুস্থ এবং উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9474061842 (রাত্রি 7টা থেকে 8টা)। (C/110734)

■ নমশূদ্র, সরকার, 35, ফর্সা, মাধ্যমিক ব্যাক পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9679993840. (B/B)

■ কায়স্থ, 34/5'-2", এমএ, বাংলা, দেবগণ, ডিভোর্সি। সঃ, বেসরকারি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। কোচবিহার, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7063811953. (S/M)

■ কায়স্থ, 31/5'-5", M.A., B.Ed., ফর্সা, অতীব সুন্দরী, সরকারি কলেজের গেস্ট লেকচারার পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9832626382. (A/B)

■ সাহা, 24+/5'-3", M.A. (Hist.), B.Ed. পাঠরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। Caste no bar. Mob.No. 8509417976, 9832032312. (C/111081)

■ 5'-1", মাধ্যমিক পাশ, নমঃ, 34, বিউটিসিয়ান পাত্রীর জন্য নিজস্ব ব্যবসাযুক্ত অনূর্ধ্ব 45 বছরের পাত্র চাই। (M) 9932116509 (সন্ধ্যা 7-10)। (C/113218)

■ বোস (কায়স্থ), 27/5'-4", M.A. (Eng.), B.Ed., দেবারি (মাঙ্গলিক)। উপযুক্ত (মাঙ্গলিক) পাত্র কাম্য। মাঙ্গলিক ব্যতীত যোগাযোগ করিবেন না। মোঃ 7602159527. (D/S)

পাত্র চাই

■ Kulin Kayastha Ghosh, 36/5'-2.5", B.Tech., MBA, fair, beautiful, only daughter seeks groom within 37-41 yrs., Government/Private/well reputed Businessman from Siliguri/Kolkata. Ph. 9905439783, 9939894123. (C/111380)

■ বৈশ্য সিকদার (সাহা), শিলিগুড়ি নিবাসী, ৫'-৩"/২৬ বছর বয়সি, প্রকৃত সুন্দরী, কনিষ্ঠ কন্যা, M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুশ্রী, দাবিহীন পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : ৯৪৭৪৭১৭৪৭৭, ৯৩৮২৭৪৮৭২২. (C/111374)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, 31+/5'-3", M.A., B.Ed., সুশ্রী, বেঃ সঃ শিক্ষিকা, উচ্চপদস্থ যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9064021249. (C/111136)

■ তিলি কুণ্ডু, 26/5'-4", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকুরে (Contractual নয়), যোগ্য সৎ পাত্র চাই। অভিভাবকরাই একমাত্র যোগাযোগ করবেন। (M) 8597635530. (C/111140)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., সরকারি স্থায়ী চাকুরে পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি/নিকটস্থ অগ্রগণ্য। (M) 6295892741. (B/S)

■ কায়স্থ, 29+/5'-2", B.A. পাশ, সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9733438250. (M/G)

■ দাস (শীল), 26, M.A., B.Ed., 5'-4", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9126261977 (APD). (C/111384)

■ পাত্রী বারুজীবী, 27/5'-2", ইসলামপুর নিবাসী (30-35) বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 7908370239. (S/N)

■ জেনারেল, 30/5'-3", স্নাতক, অতীব সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9064829603. (C/111084)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, ৩৬, ফর্সা, সুন্দরী, স্টেট গভঃ সার্ভিস হোল্ডার পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/111083)

■ Medical Officer (MBBS), 39/5'-4", সুমুখশ্রী, ফর্সা, Slim, General Caste, শিলিগুড়ি 40-45'এর মধ্যে শিক্ষিত, পরিশ্রমী, সুস্থ, স্বাভাবিক, সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8240172773. (C/111083)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৯+ বয়সি, অবিবাহিতা, গভঃ কলেজ প্রফেসর পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/111083)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, B.Ed., ঘরোয়া, সুন্দরী, বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যাসন্তান-এর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/111083)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৪ বছর বয়সি, M.A. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/111083)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, সুশ্রী, MBBS Doctor (গভঃ) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/111083)

পাত্র চাই

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 25/5'-3", M.A., B.Ed., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র কাম্য। Caste no bar. (M) 9432076030. (C/111087)

■ সাহা, 30/5'-3", B.A. পাশ, ফর্সা পাত্রীর জন্য চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 32 থেকে 35-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যা হতে হবে। মোঃ 9083100052. (D/S)

■ Gen., 27/5'-3", B.Tech., ইরিগেশন অফিসার পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, নেশাহীন পাত্র কাম্য। (M) 9734488968. (C/111087)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9804807902. (C/111087)

■ 35, অবিবাহিতা, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সঃ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরতা, পিতা Retd., পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9123329919. (K)

■ 30, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, প্রকৃত সুন্দরী, BBA পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8637363763. (K)

পাত্র চাই

■ 46, বিধবা, সঃ হাসপাতালে কর্মরতা, পিতা-মাতা Retd., একমাত্র সন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9332461678. (K)

■ দত্ত, ধূপগুড়ি নিবাসী, ২৩/৫'-১", B.A., B.Ed., ঘরোয়া, সুন্দরী, একমাত্র কন্যা, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 7908318373. (C/111343)

■ কায়স্থ, 29+/5'-3", MBA পাশ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 34 উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9434539767. (C/111072)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী, বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/110689)

■ সাহা, হাইস্কুল শিক্ষক (মালদা) 48 বৎ 5'3", Double MA, সরকারি চাকরিজীবী 35-এর বৎ মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। M-9733051528, সময় - 6-9PM. (M-109543)

■ রাজবংশী, 24+/5'7", CGST & Customs Inspector (Central Govt.) পাত্রের জন্য উপযুক্ত, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্যবতী, ফর্সা, সুন্দরী জেনারেল কাস্ট পাত্রী কাম্য। M-9476450126 (M-TR)

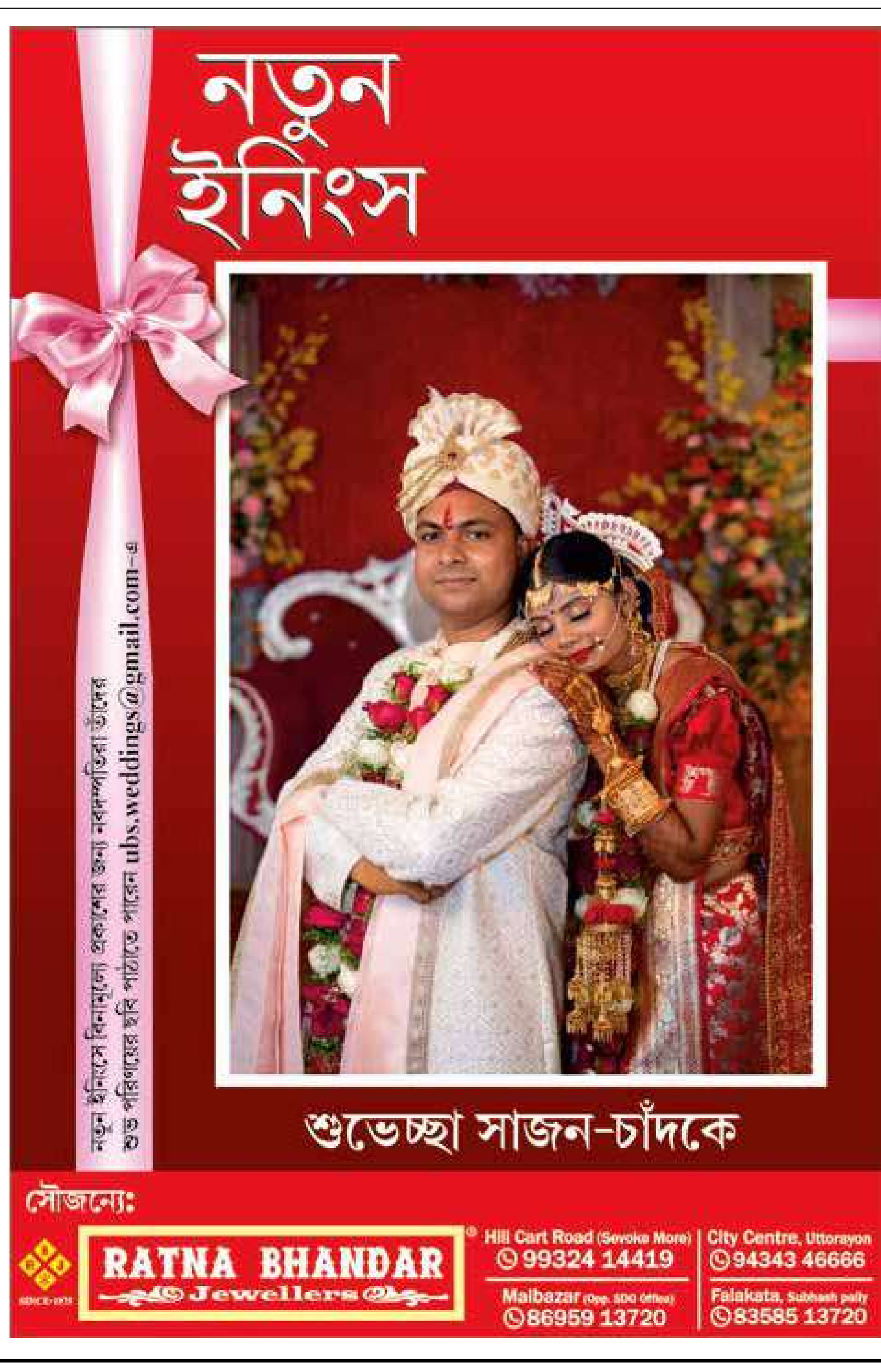

পাত্রী চাই

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, ৩৭+/৫'-৮", কুম্ভ, দেবারি, B.Sc., DRD, D.Pharm., বেঃ সঃ নামী হসপিটালে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের উপযুক্ত ব্রাঃ পাত্রী কাম্য। (M) 8101722020. (C/111352)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২/৫'-৭", জেনারেল, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক পাত্রের জন্য ২৬-৩০ মধ্যে সরকারি চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি ও তৎসংলগ্ন এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 7602001429. (C/111123)

■ Gen., 47+, ব্যাংক অফিসার, পিতা ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র পুত্রের জন্য 30-45'এর মধ্যে সুপাত্রী চাই। M, W/A : 9231672390. (C/111326)

■ পাত্র রাজবংশী, 27/5'-10", B.E., সরকারি ব্যাংককর্মী। চাকরিজীবী মা-বাবার একমাত্র সন্তানের উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। মোঃ নং-9434126992. (C/111351)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩২, শিক্ষিত, ফুড সাপ্লাই-এ কর্মরত, এইরূপ সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/111083)

পাত্রী চাই

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, কলেজের স্থায়ী অধ্যাপক পাত্রের জন্য সুন্দরী, অনূর্ধ্ব ২৭ পাত্রী কাম্য। (M) 6295731965. (A/B)

■ যাদব ঘোষ, 34/5'-2", শিলিগুড়ি নিবাসী, সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত, সুদর্শন, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 28, শিক্ষিতা, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী, স্বঃ/অসবর্ণ ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001938375. (C/111306)

■ EB, কায়স্থ, ৩০+/৫'-৮", সুইডেনে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের রুচিশীল পাত্রী চাই। পিতা অধ্যাপক, মা শিক্ষিকা। (M) 7001321550. (K)

■ পাত্র কায়স্থ, 33/5'-8", BCA ও D.El.Ed., Medical Representative, ইসলামপুর নিবাসী, কোচবিহারেও বাড়ি রয়েছে। চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। M & W : 8170957123, 8927219897. (C/110736)

■ মোদক, উচ্চমাধ্যমিক, বয়স 28, উচ্চতা 5'-9", ধূপগুড়ি (Dhupguri) ওভেন ও ভাটির দোকান। নিজস্ব দু-তলা বাড়ি। সুশীল পাত্রী চাই। Ph : 8927907668. (C/111378)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-3", দেবারিগণ, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য পাত্রী কাম্য। 9775997462. No Caste bar. (C/111375)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", ফর্সা, সুন্দর, ট্রিপল M.A., D.El.Ed., সিটেট পাশ, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দর, ভদ্র পাত্রী চাই। 9093670692. (D/S)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 32/5'-4", স্নাতক, শিলিগুড়ি, বাড়িতে মা ও ছেলে, প্রাইভেট উচ্চপদে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832412161. (C/113220)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, গ্র্যাজুয়েট, ৩৪/৫'-২", বাড়ি শিলিগুড়ি, চা-বাগানে কর্মরত। সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9064974811, 7908805258. (C/113219)

■ M.A., B.Ed., Age-35, Height 5'-3", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9593863813. (C/111381)

■ জলঃ, সাহা, 33/5'-6", ছোট ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। Ph : 9002865392. (C/111134)

পাত্রী চাই

■ MNC-তে সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্র ডিভোর্সি, কোনও সন্তান নেই, ৪৪ বছর বয়স, কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট, পিতৃগৃহ ধূপগুড়ি, আধুনিক জীবনযাত্রা, যোগাযোগ করুন। (M) 8759344806. (C/111385)

■ জেনারেল, 35/5'-8", সরকারি কর্মচারী, বিপত্নীক পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া/চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। 9907855475. (C/111084)

■ সাহা, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 27/5'-10", ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের 20-23'এর মধ্যে 5'-4", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। সরাসরি যোগাযোগ কাম্য। (M) 9832515651. (C/110080)

■ কায়স্থ মালদা নিবাসী 42/5'2" ইস্যুলেস সুশ্রী ডিভোর্সী MA পাত্রীর জন্য সঃ/অসঃ ইস্যুলেস পাত্র চাই। M+wapp-8436729599 (M-BD)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/111083)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, MBA, গভঃ ব্যাংক-এর ম্যানেজার পদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/111083)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech., ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। কোনওরূপ দাবিদাওয়া নেই। (M) 9874206159. (C/111083)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, ৩৯ বছর বয়স, স্টেট গভঃ কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7319538263. (C/111083)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, SBI ডেপুটি ম্যানেজার, Age-৩৩/৫'-৫", পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই, দেবারি বাদে। 9434351322. (C/111357)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণত্রোয় গোত্র, দেবগণ, 38/5'-11", MCA, System Analyst, বর্তমানে অসমের ধুবড়ি জেলার চা বাগানে কর্মরত, পিতা-উচ্চপদে কর্মরত, মাতা-গৃহিণী, কলিতে নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। যোগাযোগ-Mobile, W/App : 9435484526. (C/111366)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-5", নিজস্ব ব্যবসা, ২ ভাই, শহরের উপর ২টি বাড়ি, বড় ভাই চাকরিরত, বিবাহিত। মা, X-H.S. Teacher, পিতা মৃত। ২৫-৩০'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6296939836. (C/111132)

■ পাত্র ৩৬/৫'-৭", সরকারি বাসের কনডাক্টর। কর্মরতা পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি সংলগ্ন অগ্রগণ্য। 7602248217. (C/111131)

■ কায়স্থ, 32/5'-8", B.Tech., রেলে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9734485015. (C/111087)

■ Gen., 34/5'-7", PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। M.Tech. করা, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7003763286. (C/111087)

■ জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি নিবাসী, 31/5'-7", কুলীন কায়স্থ, M.Sc. (Pure Maths), Acturial Data Analyst-এর জন্য Dr./Doctorate, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। 9832463260 (4 P.M. to 5 P.M.). (C/111139)

■ 35, অবিবাহিত, সঃ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা-মাতা সঃ কর্মচারী, একমাত্র সন্তান। পাত্রী কাম্য। 9144816117. (K)

পাত্রী চাই

পাত্র ঃ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, বয়স 31+, উচ্চতা 6', গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। M.Sc (Maths) from IIT Delhi, M.ED NET/SLET qualified, বর্তমানে বেসরকারি B.ED কলেজে কর্মরত ও বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। পিতা/মাতা ঃ দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক। দুই দিদি (বিবাহিত) হাইস্কুল শিক্ষিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। জলপাইগুড়ি শহরে বাড়ি। গ্রামেও কৃষি জমি ও চা বাগান সমেত বাড়ি আছে। সুশ্রী উচ্চ শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। অসবর্ণে বাধা নেই। মোঃ 9933377430.

■ ব্রাহ্মণ, বিটেক, দেবারিগণ, বাৎস্য গোত্র, 40+/5'-6", ব্যাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় কর্মরত। সুশ্রী, শিক্ষিতা, 30-35, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7908595002. (C/110733)

■ পূঃ বঃ বৈশ্য সাহা, 35/5'-9", MBA, আলিম্মান গোত্র, মকর রাশি, নরগণ, একমাত্র পুত্রের জন্য কর্মরত, সুন্দরী, শিক্ষিতা, উচ্চতা 5'-2", থেকে 5'-5" ও বয়স 26-30'এর মধ্যে (মাঙ্গলিক, দেবারি বাদে) পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহ, দাবিহীন। পাত্রীপক্ষ ছাড়া কেউ ফোন করিবেন না। মোঃ 8436141003. (D/S)

■ কায়স্থ, 33/6', Ph.D., সরকারি কলেজে প্রফেসর, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 9147361645. (C/111086)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/111083)

বিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী না সরায় সমস্যা

খাবো কোথায়, বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৯ জুন : গরমের ছুটির পর বিদ্যালয়গুলিতে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। তবে বিদ্যালয় চত্বরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্যাম্প বসায় পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল বন্ধ রয়েছে। একারণে শনিবার শীতলকুচি ব্লকের নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুলের পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ের রান্নাঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্যাম্প থাকায় মিড-ডে মিল ও ভোকেশনাল ক্লাস থেকে পড়ুয়ারা বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী প্রীতি সান্যালের দাবি, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় প্রায় ২০ দিন ধরে মিড-ডে মিল পাচ্ছি না। স্কুলে খাবার চালু করার দাবি অনেকবার হেডস্যারকে জানিয়েছি। এরপরেও কাজ হয়নি। তাই এদিন রান্নাঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখাই। দ্রুত মিড-ডে মিল চালু না হলে আরও বড় ধরনের আন্দোলনে নামব।' শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস এবিষয়ে চিঠি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে খুব তাড়াতাড়ি মিড-ডে মিল শুরুর ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুলে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের। শনিবার। - সংবাদচিত্র

ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে ৩ জুন এক কোম্পানি বিএসএফ জওয়ান নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুলে আসেন। তাঁরা বিদ্যালয়ের রান্নাঘরের সামনে অস্থায়ী রান্নাঘর, শ্রেণিকক্ষ ও লাইব্রেরিতে থাকেন। স্কুলের রান্নাঘরের সামনে বিএসএফের অস্থায়ী রান্নাঘর ও ডাইনিং রুম তৈরি হওয়ায় পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের রান্না বন্ধ। খিদে পেলে পাশের দোকান থেকে খাবার কিনে টিফিন করতে হচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকার এই স্কুলে দুঃস্থ পড়ুয়ার সংখ্যা কম নয়। অনেক অভিভাবক প্রতিদিন টিফিনের জন্য টাকা দিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন সিংহ বলেন, মিড-ডে মিলের চাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেকে দুঃস্থ পরিবার থেকে আসে। তারা মিড-ডে মিল না পাওয়ায় অভিযোগ জানিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসন ও শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এরপরও কেন্দ্রীয় বাহিনী স্কুল থেকে সরানো হয়নি। প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ করুক।' যদিও পরে প্রধান শিক্ষক পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভ উঠে যায়। আরেক ছাত্রী শ্রীপর্ণা পালের কথায়, 'শুধু রান্নাঘর নয়, বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল অ্যাগ্রিকালচার ক্লাসরুম কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে। তাই ক্লাস করতে পারছি না। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে প্রশাসন অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করুক। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।' শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়োর বক্তব্য, 'নির্দেশ এলে দু'-একদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী স্কুল থেকে চলে যাবে। অন্যত্র সরানো যায় কি না তা খতিয়ে দেখা হবে।'

> কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় প্রায় ২০ দিন ধরে মিড-ডে মিল পাচ্ছি না। স্কুলে খাবার চালু করার দাবি অনেকবার হেডস্যারকে জানিয়েছি। এরপরেও কাজ হয়নি। তাই রান্নাঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখাই। দ্রুত মিড-ডে মিল চালু না হলে আরও বড় ধরনের আন্দোলনে নামব।
>
> **প্রীতি সান্যাল,** ছাত্রী

স্ক্রাব টাইফাস নিয়ে উদ্বেগ কোচবিহারে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুন : চলতি বছরে কোচবিহার জেলায় স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭ জন। এবার বর্ষার শুরুতে এই রোগ থাবা বসাচ্ছে। ভরা বর্ষায় এর প্রাদুর্ভাব আরও বাড়তে পারে বলে চিকিৎসকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি এখন স্ক্রাব টাইফাস নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্বেগ বাড়ছে। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'স্ক্রাব টাইফাস নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজ চলছে। যে সংখ্যায় রোগীর সন্ধান মিলছে তাতে এখন রোগ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে।'

স্ক্রাব টাইফাস রোগটি ঠিক কী ধরনের? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর দেহে এই রোগের জীবাণু থাকে। মাইট নামে একদম ছোট কীটের কামড় থেকে মানুষের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে। এই রোগে আক্রান্ত হলে পাঁচ-সাতদিন ধরে জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা, গায়ে র‍্যাশ, কীটের কামড়ের জায়গায় ঘা, কিছুক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট বা সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার উপসর্গ দেখা যায়। এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকরা দ্রুত চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা হয়। ২০২৩ সালে কোচবিহার জেলায় প্রায় ৩৫০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত বনাঞ্চল, চা বাগান সংলগ্ন এলাকাতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যেত। কিন্তু এখন কোচবিহারেও এর প্রাদুর্ভাব রয়েছে। মূলত বর্ষায় এই রোগের প্রকোপ বাড়ে। তবে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ সেরে যায়। সেজন্য আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকার কথা বলছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁদের পরামর্শ, বাড়ির চারপাশ আগাছামুক্ত রাখা, চাষের জমি বা তার আশপাশে পা ঢাকা জুতো পরা, ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখা, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর থেকে দূরে থেকে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

উপসর্গ

- মাইট নামে একদম ছোট কিটের কামড় থেকে মানুষের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে
- এই রোগে আক্রান্ত হলে পাঁচ-সাতদিন ধরে জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা, গায়ে র‍্যাশ, কিটের কামড়ের জায়গায় ঘা দেখা যায়
- কিছুক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট বা সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ার উপসর্গ দেখা যায়

ভরা গঙ্গায় স্নানে নেমে নিখোঁজ ৩ পড়ুয়া

বৈষ্ণবনগর, ২৯ জুন : ভরা গঙ্গা। তবু শনিবার সকালে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিল বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। প্রত্যেকেই নবম শ্রেণিতে পড়ে। তখনই ঘটে বিপত্তি। নদীতে নেমে আচমকা তিন পড়ুয়া নিখোঁজ হয়ে যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তারা গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। বাকি ছাত্ররা চিৎকার শুরু করলে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। তাঁরা পাঁচজনকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বৈষ্ণবনগর থানার বীরনগর গঙ্গাঘাটে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীর পাড়ে ভিড় জমে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ।

তখন সকাল সাড়ে ন'টা। শনিবার স্কুল অর্ধদিবস ছুটি। কিন্তু এদিন স্কুল যাবে না বলে ঠিক করে নয় ছাত্র। স্কুলের বদলে তারা চলে যায় গঙ্গায়। তখন নদীতে এলাকার কয়েকজন স্নান করছিলেন। ছাত্ররা স্কুলব্যাগ নদীর পাড়ে রেখে স্কুলের পোশাকেই নেমে পড়ে গঙ্গায়। পাঁচজন ঘাটের কাছাকাছি থাকলেও চারজন একটু দূরে চলে যায় বলে স্থানীয়রা জানান। যারা দূরে চলে গিয়েছিল, তাদেরই ডুবে যেতে থাকে বলে খবর। বন্ধুদের ডুবতে দেখে নদীর ঘাটের কাছাকাছি থাকা পাঁচজন চিৎকার শুরু করে। মৎস্যজীবীরা এক ছাত্রকে কোনওরকমে উদ্ধার করলেও তিনজন ছাত্র তলিয়ে যায় গভীর জলে। তলিয়ে যাওয়া তিন ছাত্র হল আকাশ মণ্ডল (১৪), তুষার সাহা (১৪) ও কৃষ্ণ সাহা (১৫)। তাদের বাড়ি ১৭ মাইল চামাগ্রামে। খবর পেয়েই বাড়ির লোকজন নদীর পাড়ে চলে আসেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা। আসে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। তারা গঙ্গায় তল্লাশি শুরু করে। তবে বিকেল পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া তিন ছাত্রের কোনও হদিস মেলেনি। নদীর পাড়ে অনেকেই দাবি করেন, এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রশাসন সতর্কতামূলক কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। প্রশাসন আগে থেকে তৎপর থাকলে হয়তো এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বৈষ্ণবনগরের প্রাক্তন বিধায়ক স্বাধীন সরকার। তিনি জানান, 'খুব মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘাটে প্রতি বছর এমন ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলব।'

বৈষ্ণবনগর

বীরনগর হাইস্কুলের শিক্ষক উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, 'আকাশ মণ্ডল, তুষার সাহা, কৃষ্ণ সাহারা মেধাবী ছাত্র ছিল। এমন ঘটনা মানতেই পারছি না।'

আন্দোলনের জেরে বন্ধ মেডিকেল কলেজের আউটডোর। শনিবার।

কোর্টে আত্মসমর্পণ তৃণমূল নেত্রীর

এখনও অচলাবস্থা রায়গঞ্জ মেডিকেলে

রায়গঞ্জ, ২৯ জুন : মেডিকেলে চিকিৎসক নিগ্রহ কাণ্ডে আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী তথা রায়গঞ্জ পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার চৈতালি ঘোষ সাহা। বর্তমানে তিনি শাসকদলের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিচারক তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন। এই ঘটনায় তৃণমূলের দুই কর্মীকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকার জয়দেব বিশ্বাস (৩৩) এবং ছোটন মণ্ডল (২৬)। তাদেরও এদিন শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন বিচারক।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের স্পেশাল পিপি সাওন চৌধুরী জানান, 'রায়গঞ্জ মেডিকেলের ঘটনায় চিকিৎসকরা তৃণমূলের জেলা সভানেত্রীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। আজ চৈতালি ঘোষ সাহা সিজেএম কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন। দীর্ঘ সওয়ালের পর বিচারক তাঁকে জামিনের নির্দেশ দেন।'

আসামি পক্ষের আইনজীবী শুভদীপ মুখার্জি বলেন, 'চিকিৎসকরা যেমন অভিযোগ করেছেন, আমরাও তেমন অভিযোগ করেছি। অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিচারক আমার মক্কেলকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।'

২৭ জুন রাতে অসহ্য পেটে ব্যথা নিয়ে মেডিকেলে ভর্তি করা হয় বছর দুয়েকের এক শিশুকে। হাসপাতালের বেডে দীর্ঘক্ষণ ছটফট করে বাচ্চাটি। কিন্তু অভিযোগ, তার চিকিৎসা না করে মোবাইলের স্ক্রিনে খেলা দেখতে মগ্ন ছিলেন এক জুনিয়ার ডাক্তার। প্রতিবাদ করতে গেলে রোগীর পরিবারের আত্মীয় ও তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহার সঙ্গে জুনিয়ার ডাক্তারদের তুমুল বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে জুনিয়ার ডাক্তাররা দলে দলে ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীর পরিজনদের সঙ্গে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। এই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রায়গঞ্জ মেডিকেল ক্যাম্পাস। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। দু'পক্ষকে সামলাতে নাজেহাল হতে হয় পুলিশকর্মীদের। এই ঘটনায় গতকাল থেকে মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে ধর্নায় বসে রয়েছেন চিকিৎসকরা। বন্ধ রাখা হয়েছে হাসপাতালের বহির্বিভাগ। তবে এই ঘটনায় চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

রায়গঞ্জ মেডিকেলের অধ্যক্ষ কৌশিক সমাদ্দারের দাবি, 'ইন্টার্নদের মারধর করা হয়েছে বলে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।' দু'দিন ধরে রায়গঞ্জ মেডিকেলের ওপিডি বন্ধ কেন? প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ বলেন, 'কী আর করা যাবে!'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান

মানিকচক, ২৯ জুন : অস্ত্র পাচারের অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান ও তৃণমূল যুব নেতা। তাদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মানিকচকে।

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার জন্য শুক্রবার রাতে নাজিরপুর অঞ্চলের হরিপুর এলাকার একটি আমবাগানে জড়ো হয়েছিল কয়েকজন দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় মানিকচক থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান দেবাশিস মণ্ডল, তৃণমূল যুব নেতা শরবন মণ্ডল সহ ছ'জন পুলিশের জালে ধরা পড়ে। দেবাশিসের মামা শরবন। দেবাশিসই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কারবারির পান্ডা বলে দাবি পুলিশের। বাকি ধৃতদের নাম সঞ্জীব মণ্ডল, অনন্ত মণ্ডল, জয়ন্ত মণ্ডল ও সুমিত মণ্ডল। তাদের হেপাজত থেকে একটি সাত মিমি পিস্তল, আট রাউন্ড কার্তুজ, দুটি ম্যাগাজিন ও ১২ হাজার টাকা ও আটটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে শনিবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

তৃণমূলের সাফাই, ধৃত শরবন মণ্ডল যুব দলের কেউ নয়। দলীয় যুব কমিটির কোথাও তার নাম নেই। বিজেপির দাবি, মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে তাদের পঞ্চায়েত প্রধানকে। প্রধানকে মামলায় ফাঁসিয়ে পঞ্চায়েতের দখল নিতে চাইছে তৃণমূল। ধৃত পঞ্চায়েত প্রধান দেবাশিস মণ্ডলের দাবি, 'আমি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। আমাকে ফাঁসানোর জন্য পুলিশ এসব আমার সঙ্গে গুঁজে দিয়েছে।'

মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'তৃণমূলের ষড়যন্ত্রে আমাদের পঞ্চায়েত প্রধানকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। মানিকচকের বালুটোলায় প্রত্যেক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে অস্ত্র মজুত রয়েছে। তা নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথা নেই। তবে আইনের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।'

মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ রুগ্ন বাগানে

নাগরাকাটা, ২৯ জুন : চা বাগানের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এগিয়ে এসেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার সেন্টার ফর ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম)-এর তরফে পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বিভিন্ন রুগ্ন চা বাগানের ৬০ জন মহিলাকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কোফাম-এর প্রধান ও ইনস্পেকটর অফ কলেজেস ডঃ দেবাশিস দত্ত বলেন, ‘এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজের প্রসার ও সেইসঙ্গে মহিলাদের বিকল্প আয়ের সংস্থান তৈরি করে দেওয়া।’

মাশরুম বর্তমানে শুধু অর্থকরী পণ্যই নয়, এর চাহিদাও বাড়ছে। চাষের জন্য খরচ তেমন নেই। প্রয়োজন নেই প্রচুর জমিরও। দরকার শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান ও দক্ষতা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে নানা বয়সি মহিলা ছিলেন। এমনকি কয়েকজন ছাত্রীও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। হাতেকলমে মাশরুম চাষের ওপর নানা দিক শেখানো হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন কোফাম-এর প্র্যাকটিকাল ডেমনেসট্রেটর অমরেন্দ্রকুমার পান্ডে।

কালচিনির মধু চা বাগানের কণিকা ধানোয়ার নামে এক প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা মহিলা বলেন, ‘বিজ্ঞানসম্মত কৌশল শেখার পর ইতিমধ্যেই নিজেদের এলাকায় আরও কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মাশরুম চাষ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। আশা করছি দ্রুত আমরা প্রত্যেকেই এর সুফল পাব।’

আজ টিভিতে

জি সিনেমা এইচডিতে রাত ৮টায় স্যাম বাহাদুর।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, ২.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ দুপুরের মেগা মুভি, বিকেল ৫.০০ আকাশ বার্তা, সন্ধ্যা ৬.৩০ সানডে ব্লকবাস্টার, রাত ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সন্তান যখন শত্রু, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধ্যা ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ গ্রেফতার

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.১০ হামি, সন্ধ্যা ৭.০০ দেবী, রাত ১০.৩০ বিন্দাস

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩০ বাজি, বিকেল ৫.০০ অভিমন্যু, রাত ৮.০০ সুভাষের চোখে ক্ষুদিরাম, রাত ১০.৫৫ তাং মত করো, রাত ১১.২৫ অন্তর্ধান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চ্যালেঞ্জ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কামব্যাক, সন্ধ্যা ৬.৩০ ইউ-টার্ন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চিতা

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় বিধিলিপি।

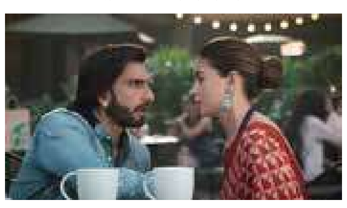

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে সন্ধ্যা ৭টায় রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি।

জলসা মুভিজ এইচডিতে বিকেল ৫.১৫ মিনিটে বাদশাহী আংটি।

সমস্যা সমাধানে ভূবিজ্ঞানমন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৎপরতা

বজ্রপাতে ক্ষতি রেলের সিগন্যালে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : গোড়ায় গলদ খুঁজতে গিয়ে আকাশে নজর রেলের। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর থেকে সমালোচনার ঝড় বইছে ভারতীয় রেলের ওপর দিয়ে। সাধারণ মানুষ কাঠগড়ায় তুলছেন যাত্রীসুরক্ষা এবং পরিষেবাকে। এদিকে, মন্ত্রকের তদন্তে মালগাড়ির মৃত চালক থেকে একাধিক রেলকর্মীর গাফিলতি ধরা পড়েছে। তবে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি এখনও পর্যন্ত।

যদিও নিজবাড়ির ভয়াবহ দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ যে সিগন্যালিং ব্যবস্থা বিগড়ে যাওয়া, তা নিয়ে সংশয় বা সন্দেহ নেই অধিকাংশ রেলকর্তার। এক্ষেত্রে ‘দোষী সাব্যস্ত’ করা হচ্ছে বজ্রপাতকে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বজ্রপাতে ক্ষতি এড়াতে বিশেষ মেকানিজম বা ব্যবস্থার ওপর জোর দিচ্ছে রেল। জলবায়ুর পরিবর্তনের নানাদিকে নজর রেখে ভূবিজ্ঞানমন্ত্রক এবং রেল, যৌথভাবে সেই কাজ করছে বলে জানা গেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলছেন, ‘পরিবর্তিত আবহাওয়ার প্রভাব পড়ছে রেল ব্যবস্থায়। অস্বাভাবিক বৃষ্টি এবং তীব্র বজ্রপাতের জন্য সিগন্যালিং ব্যবস্থা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার প্রমাণ এর আগে পাওয়া গিয়েছে। এবারও সেই সংক্রান্ত তথ্য মিলেছে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কিছু কাজ হচ্ছে।’

দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে চাইছে রেল। গোড়ায় গলদ খুঁজে বের করার পর প্রকৃতিকে ‘নিয়ন্ত্রণ’ করা হবে কোন উপায়ে, প্রথমে তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না তাবড় রেলকর্তারা। তবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ অসাধ্য হলেও, প্রযুক্তির সাহায্য নিলে বিপদ এড়ানো যাবে অনেকটা, সেই ভাবনা থেকে ভূবিজ্ঞানমন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল।

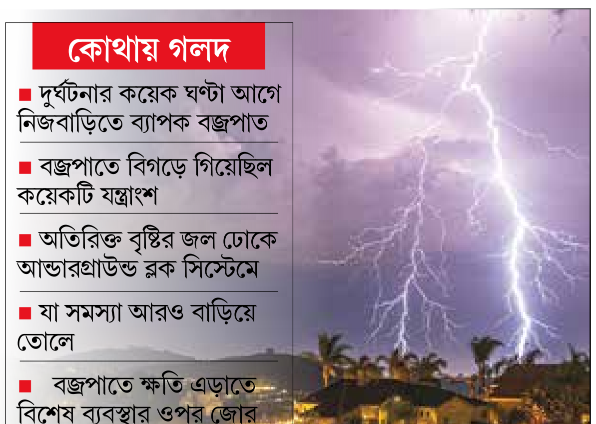

কোথায় গলদ

- দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে নিজবাড়িতে ব্যাপক বজ্রপাত
- বজ্রপাতে বিগড়ে গিয়েছিল কয়েকটি যন্ত্রাংশ
- অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ঢোকে আন্ডারগ্রাউন্ড ব্লক সিস্টেমে
- যা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে
- বজ্রপাতে ক্ষতি এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থার ওপর জোর

সিগন্যালিং ব্যবস্থা কেন বিগড়ে গেল, কারণ খুঁজতে গিয়ে রেলের মেকানিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিকরা বেশকিছু ত্রুটির সন্ধান পান। বজ্রপাতের কারণে অনেক যন্ত্র বিগড়ে গিয়েছে বলে আধিকারিকদের অনুমান।

খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগে ১৬ জুন রাতে নিজবাড়ি এলাকায় ব্যাপক বজ্রপাত হয়। হয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত। অতিরিক্ত বৃষ্টির জল আন্ডারগ্রাউন্ড ব্লক সিস্টেমে ঢুকেছে। যা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। শুক্রবার রাতে বাগডোগরা এবং নকশালবাড়ির মধ্যে সিগন্যালিং ব্যবস্থায় ত্রুটি ধরা পড়ে, এর পিছনেও রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ডে জল ঢুকে পড়া।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, ‘সিগন্যালিং ব্যবস্থা নিয়ে রেল ভালো বলতে পারবে। তবে মূলত পাহাড়ি অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের সমতলে বর্ষার সময় বজ্রপাত হচ্ছে। দুই-তিনদিন যদি বৃষ্টি না হয় এবং চড়া রোদ থাকে, তবে কোথাও কোথাও বজ্রপাতের তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি বেশি থাকছে।’ উল্লেখ্য, সিগন্যালিং ব্যবস্থা বিগড়ে যাওয়ায় ১৭ জুন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং মালগাড়িকে পেপার মেমো দিয়ে চালানো হচ্ছিল। আর সেক্ষেত্রে কিছু ভুল হওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করছে রেল।

সাধারণত যে কোনও প্রকল্পে ওই অঞ্চলের অন্তত ৫০ বছরের আবহাওয়ার ইতিহাস খতিয়ে দেখে আগামীর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এরপরেও অনেক সময় তা ব্যর্থ হয়। যেমন, অসমের পাহাড়ি লাইনে কমিশন হয় ২০১৪ সালে। ১৯৪৫ সাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। দেখা গিয়েছে, সেসময় ওই অঞ্চলে দিনের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল, ১৮ থেকে ২০ মিলিমিটার। কিন্তু ২০২২ সালে কয়েকদিন গড়ে ৭০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে রেলপ্রকল্পটি। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে এমনটা ঘটেছে বলে রেল এবং আবহাওয়া দপ্তর নিশ্চিত। এই কারণে সিগন্যালিং ব্যবস্থার অত্যাধুনিক ক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে চাইছে রেল।

হেপাটাইটিস নিয়ে কর্মশালা

কোচবিহার, ২৯ জুন : লাফিয়ে বাড়ছে লিভার সংক্রান্ত নানা জটিল রোগ। গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে বহু মানুষ এখন লিভারের সমস্যায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে ৫ ও ৬ জুলাই কোচবিহারের একটি হোটেলে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকে নিয়ে ন্যাশনাল ভাইরাল হেপাটাইটিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছে। দু’দিনের এই কর্মশালায় হেপাটাইটিস বি এবং সি রোগের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ও দিকনির্দেশ হবে।

কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, ‘হেপাটাইটিস রোগের একটা সময় শুধু ভ্যাকসিন ছিল। এখন সরকারি জেলা হাসপাতালে এর নানা ওষুধ পাওয়া যায়। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। এই রোগ কমাতে স্বাস্থ্য দপ্তর আরও কী কী কাজ আগামীতে করবে, তা নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা হবে।’ কর্মশালায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর অফ হেলথ ডাঃ সিদ্ধার্থ নিয়োগী, উত্তরবঙ্গের আট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা এবং মেডিকেল কলেজগুলোর অধ্যক্ষ ও এমএসভিপি-রা থাকবেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

জয়ন্তী নদীতে ব্রিজের শেষ স্মৃতিচিহ্ন চারটি পিলার। - সংবাদচিত্র

ভুটানগামী সড়কে অবরোধে শ্রমিকরা

শুভ দত্ত

বানারহাট, ২৯ জুন : বকেয়া মজুরির দাবিতে শনিবার ভারত-ভুটান সড়ক অবরোধ করলেন নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের শ্রমিকরা। সকাল থেকে পথ অবরোধের ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিন চামুর্চি পুলিশ ফাঁড়ি ওসি আদিল লিম্বু, ধূপগুড়ি মহকুমার এসডিপিও গিয়ালসেন লেপচা এবং বানারহাট ব্লকের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন ঘটনাস্থলে আসেন। প্রশাসনের আধিকারিকরা অবরোধকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেন। টানা ৭ ঘণ্টা অবরোধের পর মজুরি মেলার আশ্বাসে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। প্রশাসনের তরফে মঙ্গলবার ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক ও কেন্দ্রীয় লেবার কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিডিও বলেন, ‘চা শ্রমিকদের সমস্যার বিষয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। আগামী মাসের দুই, সাত ও বারো তারিখে বকেয়া মজুরি মেটানো হবে।’

বানারহাট ব্লকের ওই চা বাগানের শ্রমিকরা ২ মাস ধরে মজুরি পাচ্ছেন না। সেইসঙ্গে আট সপ্তাহ ধরে বিঘা চা শ্রমিকদের মজুরি বন্ধ রয়েছে। মজুরির দাবিতে শুক্রবার ফ্যাক্টরি গেটে ধর্নায় বসেছিলেন মহিলা চা শ্রমিকরা। ধর্নায় বসার পরেও মজুরি কবে মিলবে সেই আশ্বাস পাওয়া যায়নি। তাই বাধ্য হয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা শনিবার সকালে বৃষ্টির মধ্যেই ভারত-ভুটান জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। শ্রমিক মান্থী গোপের বক্তব্য, ‘কাজ করে টাকা পাই না। র‍্যাশন থেকে যে চাল পাই তা দিয়েই কোনওরকমে সংসার চলছে। এর আগেও পথ অবরোধ করার পরে বাগান কর্তৃপক্ষ একটি বকেয়া মিটিয়ে দেয়। আবারও একই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বাধ্য হয়েই পথ অবরোধ করছি।’

এই বাগানে প্রায় ১২০০ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করেন। তাঁরা সপ্তাহ শেষে ১৩০০ টাকা করে মজুরি পান। এছাড়াও বাগানে ৪০-৪৫ জন স্টাফ ও সাব-স্টাফ রয়েছেন। যাঁদের মাসিক বেতন ৮ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা। সেই বেতন বন্ধ হয়ে পড়ায় তাঁরাও সমস্যায় রয়েছেন। এদিনের অবরোধে তাঁরাও শামিল হয়েছেন।

জয়ন্তীতে বিপন্ন ব্রিটিশ আমলের সেতুর পিলার

ভাস্কর শর্মা

জয়ন্তী, ২৯ জুন : আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই। আমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি। তোমরা পাথর সরিয়ে আমাকে বের করো। ব্রিটিশ ভারতে জয়ন্তীর শেষ সাক্ষী জয়ন্তী ব্রিজের চারটি পিলার এভাবেই যেন নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চাইছে। প্রতি বছর একটু একটু করে পাথর চাপা পড়ে আজ প্রায় নিশ্চিহ্নের পথে জয়ন্তী ব্রিজের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। শতবর্ষ পার করা এই ব্রিজের চারটি পিলার আজও ব্রিটিশ ভারতের সাক্ষ্যবহন করে চলছে। ১৯৯৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় জয়ন্তী ব্রিজ। তারপর থেকে শুধুই দু’হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজের চারটি পিলার। এই পিলারও আজ ধ্বংসের মুখে। পরিবেশ আদালতে জয়ন্তী নদী নিয়ে মামলা থাকায় করা যাচ্ছে না নদীর ড্রেজিং। ফলে আজ নদীর দু’পাশের তুলনায় নদীবক্ষ অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে। আর নদীর বালি-পাথরে চাপা পড়তে পড়তে জয়ন্তী ব্রিজের ওই চারটি পিলার ইতিহাস হওয়ার পথে। ইতিহাসপ্রেমীরা মনে করছেন, এবার বড় ধরনের হড়পা নামলেই উড়ে যেতে পারে জয়ন্তী ব্রিজের চারটি পিলার।

ইতিহাসপ্রেমী নীতীশ দাস বলেন, ‘ব্রিটিশ স্থাপত্যের অনেক কিছুই আলিপুরদুয়ার থেকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। বাবুপাড়ার জেলখানা আজ নেই, বক্সায় ব্রিটিশদের তৈরি অনেক কিছুই ধ্বংস করা হয়েছে। জয়ন্তী ব্রিজটিও আমরা রাখতে পারলাম না।’ জয়ন্তীর বাসিন্দা শেখর ভট্টাচার্যর কথায়, নদীর বালি-পাথরে চাপা পড়তে পড়তে জয়ন্তী ব্রিজের পিলার চারটিও একেবারে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণত পাহাড়ি নদী জয়ন্তীতে সারা বছর জল থাকে না। বৃষ্টি হলে জল নেমে আসে। তবে তা খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভরা বর্ষায় নদী পারাপার সম্ভব ছিল না। তাই ব্রিটিশ আমলে পারাপারের জন্য নদীর ওপর রোপওয়ে বানানো হয়েছিল। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে জয়ন্তী নদীর উপর সেতু তৈরির কাজও শুরু করে দেয় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। এক বছরের মধ্যেই ওই সেতু তৈরির কাজ শেষ করে তারা। ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণের জন্য ওই সেতু খুলে দেওয়া হয়। সেতুটির মুখ্য স্থপতি ছিলেন অসওয়াল্ড সার্জেন্ট স্মিথ নামে এক ইঞ্জিনিয়ার। স্থায়ী সেতু তৈরির পর বদলাতে থাকে জয়ন্তী। এখানকার খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে একটা বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় জয়ন্তী।

ইতিহাসপ্রেমীদের কথায়, ১৯৯৩ সালে জয়ন্তীর বুকে নেমে আসে বড় বিপর্যয়। সেবার ভয়ংকর বন্যায় গোটা জয়ন্তী সহ আলিপুরদুয়ারের সব ইতিহাস ওলটপালট হয়ে যায়। বন্যার পর দেখা যায় জয়ন্তী ব্রিজ সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। শুধুমাত্র তার চারটি পিলার দাঁড়িয়ে থাকে।

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned various work under Harirampur Panchayat Samity. NIT NO 03/OF/HRP/HRP/PS/DD. Dated- 25.06.2024 & 09/HRP/PS/DD. Dated 26.06.2024

Ref. Last date of submission- 02.07.2024 upto 02.00 pm
Date of opening tender- 02.07.2024 after 03.00 pm
&
Last date of submission- 05.07.2024 upto 03.00 pm
Date of opening tender- 08.07.2024 after 11.00 am

Sd/-
E.O.
Hrp PS, D/Dinajpur

ফানিশিং এবং ট্রিমিং -এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিবিডব্লিউএস-এনআইটি-০৭-২০২৪-২৫, তারিখ : ২৬-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে পিওএইচ কোচের ফানিশিং এবং ট্রিমিং -এর কাজ। কাজের আনুমানিক খরচ : ১,৯৩,২০,৮০৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৪৬,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১৮-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকের সেবায়

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)

KALKI 2898 AD
(Hindi)
*ing: (Prabhash, Amitabh Bachchan, Dipika)
Time : 12:30, 3:30, 6:30

শিক্ষা

■ LL.B, (3 yrs.) যে কোনও বয়সে। যোগ্যতা- যে কোনও (Govt/ Private) Unversity-র গ্র্যাজুয়েট অথবা মাস্টার ডিগ্রি। LL.M, ‘ল পয়েন্ট’ 9830132343/ 6290760935. (K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ শুধু নিজচর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার সহজ পদ্ধতি। দেখা করে জেনে নিন। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/111083)

TUITION

■ Home Tuition, V-XII, Math, SCN, CBSE, ICSE, WB, Siliguri. (M) 8637042170.

■ WBCS Psychology Optional By-PSE Qualified Psychologist 15 yr. Exp. 9830384169 (7-10 P.M.). (C/111141)

Physics Class

■ An Innovative and Smart Physics Class for CBSE/ICSE/ WB/NEET/JEE (Main and Advance), B.Tech Physics and Electronics and foundation Course or Class X at Siliguri. Conducted by an Experience IIT'ian, Exam Series also Separate. M : 8837030364. (C/111086)

আইন-আদালত

■ আপনি কি ডিভোর্সি, সম্পত্তি, পুলিশি হয়রানি ও আইনি সমস্যায় আছেন? হেল্পলাইন 7585907389, 9883324578. (C/111312)

জ্যোতিষ

■ ঁপণ্ডিত তপন ভট্টাচার্যের একমাত্র ছাত্র আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক শ্রী সত্যানন্দ, যে কোনও সমস্যায় স্থায়ী সমাধানে আজও অদ্বিতীয় ১২ থেকে ১৭ জুলাই উত্তরবঙ্গে পাবেন। ফো : 8337076787. (K)

■ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষী আচার্য্য কল্যাণ শাস্ত্রী (গোল্ড মেডেলিস্ট) প্রতি ইং ২২-৩১ হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি, ১-৫ মালবাজার, রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্সে বসছেন। Ph- 7719371978.

রাজ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রী শ্রী শুভশাস্ত্রী

বসছেন প্রতি ইংরাজী মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা

আপনারা আপনাদের সমস্যা নিয়ে উনার সাথে যোগাযোগ করুন নির্ভুল ফলাদেশ ও নির্ভুল প্রতিকারের জন্য

RATNA BHANDAR Jewellers

7719371978

ভাড়া

■ অফিসের জন্য আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে খেলার মাঠের কাছে 1 BHK ঘর ও ৬ ঘর বিশিষ্ট পুরো বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। M : 7407549888/ 9800020321. (C/111085)

■ ধূপগুড়ি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বল্প খরচে নতুন সেশনে ভর্তি চলিতেছে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 7908191204. (A/B)

■ 7.50 sq.ft Office space 1st Flr, for rent at SF Road. M : 9434044737. (C/111368)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/111084)

■ জ্যোতিষ জগতে আলোড়ন, যাহা বলে তাহাই ফলে। আপনার অবগতের জন্য। পরিবারের যে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রিম যোগাযোগ করুন, ভারত বিখ্যাত বাস্তু ও জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞ ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ : 9002004418 নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়।

ক্রয়

■ শিলিগুড়ির ৩৮ নং ওয়ার্ড নতুন/ পুরাতন মাঝারি মাপের ফ্ল্যাট সত্বর ক্রয় করতে চাই। M : 89003-21006. (C/111085)

বিক্রয়

■ 1652 sq.ft 3 BHK Flat বিক্রয় হইবে, 4th floor, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি। M : 9435151891. (C/111071)

■ 3 তলা বাড়ি সহ 3 কাঠা জমি বিক্রয়। ঠিকানা- সুকান্তনগর (অটোস্ট্যান্ড) শিলিগুড়ি। 9749278399. (C/111360)

■ Flat for sale 2 BHK at East Vivekananda Pally, Raja Rammohon Roy Road, Siliguri. M : 98320-97070. (C/111087)

বিক্রয়

■ রথখোলা নবীন সংঘের পাশে 2 ½ কাঠা করে জমি বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9735851677. (C/111085)

■ 5 Katha Land/Godown for Sale,Near DPS School road, Fulbari@ 40 Lakh (Vest Land) @ 9832386189. (C/111386)

■ মেখলিগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৬০ কাঠা বাস্তুজমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ- 8900426646/ 9475703094. (C/111085)

■ Residential land for sale (2.5 Katha) East facing, 18 ft wide road @ Shaktigarh road No. - 3 (Rs. 87 LK). Cont - 9832386189. (C/111386)

■ শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া W/N-40, মেন রাস্তার ধারে ৩ কাঠা জমি বাড়ি সহ বিক্রি । M - 7602945422. (C/111085)

■ Flat for sale 3 BHK 1st floor and 1 BHK ground Floor front side at Subhash Pally, Siliguri. M : 98320-26764

■ Flat বিক্রয় - 950 Sq.ft. দোকান সমেত বিক্রি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আশ্রমপাড়া, জলপাইগুড়ি। M : 9749213634. (C/111085)

■ শিলিগুড়িতে একটি দোতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 8016012189. (C/111382)

■ দেশবন্ধুপাড়া সবুজ সংঘ মাঠের নিকট ওয়ার্ড নং 27, ৭½ কাঠা জমি শীঘ্রই বিক্রয় হবে প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9434871850, 8116879965. (C/113216)

■ Flat for sale at Dabgram 1st, 2nd floor. Cont. No. 8250282506. (C/111083)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Ganesh Paul S/o- Gour Paul Vill-Dakshin Rampur, P.O- Barobisha,Dist- Alipurduar, 736207. গত 30.5.2024 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Ganesh Pal থেকে Ganesh Paul নামে পরিচিত হয়েছি। (P/S)

Affidavit

■ The name of my (Bhaswati Bhattacharjee) father wrongly recorded as Keshab Peiya Samajdar in my Pan Card has been changed as Keshab Priya Samajdar vide affidavit sworn before the Notary Public, Siliguri on 29.6.2024. (C/111390)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 8/9, কাশ্মীর10/10,20/10, রাজস্থান 7/10, 21/12, অরুণাচল 16/11, কুমায়ুন+ করবেট 15/11, কেরল 20/12, বাংলাদেশ 4/12 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ ধূপগুড়ি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র পার্টনারশিপ ডিট করে লিজ দেওয়া হবে। (M) 9434228994, 7908191204. (A/B)

■ ২৫ বছরের ঔষধ কোম্পানি নতুন নতুন মলিকুল সহ ছয়টি ডিভিশনের জন্য আকর্ষণীয় কমিশনে জেলাভিত্তিক PCD চাই। 9748749534, 9748749530. (K)

লোন

■ PL, টোটো ও ছোট/বড় ব্যবসা, ফ্ল্যাট, জমি, বাড়ি কেনা/ তৈরির ও পেনশনার্স লোন করি। শুধু শিলিগুড়ি। M : 9126303745. (C/111083)

কর্মখালি

■ ধূপগুড়ি যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক চাই। (M) 7908191204. (A/B)

■ Salesman for Library Book with two wheeler to visit schools. (M) 9144433325. (C/111084)

■ Tendering engineer required in Siliguri. B.E.+minimum 3 years' experience. (M) 9832571123. (C/111387)

■ রিটেল কাউন্টারে অভিজ্ঞ সেলসম্যান আবশ্যক। পাঞ্জাবী কুঠি, বিধান রোড, শিলিগুড়ি। মোঃ 9641314377. (C/111388)

■ Need an office boy at PETLAB diagnostic Centre, Siliguri. Ph : 9933090555. (C/111392)

■ শিলিগুড়িতে ইংরেজিতে ও কম্পিউটারে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট ব্যাক অফিস এগজিকিউটিভ চাই। মো ঃ 8918771252. (C/110739)

■ শিলিগুড়িতে অফিসের জন্য কম্পিউটার জানা মহিলা আবশ্যক। মো ঃ ৯৮৩২০৩১৫৪১

■ ডাক্তারের 4 হুইলার গাড়ির 14 বছরের অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। সময় : 9.30 A.M.- 2 P.M. ও 5.30 P.M. - 7P.M, বেতন : 10,000/-। বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি। M : 90642-61553. (C/111087)

■ শিলিগুড়িতে জাদুকরের স্থানীয় পার্ট-টাইম সহকারী প্রয়োজন - সত্বর যোগাযোগ- 9477270222 (M). (C/111086)

কর্মখালি

■ Job Vacancy. Godown Incharge (Post-1), Salesman (Post-1), Sugal Foods, Agrasen Road, Siliguri. (M) 8513057060. (C/111353)

■ Wanted 2 Salesman for Wine Shop for Siliguri & Gajoldoba. Candidates should be experienced & min. H.S., Computer. Apply within 7 days through mail : biswaprakashsaha7@gmail.com or Call to : 7063781776.

■ A Reputed Diagnostic Centre at Siliguri required following personnel : Business Executive : Minimum 3 yrs of experience in Healthcare Sector. Please send CV immediately at : medwincaressiliguri@gmail.com (K)

■ মহিলা সেবিকা চাই, নম্র, ভদ্র, হাস্যময়ী। দিনরাত্রি থেকে কাজ করার জন্য। রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরের পরিচর্যা এবং একজন মাত্র সুস্থ-সবল বয়স্ক ব্যক্তির সেবা-চর্যা করার জন্য। বয়স ৩৫-এর মধ্যে, বেতন বছরে এক লক্ষ আট হাজার টাকা। যোগাযোগ- শিলিগুড়ি, সেবক রোড। ফোন : 9434043593.

■ Teacher with English Medium back-ground for a C.B.S.E affiliated School in Dakshin Dinajpur, W.B. Affiliation No-2430222. Send biodata through :- Email ID :- chittaranjanemschool@gmail.com. Contact No - 7908022098. Qualification- M.A (English), B.Ed. Note : Application must be submitted on or before 15 days of publication. (M-BH)

কর্মখালি

■ Raiganj Nightingale Institute Of Nursing Sciences Prof., Associate Prof., Assistant Prof. - M.Sc (N) with teaching experience Must have registration with "WBNC" Apply with CV to raiganjnins@gmail.com& 8101007058 / 7001678501 (M-TR)

■ ইয়াং এনারজেটিক, অফিসের জন্য কাজের ছেলে চাই। বয়স ১৯-২২’এর মধ্যে, কোনও প্রকার নেশাবিহীন, নম্র, ভদ্র শিক্ষিত হওয়া চাই, থাকা-খাওয়ার সু-ব্যবস্থা আছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যোগাযোগ- 94340-43593 শিলিগুড়ি। ECC Pvt. Ltd.

গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই

■ নামী অফিসে কাজের জন্য ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট, যোগ্য, শিলিগুড়ির লোকাল মেয়ে চাই। বেতন-15000/- to 18000/-PM, Interview সোমবার, 1st July, 5-7 P.M. যোগাযোগ : প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd Floor, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9647855333. (C/111083)

ACCOUNTANT FOR TEA FACTORY

Full-Time Accountant for Tea Factory Office. WhatsApp CV on +91 97334 72966

ধাকরু মোড়ে জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। শনিবার।

নিখোঁজ পঞ্চায়েত সদস্য উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ২৯ জুন : চারদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন তৃণমূল পরিচালিত খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুষনা মার্ডি। নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এমনকি শুক্রবার খড়িবাড়ি থানায় সুষনার স্বামীর বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না, এই অভিযোগ তুলে শনিবার বিকেলে তিরধনুক নিয়ে পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন ধাকরু মোড়ে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। শেষমেশ সন্ধেবেলা বাগডোগরা থেকে সুষনাকে উদ্ধার করা হয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সুষনার পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, এনজেপি এলাকার বাসিন্দা গোপাল হাঁসদার সঙ্গে পাঁচ বছর

গ্রেপ্তার স্বামী

আগে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয় সুষনার। পরিবারের অভিযোগ, সুষনাকে মারধর করতেন তাঁর স্বামী। এমনকি কর্মস্থলেও তাঁকে হেনস্তা করতেন গোপাল। ২৫ জুন থেকে সুষনা নিখোঁজ, তাঁর স্বামী বিষয়টিতে কোনও গুরুত্ব দেননি বলেও অভিযোগ ছিল পরিবারের।

অবরোধ চলাকালীন সুষনার ভ্রাতৃবধূ বাসন্তী বাস্কে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর এদিন বিকেলে এনজেপি থানার পুলিশ গোপালকে গ্রেপ্তার করে। সেই খবর জানার পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

এদিন সুষনাকে উদ্ধারের আগে তাঁর খড়িবাড়ি ডাঙ্গারভিটার বাড়িতে যান খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্যরা। পরিবারকে আশ্বস্ত করেন তাঁরা। অন্যদিকে, অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে আটকে পড়ে বহু গাড়ি। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার জানান, এনজেপি থানার পুলিশ গোপালকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সুষনা সুস্থ রয়েছেন। গোটা ঘটনাটা জানতে তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ট্র্যাক্টর আটক

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : মহানন্দা নদী থেকে বালি পাচারের সময় তিনটি নম্বর প্লেটহীন ট্র্যাক্টর আটক করল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্র। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে আটক করা ওই তিনটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর। পুলিশ ধাওয়া করতেই চালকরা ট্র্যাক্টর ছেড়ে পালিয়ে যায়। চালকদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সাহিত্য আড্ডা

বাগডোগরা, ২৯ জুন : 'একফালি জানালা'র তরফে সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করা হল শনিবার। প্রতিমাসে শেষ শনিবার এই ধরনের অনুষ্ঠান করে সংগঠনটি। এবারের আড্ডার বিষয় ছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশ নেন অতুলচন্দ্র রায়, বিপুল পাল, পিনাকী বণিক প্রমুখ। আড্ডায় গান পরিবেশন করেন কবি গণেশ বিশ্বাস ও শুক্লা সিংহ। অনুষ্ঠানের শেষে সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম গাওয়া হয়।

জমি-হাঙর/৫

কলকাতার পাশে রাজারহাট-নিউটাউনের মতোই এখন চর্চায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি। সরকারি জমি বেচে দেওয়াটা যেন এখানকার রোজকার 'পলিটিক্স'। আর সেই পলিটিক্সে মিশে যায় মাফিয়া-তৃণমূল নেতারা। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে এসেছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মাফিয়াদের কথা। তারপর থেকেই চর্চায় এখানকার দাদারা। এবার কি তাঁদের কোনও শাস্তি হবে, প্রশ্ন ঘুরছে আনাচকানাচে। আজ পঞ্চম পর্ব।

গরিব সাজার বড় শখ শ্রমিক নেতার

দীপ সাহা ও মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : দেবাশিস প্রামাণিক যেদিন গ্রেপ্তার হলেন, সেদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি থানার বাইরে বসে পান চিবোচ্ছিলেন তাঁরই শাগরেদ এক শ্রমিক নেতা। 'দাদা'কে পুলিশ তুলে নেওয়ায় হুজ্জতি করতে দলবল নিয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন তিনি। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের একটি থানার আইসি তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'আপনিই অমুক তো'। মাথা ঘুরিয়ে হ্যাঁ বলামাত্রই সাদা উর্দি দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ওই পুলিশকর্তা কাঁধে হাত দিয়ে কানে কানে 'মন্ত্র' দিতেই পড়িমরি ছুট দিয়েছিলেন দুঁদে ওই নেতা থুড়ি জমি মাফিয়া। কেন পালিয়েছিলেন তা অবশ্য জানা যায়নি।

লেকটাউনের বাসিন্দা তাঁর এক চ্যালা বলছেন, 'দাদাকে আমরা ডাকাবুকোই ভাবতাম। কিন্তু সেদিন বুঝলাম পুলিশ দেখলে দাদা কতটা ভয় পায়।' ওই যে সেদিন থানা চত্বর থেকে সরেছিলেন, আর সামনে আসার সাহস দেখাননি।

আগে থাকতেন গেটবাজারে। সেই সময় খুব একটা সচ্ছল ভাব কেউ কোনওদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারছেন না। তারা মায়ের ভক্ত ওই শ্রমিক নেতার নাকি ঠিকাদারি ব্যবসা রয়েছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া এলাকায়। বছর কয়েক আগে বেনামী ফ্ল্যাট কিনেছেন লেকটাউনে। যদিও বলে বেড়ান, সেটা নাকি ভাড়ায় নেওয়া। মাঝেমধ্যে 'আমার কিছুই নেই' বলে বেড়ালেও হাবভাব ও বাতাসে ভেসে বেড়ানো শব্দ অন্য কথাই বলে। একই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক তৃণমূল নেতা বলেছেন, 'জমির কারবারে যিনি জেলে গিয়েছেন, উনি তো তাঁরই ডান হাত। সমস্ত কারবার তো উনিই দেখতেন। কিছুই নেই, এসব তো হাস্যকর কথাবার্তা।' সিপিএম থেকে ভিড়েছিলেন তৃণমূলে। কিন্তু দলে

পোড়াঝাড়ে সরকারি জমিতে প্লট কাটা।

এসেই হঠাৎ 'অধিপতি' হওয়ার চেষ্টা করায় বিষয়টি ভালোভাবে নেননি নীচুতলার কর্মী-সমর্থকরা। এমনকি ক্ষোভ রয়েছে দলের নেতাদের অনেকের মধ্যেই। দেবাশিস জেলে ঢুকতেই ব্লক সভাপতি হওয়ার দৌড়েও নাকি রয়েছেন তিনি। আর এখবর ছড়িয়ে পড়তেই বিষোদ্গার করতে শুরু করেছেন তৃণমূল নেতাদের একাংশ। দলের ফুলবাড়ির এক প্রবীণ নেতা বলছেন, 'ওঁকে ব্লক সভাপতি করা মানে বকলমে দেবাশিসকেই রেখে দেওয়া। তাতে কি দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ হবে?'

কয়েক বছর আগের পুরোনো বাইক বদলে চার চাকার বাহন সর্বসময়ের সঙ্গী হয়েছে। এনিয়েও দলের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে, দাদার আয়ের উৎস কী? নিন্দুকদের মতে, আয়ের উৎস খুঁজতে হলে যেতে হবে পোড়াঝাড়ে। অনেকের মতে, পোড়াঝাড় নামের সঙ্গে এলাকার অন্তর্নিহিত মানে ঠিক খাপ খায় না। নাম হওয়া উচিত ছিল সোনাঝার। বিভিন্ন নেতা আধিকারিকদের মুখে সোনাঝার শব্দও নাকি এখন বেশ প্রচলিত।

শতশত বিঘা সরকারি জমি, নদীর চর বিক্রি হয়েছে পোড়াঝাড়ে। এলাকায় তৈরি হয়েছে সিন্ডিকেট। কোন জমি বিক্রি হবে, কোথায় বাড়ি তৈরি হলে বালি-পাথর কে কোথা থেকে আর কত বিনিময়ে সাপ্লাই দেবে, সব ঠিক করে সিন্ডিকেটের মাথারা। এমনকি পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি বড় ধরনের নির্মাণকাজ চলছে। সেখানে শ্রমিক পাঠিয়ে কাটমানি আদায়ের অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। দলের অনেকেই বলেছেন, এই সিন্ডিকেটের বাদশা এই দাদা। সমস্ত জায়গা থেকে 'কর' আসে তাঁর কাছে। দাদার ইচ্ছে ছাড়া কমিটির কেউ নড়ে না।

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমের শেষ সীমানা থেকে চলে আসতে হবে একেবারে পূর্ব দিকে। মহানন্দা তীর থেকে সাহু নদীর দিকে যেতে গেলে দাঁড়াতে হবে ভোলা মোড়, গোরা মোড় এলাকায়। এই এলাকায় রয়েছে টি পার্ক, স্থলবন্দর। কাটমানি আদায়ের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। মাসে অন্তত প্রায় তিনবার বন্দরে রেলের রেক ঢোকে। সামগ্রী লোডিং-আনলোডিং-এর জন্য ডাক পড়ে শ্রমিকদের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেক খালি করতে হয়। প্রতি কুইন্টাল হিসাবে টাকা নির্ধারিত হয়। সেখানে কুইন্টাল প্রতি প্রায় ২০ টাকা কাটমানি আসে।

ফুলবাড়ির এক ডাম্পার মালিক বলছিলেন, 'মালগাড়ির একটি রেক থেকে অন্তত ১২ চাকার ১২ থেকে ১৫টি ডাম্পার ভর্তি হতে পারে। একেকটি ডাম্পারে প্রায় ৫০ টন সামগ্রী লোড করা সম্ভব। এই হিসাবে আন্দাজ করা মুশকিল ট্রেনে কত কুইন্টাল সামগ্রী আসতে পারে।' একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে এই বন্দর থেকে মাসে ১৮-২০ লক্ষ টাকা আমদানি হয়। একইভাবে টি পার্ক এলাকা থেকেও রয়েছে কাটমানির ব্যবস্থা।

ফুলবাড়ি থেকে ডাবগ্রামের বহু কারখানা ও গোডাউনে শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। সেই জায়গাগুলো থেকেও আমদানির ব্যবস্থা রয়েছে বলে দলের মধ্যে থেকে অনেকে সুর চড়াতে শুরু করেছেন। শ্রমিকদরদি শ্রমিক সংগঠন প্রান্তিক শ্রমিকদের কতটা কাজে লেগেছে জানা যায়নি। তবে এলাকায় শ্রমিক নেতা হিসেবে ঘুরে বেড়ানো ব্যক্তিদের অবস্থা অনেক পালটে গিয়েছে। বাহুবলী সেজে ঘুরে বেড়ানো অনেকে কী কাজ করেন বলতে পারছেন না তার প্রতিবেশীরাও।

তিস্তার ভয়াল গ্রাসে মহানন্দা অভয়ারণ্য

অস্তিত্ব সংকটে বন্যপ্রাণ-মহীরুহ

সানি সরকার

লালটংবস্তি, ২৯ জুন : আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখলেই তাঁদের মনটা কেমন করে ওঠে। তিস্তার জল যত বাড়ে, ততই যেন বুকের ভেতরে বাসা বাঁধে আতঙ্ক। এই বুঝি আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে- এই ভয়েই আপাতত দিনগুজরান করছেন লালটংবস্তির বাসিন্দারা। তাঁরা মানুষ, তাই কোনওমতে খড়কুটো আঁকড়ে টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যারা মানুষ নয়? তারা কী করবে? কোনও এক অজানা আতঙ্ক, ভয় তাদের মধ্যেও কাজ করছে, তারাও আর্তনাদ করছে। গাছ, বন্যপ্রাণ সুদ্ধু একটা গোটা বাস্তুতন্ত্র। প্রবল বৃষ্টির জেরে তিস্তায় জলোচ্ছ্বাস, অস্তিত্ব সংকটে লালটংবস্তি। ওই একই কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে মহানন্দা অভয়ারণ্য।

কয়েক বছর পর আর অভয়ারণ্য বলা যাবে কি? ইতিমধ্যেই হেক্টরের পর হেক্টর জমি তিস্তার জলের তলায়। যেভাবে ভাঙন ধরেছে, তাতে অভয়ারণ্যের কোর এরিয়া কতদিন অক্ষত থাকবে, তা চিন্তায় ফেলেছে বনকর্তাদের। সংকটের কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন দার্জিলিংয়ের ডিএফও (ওয়াইল্ড লাইফ) বিশ্বনাথ প্রতাপ। তিনি বলছেন, 'লালটংবস্তির পাশাপাশি বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের প্রচুর জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। কত

গুটিগুটি পায়ে মহানন্দা অরণ্যের দিকে সরছে তিস্তা। লালটংবস্তি থেকে তোলা ছবি।

পরিমাণ জমি গিয়েছে, তা এখনও পরিমাপ করা হয়নি। তবে বন্যপ্রাণ এখনও নিরাপদে রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সামগ্রিক পরিস্থিতির রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।'

সেই যে গতবছরের অক্টোবর মাসে সিকিমের সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়, তার জের এখনও চলছে। এর শেষ কোথায়, তা বুঝতে পারছে কেউ। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে গতবছর পুজোর মুখে চরম সংকটে পড়েছিল তিস্তাপাড়। সিকিম তো বটেই, এরাজ্যের একাধিক জনপদের বড় অংশ চলে গিয়েছিল তিস্তাগর্ভে। সেখানে জমাট বাঁধা পলি এবছর ডেকে এনেছে নতুন বিপদ। এর জেরে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি চরম সংকটের মুখে বন্যপ্রাণও।

মহানন্দা অভয়ারণ্যের একটা অংশ চোখের সামনে ধীরে ধীরে তিস্তাগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে ঘেরা লালটংবস্তি ইতিমধ্যেই জলের তলায়। সেখানে দাঁড়ালেই এখন দেখতে পাওয়া যাবে, বনভূমি বিলিন হয়ে যাওয়ার করুণ চিত্র। নিজেরা ভিটেমাটি হারিয়েছেন, এদিকে আবার বন্যপ্রাণীদের জন্যও মন কাঁদছে বনবস্তিবাসীর।

ছোটবেলা থেকে হাতির ডাক শুনে বড় হয়েছেন প্রিয়াংকা তামাং। বলছিলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে রাতে হাতি সহ বিভিন্ন প্রাণীর চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। ওই ডাক স্বাভাবিক নয়।' একই বক্তব্য রাজা ছেত্রীর। পলমান ছেত্রীর কথায়, 'এখন প্রজননের সময়। এমন সময় যদি জঙ্গলের ভিতর নদীর জল ঢুকে যায়, তবে তো সমস্যা হবেই। তাই প্রাণীগুলো বাঁচার জন্য আর্তনাদ করছে।'

পরিস্থিতি যে ভালো নয়, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন স্থানীয় বনকর্মীরাও। তাঁদের বক্তব্য, গতবছর বনভূমির একটা অংশ চলে গিয়েছিল নদীগর্ভে। যে এলাকাগুলিতে ভাঙন ধরেছিল, এবারে বর্ষায় সেখানে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছোট-বড়ে মিলিয়ে প্রচুর গাছ ভেঙে জলের সঙ্গে ভেসে গিয়েছে। বর্ষা শেষে সমীক্ষা হলে বোঝা যাবে কত গাছ নষ্ট হয়েছে, জানাচ্ছেন বনকর্মীরা।

লালটংবস্তির বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়াতে সেখানে গিয়েছিলেন সমাজসেবী প্রণব দে এবং তমাল সরকার। তাঁরা বলছেন, 'তিস্তার নাব্যতা বাড়াতে যদি পলি তোলা হত কিংবা লালটংবস্তিতে যদি বাঁধ দেওয়া যেত, তবে মহানন্দা অভয়ারণ্য বিপদসীমায় দাঁড়িয়ে থাকতে না।'

নদীগর্ভে বনভূমি

- তিস্তায় জলোচ্ছ্বাসে অস্তিত্ব সংকটে লালটংবস্তির পাশাপাশি মহানন্দা অভয়ারণ্য
- বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের প্রচুর জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে, পরিমাণ এখনও অজানা
- প্রচুর সংখ্যক গাছ নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছে, সমীক্ষার পর হিসেব মিলবে
- অস্তিত্ব সংকট বণ্যপ্রাণীদের, আর্তনাদ শুনছেন বনবস্তিবাসী

সবজি মহার্ঘ, মাংসে কদর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : সবজির দাম যেভাবে সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাতে পকেটের ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্রয়লার মুরগিতে ভরসা খুঁজছেন শহরের ক্রেতাদের সিংহভাগ। এই প্রবণতা মাংস বিক্রেতাদের মুখে হাসি ফেরালেও, সাধারণ সবজি বিক্রেতারা কিন্তু বিপাকে পড়েছেন। কিন্তু দিন-দিন এভাবে সবজির দাম বাড়ছে কেন? ব্যবসায়ীদের উত্তর, বর্ষার জন্য মার খেয়েছে আমদানি। যদিও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বর্ষার দোহাই দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করছেন ক্রেতাদের বড় অংশ।

সাধারণত শনিবার একাধিক বাড়িতে নিরামিষ হয়। তাই মাংসের দোকানগুলি কার্যত শুনসান থাকে। মাংস ব্যবসায়ীদের কাছে শনিবার মূলত মন্দার দিন। কিন্তু এদিন অনেক মাংসের দোকানে ক্রেতাদের দেখা গিয়েছে। ফুলেশ্বরী বাজারে এমনই একজন প্রদ্যুৎ গুহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শনিবারে মাংস রান্না হচ্ছে কেন? উত্তর ভারতনগরের বাসিন্দা প্রদ্যুৎ উত্তরে বলেন, 'সবজিতে হাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই। পনিরও আর ভালো লাগছে না। ভাতটা তো খেতে হবে। তাই মুরগি।'

এখন যে বিক্রি অনেকটা বেড়েছে, তা মুরগির মাংস বিক্রেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট। শান্তিনগরের শম্ভু দাস বললেন, 'গত কয়েকদিন ধরে রবিবারের বাইরেও বিক্রি ভালো হচ্ছে। ১৬০ টাকা কেজিতেও ব্রয়লার নিচ্ছেন লোকে।'

মাংসের এই ভালো বিক্রির পিছনে কারণ হিসেবে সবজির আকাশছোঁয়া দামের কথাই সামনে আসছে। ফুলেশ্বরী, থেকে শান্তিনগর বৌবাজার, সুভাষপল্লি থেকে বিধান মার্কেট, শহরের প্রতিটি সবজি বাজারেই চড়চড় করে বাড়ছে দাম। ঝিঙে ক'দিন আগেও ৪০-৬০ টাকা প্রতি কেজি ছিল। তা এখন টাকার অঙ্কে সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। একইরকমভাবে বেগুন ৮০-১০০ টাকা, স্কোয়াশ ৫০-৬০ টাকা, গাজর ৮০-১০০ টাকা, পেঁপে ৫০-৭০ টাকা, পটল ৬০-৮০ টাকা, উচ্ছে ৮০-১০০ টাকা প্রতি কেজি। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে পেঁপে, লাউ, চালকুমড়ো, মুলোও। জ্যোতি আলু বিকোচ্ছে ৩০-৩৫ টাকা কেজি দরে। পেঁয়াজ পৌঁছে গিয়েছে ৫০ টাকায়। কাঁচা লংকার দাম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ১২০-১৪০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। যা ১০ দিন আগেও কল্পনা করা যেত না।

বর্ষার জন্য চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমদানি কমে গিয়েছে। তাতেই এই মূল্যবৃদ্ধি, বক্তব্য বিক্রেতাদের। বিধান মার্কেটের সবজি বিক্রেতা লক্ষ্মণ দে বলছেন, 'এখন মাল কিনতে প্রচুর টাকা লাগছে। বর্ষার জন্য মাল পচেও যাচ্ছে। পরিস্থিতি খুব খারাপ।'

দেশবন্ধুপাড়ার যতীন কর্মকার, হাকিমপাড়ার সুজয় ভৌমিকরা অবশ্য মনে করেন কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে। সুজয় বলেন, 'বৃষ্টি সবজির চাষে প্রভাব ফেলে ঠিকই। কিন্তু তাতে যত না নষ্ট হয়, তার থেকে বেশি ক্ষতি দেখানো হয়। কোনওরকম নজরদারি না থাকার জন্যই এমন পরিস্থিতি।'

বিধান মার্কেটে সবজির দোকানে ক্রেতা কম। শনিবার। - শান্তনু ভট্টাচার্য

বিক্ষোভের মুখে সভাধিপতি

খড়িবাড়ি, ২৯ জুন : ফিকাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ মল প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমিতে সরকারি সাইনবোর্ড লাগাতে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সহ অন্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ঘণ্টাচারেক বিক্ষোভের জেরে অবশেষে প্রকল্পটি খড়িবাড়ি ব্লক থেকে মহকুমার অন্যত্র সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। তবে সরকারি জমিটিতে রাজ্য সরকারের সাইনবোর্ড লাগানো হয়। প্রকল্পটি নতুন করে কোথায় তৈরি হবে তা এখনও স্পষ্ট করেননি সভাধিপতি।

খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমুরিয়া নদীর ধারে ১১ একর সরকারি জমি ফিকাল ম্যানেজমেন্টের জন্য চিহ্নিত করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ সেখানে বোর্ড লাগাতে যান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ, খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। এসময় এলাকাবাসী বোর্ড লাগাতে বাধা দেয়। প্রকল্পটির বিরোধিতা করে জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের ঘিরে তাঁরা তুমুল বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভকারী সেলেব্যাল ওরাওঁ, নিরোজ লাকড়া, সরোজ ওরাওঁরা জানান, চিহ্নিত জমির পাশেই চলছে খড়িবাড়ি ব্লকের সলিড ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। যদিও ওই প্রকল্প বর্তমানে মুখ থুবড়ে পড়েছে। অবৈজ্ঞানিকভাবে ও সঠিক পরিচালনার অভাবে সেটি গত পাঁচ মাস ধরে বন্ধ। বন্ধ প্রকল্পের ক্যাম্পাসে এখনও খড়িবাড়ি ও বুড়াগঞ্জের সংগৃহীত জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে। কিন্তু

সরল প্রকল্প

প্রশাসন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। এলাকাবাসীর দাবি, ওই প্রকল্পের দুর্গন্ধে এলাকাবাসী বাড়িতে থাকতে পারছেন না। মাছির উপদ্রব বেড়েছে। তার উপর যদি ফিকাল ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে শিলিগুড়ি মহকুমার মল এনে এখানে প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয় তবে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে তাঁদের আশঙ্কা। তাঁদের দাবি, ওই সরকারি জমিতে পরিবেশবান্ধব প্রকল্প করা হোক। কিন্তু কোনওভাবেই ফিকাল ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প করতে দেওয়া হবে না। এছাড়া ১১ একর সরকারি জমিতে কিছু মানুষ বসবাস ও চাষবাস করছেন। তাঁদের পাট্টা দেওয়ারও দাবি তোলা হয়।

বিক্ষোভের জেরে সভাধিপতি সহ আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেন ফিকাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি ওখানে করা হবে না। বিক্ষোভকারীরা ঘটনাস্থলেই বিডিওকে একটি স্মারকলিপি দেন। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'ফিকাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য এখনে জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। মহকুমার নানা এলাকায় সরকারি জমিতে সাইনবোর্ড লাগানো হচ্ছে।

বিজ্ঞানমেলা

নকশালবাড়ি, ২৯ জুন : শনিবার নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল গণিত বিজ্ঞানমেলা। এদিন মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ভারতী উত্তরবঙ্গের কোষাধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রধান আচার্য সুজিত দাস প্রমুখ।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মোট ৩৩০ জন পড়ুয়া মেলায় অংশগ্রহণ করে। সেখানে অঙ্কের নানা মডেল, বিজ্ঞানভিত্তিক কুইজ, গবেষণামূলক মডেল ইত্যাদি প্রদর্শন করে পড়ুয়ারা। শেষে পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রধান আচার্য জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

অ্যাম্বুল্যান্সের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, জখম চালক

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : দুর্ঘটনার জেরে যানজট। সেই যানজটে পুনরায় দুর্ঘটনা। সেই দুর্ঘটনায় আহত হলেন অ্যাম্বুল্যান্সচালক। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়িতে। ওই অ্যাম্বুল্যান্সচালককে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা মৃতদেহ অন্য একটি গাড়িতে চাপিয়ে বিহারে পাঠানোর ব্যবস্থা করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে খবর।

ওইদিন গভীর রাতে ফুলবাড়ির জটিয়াকালিতে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কয়লাবোঝাই ট্রেলার উলটে যায়। রাজস্থান থেকে ওই কয়লাবোঝাই ট্রেলারটি ভুটানের উদ্দেশে যাচ্ছিল। রাস্তার হাল খারাপ হওয়ার কারণে ওই এলাকায় এসে ট্রেলারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে মত স্থানীয়দের। এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ট্রেলারচালক। তাঁকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রাতের দুর্ঘটনার কারণে এদিন সকাল পর্যন্ত এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। সেই যানজটেই আটকে পড়ে একটি অ্যাম্বুল্যান্স। অ্যাম্বুল্যান্সটি অসম থেকে বিহারে যাচ্ছিল। রাধারবাড়ি এলাকায় যানজটে আটকে থাকার সময় অ্যাম্বুল্যান্সটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। এর ফলে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সটি সামনে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানের পেছনে গিয়ে আঘাত করে। আহত হন অ্যাম্বুল্যান্সচালক। ক্ষতিগ্রস্ত হয় অ্যাম্বুল্যান্সটি। এরপর খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় অ্যাম্বুল্যান্সটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। আটক করা হয় ট্রাকটিকেও। অ্যাম্বুল্যান্সের মালিক রেজাউল হক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মালবাজারের গোশালায় শিলিগুড়ির 'গুন্ডা' ষাঁড়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : শহরের বেওয়ারিশ ষাঁড়গুলিকে এবারে মালবাজারের একটি গোশালায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শুক্রবার ষাঁড়ের গুঁতোয় চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পরিমল রায়ের মৃত্যুর ঘটনার পর সেই 'গুন্ডা ষাঁড়'-কে ইতিমধ্যেই ওই গোশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে, প্রায় প্রতিদিন শিলিগুড়ির রাস্তার ঘুরে বেড়ানো বেওয়ারিশ ষাঁড়গুলিকে তুলে মালবাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

শুক্রবারের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। পরিমল একটি চায়ের দোকান থেকে বেরোনোর পর ওই ষাঁড়টি তাঁকে দু'বার গুঁতো মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় পরিমলকে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল

অবাধ্য সেই ষাঁড়টিকে গোশালায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি। - সংবাদচিত্র

ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শিলিগুড়ি শহরের হাটে-বাজারে নিয়মিত ঘুরে বেড়ানো ষাঁড়ের উৎপাতে নাজেহাল শহরবাসী। বিশেষ করে নয়াবাজার, বিধান মার্কেট, হায়দরপাড়া বাজার সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বেওয়ারিশ ষাঁড়ের তাণ্ডব চলে। ষাঁড়গুলি খাবারের খোঁজে শহরজুড়ে ঘুরে বেড়ায়।

বছর দুয়েক আগে খালপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এক ব্যক্তি ষাঁড়ের গুঁতোয় প্রথমে জখম হন, তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েক বছর আগে মহানন্দাপাড়াতেও একই ধরনের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল এক ব্যক্তির। এই পরিস্থিতিতে এবার মালবাজারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিলিগুড়ি থেকে ষাঁড়গুলিকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেটেলির কাছে গোশালায় রাখার কাজ শুরু করেছে।

মালবাজারের ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গত ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে একটি প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাব পেয়ে পুরনিগমের কমিশনার জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের মাধ্যমে মেটেলির বিডিও থেকে ওই গোশালা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। সবুজ সংকেত মেলার পরেই বেওয়ারিশ ষাঁড় সেখানে পাঠানোর কাজ শুরু হয়। স্থির করা হয়েছে, পুলিশের নজরে এনে প্রতিটি ষাঁড়কে গাড়িতে তোলার আগে ভিডিও রেকর্ড করে তারপর মালবাজারে নিয়ে যাওয়া হবে।

ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের কাজ করে আসছে। ইতিমধ্যেই অনেক পশুর দেখভাল করেন সংস্থার সদস্যরা। শিলিগুড়ি থেকে ষাঁড়গুলিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হবে। পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের তরফে ওই ষাঁড় তুলে মালবাজারে পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদের সদস্য সিক্তা দে বসু রায়ের বক্তব্য, 'শহরের বেওয়ারিশ ষাঁড় তুলে তাদের ভালো জায়গায় রাখা হচ্ছে। সেখানে ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।'

স্থান বদল

- শুক্রবার ষাঁড়ের গুঁতোয় পরিমল রায় নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়
- শনিবার সেই ষাঁড়টিকে মালবাজারের গোশালায় পাঠানো হল
- শিলিগুড়ির বেওয়ারিশ ষাঁড়গুলিকে একে একে ওই গোশালায় নিয়ে যাওয়া হবে
- একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওই ষাঁড়গুলির দেখভাল করবে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় শিলিগুড়ির জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। জমি কেলেঙ্কারির পান্ডা, তৃণমূলের অন্যতম নেতা দেবাশিস প্রামাণিক গ্রেপ্তার হয়েছেন এতদিনে। শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকায় কেন এভাবে জমি নিয়ে জোচ্চুরির ব্যবসা চলছে? গোটা উত্তরবঙ্গে জমি কেলেঙ্কারির ছবিটাই কীরকম? দুটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হল উত্তর সম্পাদকীয়তে।

জোর যার জমি তার

খুঁটি পুঁতলেই লাখ টাকা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

'ফাঁকা জমি দেখতে যদি পাও
দেরি না করে খুঁটি পুঁতে দাও।
দৌড়ে যাও বিএলআরও-র কাছে
দেখবে, কাগজ রেডি করাই আছে।
নেতার ট্যাঁকে ঢুকলে দু-দশ লাখ
সরকারি জমি চুলোয় যায় যাক।'

উত্তরবঙ্গে এটাই এখন জমি মাফিয়াদের জপমন্ত্র। মালদার চাতরা বিল হোক বা শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশন কিংবা কোচবিহারের নদীর চর, জমি মানেই সোনা। সেই সোনার জন্য খনির ভেতরে ঝুঁকি নিয়ে ঢুকতে হয় না। মাথার উপর শাসকদলের নেতার হাত, ভূমি দপ্তরের ঘুষখোর দু'-চারজন কর্মী আধিকারিকের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক, পুলিশের পকেটের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা থাকলে কিছুদিনেই মালামাল হয়ে যাওয়া যায়।

আচ্ছা বলুন তো কোটিপতি হওয়ার এর থেকে সহজ উপায় আছে? এখন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম খুললেই কিছুক্ষণ পরপর দেখবেন মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানি চলে আসেন। তারপর মিনিট দুয়েক ধরে ওঁর চালু করা খেলার মাধ্যমে সহজে বড়লোক হওয়ার রাস্তা বাতলে দেন। দেখলাম শচীন, ধোনির মতো ক্রিকেটাররাও সেই খেলার প্রচার করছেন। জমি মাফিয়ারা হয়তো ওঁদের কাজকর্ম দেখে হাসে। ভাবে, খুঁটি পুঁতলেই যেখানে লাখে কামাই সেখানে অত ঝক্কি কে সামলায় বাবা।

চলুন, একটা গড় হিসেব কষে দেখি। মোটামুটি মানের একজন চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীর মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকা। অর্থাৎ বাৎসরিক আয় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এবার আসি একজন জমি মাফিয়ার কথায়। শিলিগুড়ি শহরে একচিলতে দোকানঘর ৬০-৭০ লক্ষ টাকায় হাতবদল হয়। অর্থাৎ রাস্তার আশপাশে ছোট্ট একটা দোকান বসিয়ে দিতে পারলেই এক ধাক্কায় পকেটে ঢুকবে ৬০-৭০ লক্ষ। সেখান থেকে পুলিশ, কাউন্সিলার, নেতা, স্থানীয় ক্লাব, এখানে সেখানে বখরা দিলেও ৫০ লক্ষ টিকে যাবে। ভাবুন, একজন ছোট ব্যবসায়ী বা সাধারণ সরকারি/বেসরকারি কর্মী এক বছরে যা আয় করছেন কয়েক ঘণ্টায় তার থেকে কুড়িগুণ বেশি আয় করছে একজন জমি মাফিয়া।

এটা তো সব থেকে কম আয়ের হিসেব। বড় প্লট পেলে সেখানে কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়। এবার বলুন, পড়াশোনা শেষকরে ডিগ্রি বগলদাবা করে চাকরির জন্য ধর্নায় বসা, না কি কয়েকজন মিলে কেজিএফ-এর মতো গুন্ডা গ্যাং বানিয়ে জমি দখল করে লক্ষ-লক্ষ টাকা কামানো- কোনটা সহজ?

কোচবিহার শহরে একের পর এক দিঘি দখল করে বহুতল বানিয়ে সামান্য কাউন্সিলার থেকে এক ব্যক্তি শহরের অঘোষিত হুজুর হয়ে উঠেছিলেন। জমি মাফিয়াগিরির টাকায় তৈরি করেছিলেন, নার্সিংহোম, হোটেল, শপিং মল, স্কুল থেকে আরও কত কী। তিনি আর ইহলোকে নেই। তাঁর ছেলে এখন লুটের টাকা ভোগ করছে। তবে জমি দখলের পুরোনো কারবার বন্ধ হয়নি।

মাঝে এক গুন্ডা নেতা রাজার শহরের হর্তাকর্তা হয়ে বসেছিলেন। বসেই পুকুরচুরি শুরু করলেন। কামেশ্বরী রোডে একের পর এক জমি দখল করে বিক্রি করে দিলেন। শালবাগানের জমি দখল করে হঠাৎ করেও সেখানে একদিন গ্যারাজ বানিয়ে দিলেন। এখন সেই জমি প্লট করে বিক্রির চেষ্টা হচ্ছে।

সেই গুণধর নেতা এবং তার ভাই মিলে দেদারে রেলের জমি প্লট করে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন। দিনহাটা শহরে জমি কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য তো মদনমোহনবাড়িতে আস্ত একটা অফিস খোলা হয়েছে। শহরে পুকুর বোজানো, জমি কেনাবেচা সব কাজেই সেই অফিসে গিয়ে গুন্ডা ট্যাক্স জমা দিতে হয়। একটু একটু করে দোলাবাড়িদিঘি তো দখলই হয়ে গেল। এখন নজর পড়েছে ষষ্ঠিয়ার বিলে। তৃণমূলের একদল নেতা মিলে সিন্ডিকেট বানিয়ে সেখানে জমি কেনাবেচা শুরু করেছে।

এসব দেখবে কে? উদয়ন গুহ ফেসবুকে, সভাসমিতিতে হম্বিতম্বি করছেন ঠিকই, তবে মাফিয়ারা আছেন বহালতবিয়তেই।

আসলে মূল ব্যাপারটা হল, শ্রমহীন পুঁজি। এই যে চারদিকে এত গণ্ডগোল, মারামারি, মস্তানি এসবই হচ্ছে টাকার জোরে। আর সেই টাকার জোগান হচ্ছে শ্রমহীন পুঁজি বা বেআইনি পুঁজি থেকে। একজন ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, কৃষক, শ্রমিক প্রত্যেকে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন। তাই উপার্জনের কষ্ট বা গুরুত্ব তাঁরা বোঝেন। কিন্তু মাফিয়া বা দালালদের পুঁজিতে শ্রম নেই। তাই লুটের টাকার একটা অংশ সন্তুষ্টিকরণে ব্যবহার করে তারা। আর সেই টাকাতেই সংগঠিত হয় নানা অপরাধ।

সেই অপরাধই হচ্ছে রায়গঞ্জে। শহরের বুকে বিলবাড়ি জলাশয় ভরাট হয়ে গেল। এখন প্লট করে বিক্রি হচ্ছে। বন্দর এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারের মস্তান ছেলেই যে সেই কাজ করছে এটা কারও অজানা নয়। সেখানে প্রশাসন, পুলিশের কর্তাদের চোখে ব্যামো হয়েছে। তাঁরা কিছুই নাকি দেখতে পান না।

মালদা শহরের চাতরা বিল দখল করে বহুতল উঠছে। একইসঙ্গে কিছু তৃণমূল নেতা, পুলিশ ও ভূমি দপ্তরের কর্তাদের সম্পত্তি বাড়ছে। সামসীর শতবর্ষ প্রাচীন রতনপুর হাটের জমি দখল শুরু হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের নয়াটোলা গ্রামে খাসজমি দখল করে বিক্রি করে দিচ্ছেন মাফিয়ারা। জেলাজুড়ে এইধরনের হাজারো অভিযোগ আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সামনে আসছে তৃণমূলের নাম।

জমি মাফিয়াদের হাত এতটাই শক্ত যে আলিপুরদুয়ার শহরের ভাঙ্গাপুলে জলাভূমির চরিত্র পরিবর্তন করে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। তৃণমূলের এক ঠিকাদার নেতার নেতৃত্বে জমি মাফিয়া এবি জুটি শহরে দাপাচ্ছে। এক তৃণমূলের নেতা কাম মাফিয়া তো তপসিখাতায় কৃষি দপ্তরের কোটি কোটি টাকার জমি হজম করে ফেলল। এখন সেই টাকায় বিলাসবহুল হোটেল বানাচ্ছে।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় উত্তরবঙ্গে চা বাগানের হাজার হাজার একর জমি লুট হয়ে গিয়েছে। জমি হাঙরদের নজরে পড়ায় চা শিল্পটাই উঠে যাওয়ার মুখে। সবার আড়ালেই বদলে যাচ্ছে আদিবাসী জমির চরিত্র। এখানে কিন্তু চুনোপুঁটিদের এন্ট্রি নেই। কোটি কোটি টাকার এই লেনদেন হচ্ছে ঠান্ডাঘরে। একেবারে শীর্ষস্থানীয় আমলা, নেতা, মন্ত্রীদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে উত্তরের জঙ্গল দখলে সরকারিভাবেই বড় বড় জমি মাফিয়াদের নানা সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে।

এসব নিয়ে কিন্তু কথা হয় না। বলা ভালো, কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। ট্যাঁ-ফোঁ করলেই টুঁটি চিপে ধরা হচ্ছে অন্যভাবে। আমাদের দেখানো হচ্ছে ফুটপাথ দখল, নদীর চর দখল, দু'-দশ বিঘা খাসজমি দখল। তা নিয়েই হইচই করছেন মুখ্যমন্ত্রী থেকে মুখ্যসচিব। মিডিয়াতে দিনভর চিৎকার চলছে। আর কায়দা করে নজর ঘুরিয়ে অতি সন্তর্পণে উত্তরের মাটির মালিকানা তুলে দেওয়া হচ্ছে বহুজাতিক নানা কোম্পানির হাতে।

জমি, মাটি বা ভূমি যেভাবেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, তা হল সমস্ত বস্তুগত সম্পদের আদি উৎস এবং উন্নয়নের অন্যতম অস্ত্র। ক্ষমতার সঙ্গে মাটি বা জমির সম্পর্কও খুব পুরোনো। 'লাঙল যার জমি তার' এই স্লোগান দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছিল বামেরা। 'অপারেশন বর্গা' অর্থাৎ ভূমিহীনদের পাট্টা বা চাষের অধিকার দিয়ে কার্যত মিনি বিপ্লব ঘটিয়েছিল। তৃণমূলের ট্যাগলাইন, 'মা মাটি মানুষ'। সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম আমলেও জমি মাফিয়া ছিল। তবে তৃণমূলের শাসনে মাফিয়ারা কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে।

প্রচণ্ড গরমে একপশলা বৃষ্টি হলে দেখবেন গরম আরও বেড়ে যায়। রাস্তা দিয়ে গরম ধোঁয়া উঠতে শুরু করে। জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ ওই একপশলা বৃষ্টির মতোই। আমি, আপনি এবং মুখ্যমন্ত্রীও ভালোভাবেই জানেন জমি মাফিয়াদের জেলে ঢোকাতে শুরু করলে তৃণমূলটাই উঠে যাওয়ার জোগাড় হবে। দু'দিন যা হল তারপর লোকে বলতে শুরু করেছে, 'দেবাশিস প্রামাণিক বড্ড বাজে লোক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী খুব ভালো।' অতএব গোটা বিষয়টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো ইমেজ তৈরি ছাড়া আর কিছুই নয়। আপাতত যা দশা তাতে রাজ্যকে জমি মাফিয়াহীন করা আর ধুলোহীন করার চেষ্টা করা সমান।

তাহলে কি উপায় নেই? আছে, উপায় একটা বাতলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার সেই চামার কুলপতি বৃদ্ধের মাধ্যমে। রাজা হবুকে বৃদ্ধ পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে/ ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

রাজগঞ্জে কারবার এক সংগঠিত শিল্প

দীপ সাহা

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। যতদূর চোখ যায় সবুজের সমারোহ। তার মাঝে মাঝে এখন মাথা তুলেছে টিনের চালা। কোথাও আবার কংক্রিটের ইমারত স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে। অথচ বছর কুড়ি আগেও সেখানে ফলত ধান। লাঙলের ফলায় উর্বর হয়ে উঠত চাষের জমি। ওই চৌহদ্দিতে এখন অবশ্য চাষবাসের বালাই নেই।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'। মগজাস্ত্রে শান দিয়ে তা দিয়ে সেই বাণীকেই যেন জীবনের বেদবাক্য মেনে নিয়েছেন তৃণমূল নেতা ও জমি মাফিয়ারা। তাই তো আবাদি জমি হোক বা খাসজমি কিংবা নদীর চর, দখল করে বেচে দেওয়াটা যেন অলিখিত প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে তাদের কাছে। সঙ্গে জুটেছে সরকারি দপ্তরের গুটিকয় কর্তা। গোটা রাজ্যে ছবিটা একইরকম হলেও জমি দখলের প্রতিযোগিতা সব থেকে বেশি যেন উত্তরবঙ্গে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে রাজগঞ্জে ব্লকে। তা বিলক্ষণ জানেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানও। তাই তো ভরা সভায় আর কোনও জায়গার নাম না নিলেও তাঁর মুখে উঠে এসেছিল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জমি মাফিয়ারাজের কথা।

গোরু পাচার কাণ্ডে তৃণমূলের পদে থাকাকালীন জেলে গিয়েছিলেন বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল। আর জমি দুর্নীতিতে এই প্রথম কোনও পদাধিকারীকে জেলে ঢোকাল তৃণমূল। দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিককে গারদে পুরলেও তাঁর মতো আরও কয়েকশো ছোট-বড়-মাঝারি মাপের নেতা বা জমি মাফিয়া এখনও এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কলার তুলে। এদের কেউ আগে সিপিএমে ছিল, কেউ কংগ্রেসে। তৃণমূলে এসে জমির কারবারে জুড়ে তাদের প্রত্যেকেরই আঙুল ফুলে কলা গাছ। আলিশান বাড়ি, গাড়ি, বিঘার পর বিঘা জমি, মার্কেট কমপ্লেক্স করে ফেলেছে অনেকেই। দেবাশিসের গ্রেপ্তারির পর তাদের ভবিষ্যৎ কী, তা নিয়ে চর্চা চলছে সর্বত্র।

কলকাতার পরই রাজ্যে দ্বিতীয় বর্ধিষ্ণু শহর শিলিগুড়ি। একদিকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, আরেকদিকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, মূলত এই দু'দিকেই বিস্তৃত হচ্ছে শহর। গত দেড় দশকে শহর ও লাগোয়া এলাকায় জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। সিকিম, অসম, মণিপুরের মতো রাজ্য তো বটেই, এখানে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছেন নেপাল, বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দারাও। সীমান্ত লাগোয়া এলাকা হওয়ায় অনুপ্রবেশ তো আছেই। ফলে জমির চাহিদা আকাশছোঁয়া। আর সেটা করতে গিয়েই সংগঠিত হতে শুরু করেছে জমি মাফিয়ারা। অলিখিত সিন্ডিকেট তৈরি করে শুরু হয়েছে জমি দখল, চরিত্র বদলের মতো কারবার।

বছর কুড়ি আগেও শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া আশিঘর মোড় পেরোনোর পর চোখে পড়ত ধু-ধু প্রান্তর। নরেশের হাট পেরোনোর পরই শুরু হয়ে যেত বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল। অথচ আজ সেখানে বিশাল বিশাল ইমারত। গোডাউন, ফ্যাক্টরিতে ভরে উঠেছে গোটা এলাকা। ফাড়াবাড়ি, রাজ ফাঁপড়ি, শালুগাড়াতেও একই ছবি। বিক্রি হয়ে গিয়েছে সাহুর চরও। নদীর পাশেই মাথা তুলেছে বসতবাড়ি। রীতিমতো কলোনি বসিয়ে ফেলেছেন তৃণমূল নেতারা। সাহুডাঙ্গি, আমবাড়ির মতো এলাকায় রাস্তার দু'পাশে থাকা খাসজমি, রেলের জমিও দখল হয়ে গিয়েছে অনায়াসে। বাধা দিতে আসেনি কেউ। আর দেবেই বা কে! যারা জমি দখল করেছে তারা তো কোনও না কোনও দলের ছত্রছায়ায়। তাদের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধার লোক কোথায়!

পোড়াঝাড়ে তো তিস্তা ব্যারেজের জমিই বেদখল হয়ে গিয়েছে চোখের সামনে। শুধু মাফিয়া নয়, দপ্তরের কিছু কর্তার যোগসাজশ না থাকলে যে এমনটা সম্ভব নয়, তা বলছেন স্থানীয়রাই। বড়কর্তারাও আসি যাই, মাইনে পাই গোছের মনোভাব নিয়ে আর কাউকে ঘাঁটাতে যাননি। যার পরিণতি এই।

উত্তরবঙ্গে জমি মাফিয়ারাজের শুরুটা বাম আমলেই। তখন অল্পস্বল্প সরকারি জমিতে বাড়িঘর, দোকান বসিয়ে দিয়ে সামান্য কিছু পকেটে পুরত দালালরা। তার বখরা যেত স্থানীয় নেতাদের হাতেও। কিন্তু কালক্রমে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সেই চক্রটাই সংগঠিত হতে লাগল। দালালরা ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগল জমি মাফিয়া। নজর পড়ল নদীর চর, বনের জমিতেও।

জলপাইগুড়ি জেলার বাকি অংশ, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদাতেও জমি দখলের কারবার আছে। কিন্তু রাজগঞ্জের মতো সংগঠিত চক্র কোথাও নেই। পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে প্রধান, তৃণমূলের পদাধিকারীদের অনেকেই এই জমির কারবারে জড়িয়ে।

তৃণমূল আমলে রাজ্যে শিল্পের করুণ দশা বলে প্রায়শই অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। কিন্তু জমির কারবারকেও যে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা বুঝিয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতাদের একাংশ। ফুলবাড়ির দেবাশিস বিরোধী গোষ্ঠীর এক নেতা সরকারি জমি দখল করে গোটা বাজার তৈরি করে ফেলেছেন। আরেক নেতা বসিয়েছেন গোটা কলোনি। কাওয়াখালি, পোড়াঝাড় থেকে এখনও বছরে কয়েক কোটি টাকা পকেটে ঢুকছে নেতাদের। 'কর্মসংস্থান' হয়েছে আরও জনা পঞ্চাশেকের। একই জমি একাধিক ব্যক্তির কাছে বেচে দেওয়াতেও এরা সিদ্ধহস্ত। ফলে শেয়ার বাজারে টাকা খাটিয়ে যত না কামানো যায়, তার কয়েকশো গুণ বেশি কামানো যাচ্ছে এই জমির কারবারে।

গোটা বাংলায় সবথেকে বেশি দুর্নীতি হয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। জমি, বালি-পাথর থেকে মাসে কয়েকশো কোটি টাকা ওঠে। সেই টাকার ভাগ যায় কলকাতাতেও। উত্তরবঙ্গের তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা আমাদেরই এক সাংবাদিককে বলেছিলেন, 'কলকাতা থেকে টার্গেট বেঁধে দেওয়া আছে। আরে মশাই, বালি-পাথর, জমি থেকে টাকা না তুললে অত টাকা পাঠাব কীভাবে!' উত্তরবঙ্গে এক জেলার শীর্ষ নেত্রীর স্বামীও এখন জমির কারবার করে মোটা টাকা কামাচ্ছেন। সেই টাকারও নাকি ভাগ যাচ্ছে রাজ্যের শীর্ষ নেতার কাছে।

ছোটবেলায় বইয়ে আমরা বাস্তুতন্ত্র পড়েছি। এই জমির কারবারও ঠিক বাস্তুতন্ত্রের মতো। একেবারে স্থানীয় স্তরের দালাল থেকে শুরু করে মাফিয়া, অঞ্চল স্তরের নেতা, ব্লক স্তরের নেতা, জেলা স্তরের নেতা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মী-আধিকারিক, রাজ্যের নেতা সকলেই হিস্যা পায় এখান থেকে।

সাধারণ মানুষ আগে মিউচুয়াল ফান্ডের চাইতেও বেশি বিনিয়োগ করতেন জমিতে। যাঁদের একটু সামর্থ্য ছিল, তাঁরা অল্পস্বল্প জমি কিনে রাখতেন। কেউ হয়তো মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে, কেউ আবার দুঃসময়ের জন্য। কিন্তু এই করতে গিয়ে কত মানুষ যে চোখের জল ফেলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কুড়ি, তিরিশ বছর আগে কেনা জমির হুবহু দলিল তৈরি হয়ে গিয়েছে অন্যের নামে। ভূমি দপ্তরের যোগসাজশ না থাকলে যে এ কাজ সম্ভব নয়, তা একটা বাচ্চা ছেলেও বলে দিতে পারবে।

আশিঘর এলাকার এক বৃদ্ধার ১০ কাঠা জমি ছিল জলেশ্বরীতে। নকল নথি বানিয়ে সেই জমি দখল করে নিয়েছিল মাফিয়ারা। বৃদ্ধা প্রতিবেশীর সহায়তায় কাগজপত্র নিয়ে ছুটেছিলেন রাজগঞ্জে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু- এই করতে করতে বৃদ্ধার চটি ক্ষয়ে গিয়েছে, কিন্তু সুরাহা হয়নি। শেষমেশ এক তৃণমূল নেতার মধ্যস্থতায় ৫ লক্ষ টাকায় রফা করার প্রস্তাব দেওয়া হয় বৃদ্ধাকে। স্বামীহারা বৃদ্ধা বাধ্য হন ৫ লাখ টাকা নিয়ে জমিটি ছেড়ে দিতে। অথচ ওই সময় জমিটির দাম ছিল কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা।

এমন উদাহরণ ভূরিভূরি। কেউ জমি হারিয়ে চোখের জল ফেলেছেন, কেউ অভিশাপ দিয়েছেন মাফিয়াদের। কিন্তু জমি ফিরে পাননি। সেই জমিই হয়তো পরে হাতবদল হয়ে গিয়েছে অন্য কারও হাতে। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর তাঁদের অনেকেই মনে জোর পেয়েছেন। শয়তানদের শাস্তি হবে বলে আশায় বুক বেঁধেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাঁদের চোখের জলের মূল্য চোকাতে পারবে সরকার, নাকি দু'দিন পর আবার সব থিতু হয়ে গেলে অন্য কোনও মায়ের জমি কেড়ে নিতে উদ্যত হবে শয়তানরা!

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আলমারিতে বিস্ফোরণ

বাগুইআটিতে একটি ফ্ল্যাটে আলমারির মধ্যে শনিবার সকালে বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় এক কিশোরী জখম হয়েছে। তাকে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রতারণায় ধৃত

সরকারি টেন্ডার দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে শনিবার বিধাননগর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

আপের বিক্ষোভ

আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় শনিবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ আপের সদস্যরা।

মেয়রের কাছে আর্জি

হাইকোর্টের নির্দেশে সোমবার উচ্ছেদ করা হবে মাঝেরহাটের কাছে বস্তি। শনিবার তাই কলকাতার মেয়রের বাড়ির সামনে এসে উচ্ছেদ রুখতে আবেদন জানান বস্তিবাসীরা।

প্রধান বিচারপতির সামনেই মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ

‘বিচারব্যবস্থা যেন নিরপেক্ষ হয়’

কলকাতা, ২৯ জুন : রাজ্যের বিচারব্যবস্থা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রশ্ন তুলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতি কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন বলেও পরোক্ষে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মমতা। বারবার তিনি অভিযোগ করেছেন, বিজেপি ক্রমাগত বিচারব্যবস্থার ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে। শনিবার ন্যাশনাল জুডিসিয়াল অ্যাকাডেমির আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসব অভিযোগ না তুললেও বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন মমতা।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় সহ অন্যান্য বিচারপতির সামনেই শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার কথা অন্যভাবে নেবেন না। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, বিচারব্যবস্থা যেন রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। যেন খাঁটি থাকে। কারণ, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল এই বিচারব্যবস্থা। বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি সৎ ও পবিত্র হওয়া উচিত।’

এদিন কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি পাঁচতারা হোটেলের ব্যাংকোয়েটে এই সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিরা ছিলেন। তাঁদের সামনেই রাজ্যের বিচারব্যবস্থা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষোভ পরোক্ষে জানিয়েছেন।

সৌজন্য সাক্ষাৎ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। ন্যাশনাল জুডিসিয়াল অ্যাকাডেমির আঞ্চলিক সম্মেলনে।

শনিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আপনাদের পরিবারের সদস্য। আমিও আইন পাশ করেছি। তিন-চারটে কেসও লড়েছি। আমার গাউনও রয়েছে। আমি এখনও বার কাউন্সিলের সদস্য।’ আগামীদিনে কেস লড়ার ইচ্ছেও যে রয়েছে, সেকথা প্রধান বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, ‘আমি নিজের জন্য কেস লড়ব না। কথা দিচ্ছি মানুষের জন্য কেস লড়ব। কোনও পারিশ্রমিক নেব না।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বলছি না। কাউকে আঘাত করতেও চাই না। তবে এটা বলতে চাই, বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকলে মানুষ কোথায় যাবে? বিচারব্যবস্থা আমাদের কাছে মন্দিরের মতো। সাংবিধানিক অধিকার আমাদের শেষ আশ্রয়। বিচারব্যবস্থা যদি আমাদের সাহায্য না করে, আমরা কোথায় যাব? আমি ব্যক্তিগত সাহায্য চাই না। মানুষকে সাহায্য করতে চাই।’

কলকাতা হাইকোর্টে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক রায় দিয়ে ‘ভগবানের’ আসনে বসেছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, ‘কোনও বিচারপতি যদি নিজেকে ঈশ্বর ভেবে নেন, তাহলে ঘোর বিপদ। কারণ একজন বিচারপতির মধ্যে ঐশ্বরিক গুণ নয়, দরদ, সহানুভূতি, সহমর্মিতার মতো মানবিক গুণ থাকা দরকার। আমি বরং বলব, বিচারপতিদের উচিত নিজেদের জনগণের সেবক হিসেবে দেখা। বিচারক বা বিচারপতিরা যদি ভেবে নেন, তাঁরা মানুষের সেবা করছেন, তাহলে দেখবেন তাঁদের ভাবমূর্তিতে দয়া, সহমর্মিতা, সহানুভূতির মতো ভাবনার প্রতিফলন হবে। একমাত্র তখনই বিচারক বা বিচারপতিরা বিচার করবেন কোনও পূর্ব ধারণার বশবর্তী না হয়ে।’

কয়েক মাস আগেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে তমলুক লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হন। তিনি জয়ীও হয়েছেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল। বিচারপতির চেয়ারে বসে বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নিয়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিঁধতে ছাড়েনি তৃণমূল। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের আরও এক বিচারপতি অবসরের দিনই ঘোষণা করেছিলেন, তিনি অতীতে আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগামীদিনেও আরএসএসের হয়ে কাজ করতে চান। বিচারপতিদের এই মনোভাব নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা। এমনকি তিনি কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ‘বিজেপির বিচারালয়।’

শপথ-জট বোসকে অনুরোধ অধ্যক্ষের

কলকাতা, ২৯ জুন : মাসখানেক কেটে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের জেরে বরানগর ও ভগবানগোলার দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ এখনও হয়নি। সেই জটিলতা কাটাতে আবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে অনুরোধ করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান যাতে বিধানসভায় এসেই দুই বিধায়কের শপথগ্রহণ করান, সেই আর্জি জানান অধ্যক্ষ।

দুই বিধায়কের শপথ-জট কাটাতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অধ্যক্ষ। রাজভবনের তরফে দুই বিধায়ককে শপথগ্রহণের জন্য চিঠি পাঠানো হয়। রাজভবনেই তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকার বিধানসভাতেই শপথ নিতে চান। তাঁরা রাজ্যপালের অপেক্ষায় বিধানসভায় ধর্নাও দিয়েছেন। দলের কোনও না কোনও শীর্ষ নেতৃত্ব রোজই তাঁদের ধর্নায় যোগ দিচ্ছেন। রাজ্যের তরফে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জটিলতা কাটাতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন অধ্যক্ষ। রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের কাছে অধ্যক্ষ ফোন করে আর্জি জানান, যাতে বর্তমান রাজ্যপালকে সুপরামর্শ দেওয়া হয়। এই আবহে শনিবার আবার তিনি রাজ্যপালকে অনুরোধ জানালেন।

সূত্রের খবর, রাজ্যপাল বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ‘রাজভবনের যা কীর্তি মেয়েরা যেতে ভয় পাচ্ছে।’ এই মন্তব্য কানে উঠতেই রুষ্ট রাজ্যপাল।

রাজভবন পালটা কড়া প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বিভ্রান্তিকর ও অবমাননাকর। একজন প্রশাসনিক পদস্থ ব্যক্তির এই ধরনের মন্তব্য সঠিক নয়। এই আবহে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পথেও হাঁটতে পারেন বলে রাজভবন সূত্রে খবর। ফলে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের আবহে দুই বিধায়কের শপথ নিয়ে অচলাবস্থা কবে কাটবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

মমতার অনুমতিতেই অভিষেকের বিরতি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুন : মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেই পার্টির কাজে সাময়িক বিরতি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লোকসভা ভোটের ফল বেরোনোর পরই চিকিৎসার কারণে শাসকদল তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। শরীরে একটি ছোট অস্ত্রোপচারের পর তিনি বাড়ি ফেরেন। সেইসময় বাড়িতে তাঁকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার অভিষেকের ঘনিষ্ঠমহলের খবর, ওই সাক্ষাতেই তাঁদের মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত কথাও হয়। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ চোখের চিকিৎসার জন্য অভিষেক বিদেশেও যেতে পারেন বলে আলোচনা হয়। সবটাই অবশ্য নির্ভর করছে ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার ওপর। সে কথাও হয়। ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের আগে বা পরে বিদেশের চিকিৎসার কাজটা সেরে আসতে চান অভিষেক। তাতে সায়ও মেলে মুখ্যমন্ত্রীর। অভিষেক এখন দিল্লিতে সংসদের কাজে থাকাকালীন সবরকমভাবে চেষ্টা করছেন ২১ জুলাই দলের সমাবেশে হাজির থাকতে।

সেনাপতি ঘনিষ্ঠদের দাবি

ওইদিন অভিষেকের উপস্থিত থাকা বা না থাকা নিয়ে জল্পনা যাই হোক না কেন, দলনেত্রীকে না জানিয়ে অভিষেক কখনওই গরহাজির থাকবেন না বলে দাবি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের। অভিষেক নিজেই ঘনিষ্ঠদের জানিয়ে রেখেছেন, দল ও সরকার পরিচালনা নিয়ে তৃণমূলের ‘সেনাপতি’র মনে মান-অভিমান, ক্ষোভ থাকলেও দলের ঊর্ধ্বে তিনি নন। লোকসভা ভোটে দলের ফলের নীতি নিরিখে ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে সরকার ও দলের এখন থেকে কীভাবে চলা উচিত, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত কথা হয়েছে তাঁর। অভিষেক ঘনিষ্ঠ রাজ্যের এক শীর্ষ তৃণমূল নেতা সেরকমই দাবি করেছেন। এদিন ওই নেতার দাবি, দলে এখন অভিষেকই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরসূরি। এ নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। দলে ‘সেকেন্ড ম্যান’ হিসেবে অভিষেক তাঁর প্রতিষ্ঠা আদায় করে নিতে সফল হয়েছেন ইতিমধ্যেই। ধাপে ধাপে দলনেত্রীর সব পরীক্ষায় সফল অভিষেক। কিছু সময় কোনও কোনও ইস্যুতে মতবিরোধ হলেও অভিষেক শেষ পর্যন্ত দলনেত্রীর মতকেই মান্যতা দিয়েছেন। তৃণমূল দলের অন্দরমহলে দলনেত্রী ও অভিষেকের এই বোঝাপড়া ছিল, আছে ও থাকবে। জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই। নেত্রীর সঙ্গে সঙ্গে দলে তাঁর গুরুত্বও বেড়েছে, বাড়ছে ও বাড়বেও। দলনেত্রীও তা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন বিভিন্ন সময়ে। ২১ জুলাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অভিষেক থাকবেই বলে নিশ্চিত ধারণা দলের নেতা-কর্মীদের।

মোবাইল চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন

কলকাতা, ২৯ জুন : কলকাতায় ফের মোবাইল চোর সন্দেহে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটল। শুক্রবার বৌবাজারে মোবাইল চোর সন্দেহে এক তরুণকে গণধোলাই দিয়ে মারা হয়েছিল।

শনিবার একই ঘটনা ঘটল সল্টলেকে। এখানেও মোবাইল চোর সন্দেহে এক তরুণকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ওই তরুণের নাম প্রসেন মণ্ডল (২২)।

ঘটনাটি ঘটে সল্টলেকের ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানা এলাকায়। ওই তরুণকে মোবাইল চোর সন্দেহে কয়েকজন ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করেন। এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে করুণাময়ী এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

যে ব্যক্তি ওই তরুণকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে এসেছিলেন, তাঁকে আটক করে পুলিশ। পরে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও দু’জনকে আটক করা হয়েছে।

এভাবে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে

বৌবাজারের পর এবার সল্টলেকে

পিটিয়ে মারার ঘটনায় উদ্বিগ্ন পুলিশ প্রশাসনও। শুক্রবারই বৌবাজারের উদয়ন হস্টেলে মোবাইল চুরির অভিযোগে ইরশাদ আলম নামে এক তরুণকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার ওই হস্টেলের এক আবাসিকের মোবাইল চুরি হয়েছিল। শুক্রবার ইরশাদকে হস্টেলের পাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখে হস্টেলের আবাসিকরা ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করেন। তাঁকে হাত-পা বেঁধে গণপিটুনি দেওয়া হয়।

ইরশাদ একটি দোকানে কাজ করতেন, সেই দোকানের মালিককে ফোনও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনেননি। এই ঘটনায় ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা সকলেই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্র।

ধৃতদের শনিবার ব্যাংকশাল আদালতে হাজির করানো হয়। তাঁদের ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এভাবে এক সংখ্যালঘু তরুণকে পিটিয়ে মারার ঘটনার নিন্দা করে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, ‘আইনের শাসন এরাজ্যে যে কমছে তার উদাহরণ এই ধরনের ঘটনা।’

বৃষ্টিভেজা রাজপথ। শনিবার কলকাতায়।- পিটিআই

অবৈধ দখল ঠেকাতে নতুন অ্যাপ

হকার-ব্যবসায়ী সংঘর্ষ নিউ মার্কেটে

কলকাতা, ২৯ জুন : ধর্মতলার নিউমার্কেটে ব্যবসায়ী ও হকারদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল। প্রায় ৪০ মিনিট এসএন ব্যানার্জি রোডে রাস্তা অবরোধ করেন ব্যবসায়ীরা। গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তারপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ব্যবসায়ী ও হকারদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ধুন্ধুমার। শনিবার নিউ মার্কেটে।

পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ব্যবসায়ীরা তারপর অবরোধ তুলে নেন।

শনিবার সকালে নিউ মার্কেটের স্থায়ী পার্কিংয়ে এক হকার নেতা গাড়ি রাখতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। সেখান থেকে গাড়ি সরিয়ে নিতে বলেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রতিবাদ জানাতেই হকার নেতা রেহান খানের নেতৃত্বে তাঁদের ওপর হামলা চালান ৪০-৫০ জন হকার। শ্রীরাম আর্কেডের সম্পাদকের গায়ে হাত তোলা হয়। পালটা ব্যবসায়ীরা তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। রাস্তায় অনেকে শুয়ে পড়েও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

রাস্তা অবরোধের জেরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধর্মতলা চত্বর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না হকার নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, ততক্ষণ তাঁরা অবরোধ চালিয়ে যাবেন। হকার ও ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ থামাতে ‘রেফারি’র ভূমিকায় নামে পুলিশ। তারপর বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বিকালে নিউমার্কেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন ব্যবসায়ীরা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করলে অনির্দিষ্টকাল নিউ মার্কেট খোলা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

শ্রীরাম আর্কেডের ব্যবসায়ী সমিতির প্রধান জ্যাকি সম্পানি বলেন, ‘ওই হকার নেতা আমাদের বলেছে, ও নাকি নিউমার্কেট থানার ওসির নির্দেশে এই কাজ করেছে। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়েও ওদের ক্ষমতা বেশি? আমাদের তুলে দিয়ে গোটা এলাকায় হকার বসিয়ে দিক।’

পালটা এক হকার নেতা জানান, তাঁদের সকালে বসতে বাধা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাই প্রতিবাদ করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। থানায় অভিযোগ জমা পড়লে পদক্ষেপ নেবে পুলিশ।

হকারদের পরিচয়ের জন্য নতুন অ্যাপ তৈরি করা হবে বলে এদিন জানান পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নতুন অ্যাপে হকারদের আধার কার্ডের লিংক করা থাকবে। শহরে হকিং জোন, নন হকিং জোন, আংশিক হকিং জোনও চিহ্নিত করা হবে বলে জানান মেয়র।

রাজ্যে বেআইনি পার্কিং এবং দখলদারি আটকাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর রাজ্যজুড়ে উচ্ছেদে নামে পুলিশ প্রশাসন। সেই নিয়ে বিরোধীরা খড়্গহস্ত। এই পরিস্থিতিতে ভ্রান্তি কাটাতে মেয়রের দাবি, কোথাও কোনও হকারকে উচ্ছেদ করা হয়নি। তাঁদের জন্য অ্যাপ আনা হচ্ছে।

প্রাচীন ধর্মীয় স্থানগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য পর্যবেক্ষণ

কলকাতা, ২৯ জুন : নদিয়ার প্রাচীন ধর্মীয় স্থানগুলি পুনর্নির্মাণের আর্জিতে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। শনিবার তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে নদিয়ায় পৌঁছোলেন নীতি আয়োগের আধিকারিকরা। ওই স্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট তৈরি করবে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। তারপর সংস্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

প্রাথমিকভাবে নদিয়ায় ৭টি ধর্মীয় স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাট, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি, ফুলিয়ায় কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান, শান্তিপুর আদিত্য আশ্রম, শ্যামচাঁদ মন্দির, দিগনগর রাঘবেশ্বর মন্দির ও শিবনিবাস মন্দিরের সংস্কার করে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চাইছেন সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, এই স্থানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই এগুলি পুনর্নির্মাণ করা হলে পর্যটনের জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে। তাতে নদিয়ার পর্যটন শিল্পে উন্নতি হবে। পাশাপাশি বাংলার ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে। এদিন সকালে নীতি আয়োগের আধিকারিকরা ওই জায়গাগুলিতে যান। ড্রোনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেন তাঁরা। সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, ‘বৃষ্টির কারণে সকাল থেকে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করা যায়নি। বৃষ্টি থামার পর কাজ শুরু হয়েছে।’ রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে ওই আসন থেকে ইস্তফা দেন তিনি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে রানাঘাটে বিজেপির জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন মুকুটমণি। তবে জগন্নাথবাবু জয়ী হন। মুকুটমণির ছেড়ে যাওয়া বিধানসভা আসনে ১০ জুলাই উপনির্বাচন রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, তার আগে সাংসদের ধর্মীয় স্থানগুলি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগের নেপথ্যে রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।

কলকাতা সহ ৮ জায়গায় ইডি’র হানা

কলকাতা, ২৯ জুন : প্রায় এক হাজার কোটি টাকা প্রতারণার মামলায় শনিবার সকাল থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার ৮ জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। ব্যবসায়ী আনন্দ কোঠারির সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আরও ৪ ব্যবসায়ী এবার ইডির স্ক্যানারে। এদিন কলকাতার সাউথ সিটি আবাসন, আলিপুর ও লেকটাউনের ৮ জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিপত্র তদন্তকারীরা বাজেয়াপ্ত করেছেন। ইডি সূত্রে খবর, প্রাইম পার্লস মামলায় হাজার কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে। এর আগে সিবিআইও এই ঘটনার তদন্ত করে। তখনও এই ব্যবসায়ীদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই।

এদিন সকাল থেকেই ইডির একাধিক দল বের হয়। সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে তারা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয়। আলিপুরের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডির একটি দল প্রথমে পৌঁছোয়। ওই ব্যবসায়ীর সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালে সংস্থাটির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। তার ভিত্তিতেই এদিন ইডি তল্লাশি চালায়। অভিযোগ, বাজার থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ওই সংস্থা কয়েক হাজার কোটি টাকা তুলেছিল। পঞ্জাব, হরিয়ানা, ভুবনেশ্বর, চণ্ডীগড় ও দিল্লি থেকেও টাকা তোলা হয়। তার ভিত্তিতেই এদিন ইডির এই তল্লাশি।

জামিন নাকচ

আসানসোল, ২৯ জুন : কয়লা পাচার মামলায় ইসিএলের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার সহ ধৃত তিনজনকে শনিবার ফের আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হয়। এদিন সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক তিনজনের জামিন নাকচ করে ৩ জুলাই পর্যন্ত পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ওইদিন তিনজনকে বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পরে আইনজীবী শেখর কুণ্ডু বলেন, ‘এদিন তিনজনের জামিনের কোনও আবেদন করা হয়নি। ৩ জুলাই এই মামলার চার্জ গঠন বা ফ্রেম হওয়ার কথা। এদিন জামিনের আবেদন করা হলে এবং তা নাকচ হলে ১৪ দিন জেল হেপাজত হত। তাতে আমার মক্কেলদের সমস্যা হত। ৩ জুলাই কী হয়, তা দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।’

অপরূপ।। সিউড়ির তিলপাড়া জলাধারে। শনিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : ৪৯টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। ধৃতের নাম জুনেদ (২১)। সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজায় একটি কনটেনার আটক করে। সেটিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে মোষ। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এরপরই পুলিশ মোষবোঝাই কনটেনার আটক করে বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে জুনেদ বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের কথা স্বীকার করেছে। উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

চা পাতা চুরি

চোপড়া, ২৯ জুন : মেশিনের সাহায্যে চা বাগানের প্রায় এক বিঘা জমি থেকে কাঁচা চা পাতা চুরি হওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার চোপড়া থানার দলুয়া এলাকায়। ঘিরনিগাঁওয়ের তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির যুগ্ম সভাপতি জাকির হুসেনের দাবি, এদিন ভোরে তাঁর বাগান থেকে দুষ্কৃতীরা মেশিনের সাহায্যে কাঁচা পাতা কেটে পালিয়েছে। এদিন বিকেলে তিনি চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মমতার হুঁশিয়ারির পরেও বদলায়নি শিলিগুড়ি মহকুমার ছবি

বালি-পাথর পাচার চলছেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারির পরও শিলিগুড়ি মহকুমায় বালি-পাথর পাচার সহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হয়নি। সরকারি জমি পুনরুদ্ধারেও করা হয়নি কোনও পদক্ষেপ। অভিযোগ, মহকুমার প্রতিটি নদী থেকে দেদারে বালি-পাথর পাচার হচ্ছে। গত কয়েকদিনে নতুন ঘাট বানিয়ে পাচার করা হচ্ছে বোল্ডার। ক্র্যাশারগুলিও রমরমিয়ে চলছে। পানিট্যাঙ্কি এবং দাগাপুরের সরকারি জমি পুনরুদ্ধার নিয়েও মুখে কুলুপ জেলা প্রশাসনের। প্রশ্ন উঠছে, কার মদতে মহকুমাজুড়ে বেআইনি কর্মকাণ্ড চলছে?

দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং বলেছেন, '১ জুলাই থেকে জেলায় সমস্ত নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ হচ্ছে। পানিট্যাঙ্কির জমি সহ সমস্ত সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে।'

শিলিগুড়ি মহকুমায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি দখল, নদী থেকে অবাধে বালি-পাথর তোলা, অবৈধভাবে ক্র্যাশার বসানোর অভিযোগ রয়েছে। খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে চা বাগানের লিজে থাকা জমি দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করেছে মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। অভিযোগ ওঠার পর ৭.৯২ একর জমির লিজ নেয় ওই ব্যবসায়ী সংগঠন। কিন্তু লিজের বাইরে আরও প্রায় ১৪ বিঘা জমি দখল করে সেটাও ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। মহকুমা পরিষদে ক্ষমতায় এসেই তৃণমূলের বোর্ড পানিট্যাঙ্কির জমি জরিপ করায়। সেখানে দেখা যায়, লিজবহির্ভূত ১৪ বিঘা জমি বাজার কমিটি দখল করেছে। তার পরেও বিভিন্ন অজুহাতে ওই জমি পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ হয়নি। ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি দখলদারদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, দখলদারদের সঙ্গে মোটা টাকায় তৃণমূলের কয়েকজন নেতা 'সেটিং' করেছেন। একই অবস্থা চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দাগাপুরে। এখানেও একটি রিসর্টের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ পেয়ে জমি মাপজোখ করা হয় এবং সরকারি জমি দখলের প্রমাণ মেলে। সেখানেও আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীকে ফের চিঠি দিয়েছেন।

খড়িবাড়িতে ডুমুরিয়া নদীতে অবাধ খননের জেরে ভাঙন।

> ১ জুলাই থেকে জেলায় সমস্ত নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ হচ্ছে। পানিট্যাঙ্কির জমি সহ সমস্ত সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে।
>
> **রামকুমার তামাং**
> *ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক*

একইভাবে মহকুমায় বালি-পাথর পাচার রুখতে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। মহকুমার এক শীর্ষস্থানীয় নেতা এই পাচারের মাস্টারমাইন্ড। অভিযোগ, প্রশাসনিক পদে থাকায় ওই নেতার কথায় দিনরাত ডাম্পারে করে নদী থেকে বালি-পাথর, বোল্ডার তুলে বিহারে পাচার হচ্ছে। এই কাজের জন্য প্রতিটি থানা এলাকায় গাড়ি প্রতি ১০ হাজার টাকা করে দিতে হচ্ছে। প্রতিদিন অন্তত ২৫০০ ট্র্যাক্টরে করে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে ডাম্পিং করা হচ্ছে। সেখান থেকে ১৫০-২০০ ডাম্পারে সেই বালি-বোল্ডার চাপিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে হয়ে বিহারে পাচার হচ্ছে। হিসেব কষলে প্রতিদিন এই পাচার থেকে গড়ে ১৫ লক্ষ টাকা তোলা হচ্ছে। সেই টাকার ভাগ নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাওয়ায় সবাই চুপচাপ বসে রয়েছেন। সম্প্রতি পানিঘাটা এবং কদমা মোড়ের মাঝে বালাসন নদী থেকে বোল্ডার তুলে ডাম্পিং করে সেখান থেকে পাচার শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী গত সোমবার এই সমস্ত বেআইনি কারবার বন্ধ করতে প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। অনেকেই ভেবেছিলেন এবার পদক্ষেপ হবে। কিন্তু পদক্ষেপ তো দূরের কথা, মহকুমায় পাচারের পরিমাণ আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ। কবে এই বেআইনি কারবারে লাগাম পরবে, সেদিকেই তাকিয়ে আমজনতা।

সবুজসঙ্গ।। বৃষ্টিভেজা দিনে মিরিকের পথে। শিলিগুড়ির শ্যামল চাকির ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপহরণের পর নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে প্রশ্ন

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৯ জুন : সিনেমায় দেখা যায় কাউকে অপহরণ করে আটকে রেখে সেই ব্যক্তির পরিবারের থেকে মূলত টাকা দাবি করা হচ্ছে। অপহরণকারীদের তরফে ফোন করে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু যা ঘটল তা সিনেমার গল্পকেও হার মানায়। অপহরণ করে কোনও টাকা দাবি করা হল না, আঘাত করা হল না। বহালতবিয়তে ছেড়ে দেওয়া হল এক ব্যবসায়ীকে।

শুক্রবার ইসলামপুরে এসেছিলেন রামগঞ্জের বাসিন্দা মহম্মদ মুসা। এরপর হঠাৎ তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। শনিবার মুসাকে বাগডোগরা থেকে উদ্ধার করা হয়। ফিরে এসে তিনি জানান, তাঁকে নাকি অপহরণ করা হয়েছিল। দ্বন্দ্বের বিষয়টি হল, তিনি যখন নিখোঁজ ছিলেন, তাঁর পরিবারের লোকজনকে কেউ ফোন করে টাকা বা অন্য কিছু দাবি করেনি।

এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে, যা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এই যেমন, নিখোঁজ থাকার সময় মুসা নিজেই বাড়ির লোকজনকে একাধিকবার ফোন করে নিজের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। উদ্ধার হওয়ার পর তিনি ঘটনার যা বিবরণ দিয়েছেন, তাতে যথেষ্ট অসংগতি রয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

মুসার বাড়ি ইসলামপুর থানার রামগঞ্জের বহরণগছ এলাকায়। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্য বাড়ি থেকে ইসলামপুরে এসেছিলেন মুসা। ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে গাড়ি রেখে শহরের স্টেশন রোড এলাকায় একটি ব্যাংকে ঢোকেন তিনি। এখানেও প্রশ্ন, নিজের গাড়ি থাকতে ব্যাংক থেকে প্রায় আধ কিমি দূরে নেমে গেলেন কেন?

এরপর তাঁর মোবাইল থেকে পরিবারের কাছে ফোন আসে। বলা হয় তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। একবার নয়, একাধিকবার। সেই রাতেই পরিবারের লোকজন ইসলামপুর থানায় লিখিতভাবে সবিস্তারে জানান। এরপর ওই ব্যবসায়ীর মোবাইল লোকেশন ধরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রাতভর খোঁজ চলে। শেষমেশ বাগডোগরায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান ওই ব্যবসায়ী। এরপর বাগডোগরা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইসলামপুর থানার পুলিশ মুসাকে উদ্ধার করে ইসলামপুরে নিয়ে আসে। চিকিৎসার জন্য ইসলামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।

এদিকে মুসার দাবি, ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পর চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় চারজন ব্যক্তি তাঁকে অপহরণ করে। তবে তাঁর কাছ থেকে কোনও টাকা দাবি করা হয়নি। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর এই বয়ানে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কোনও কারণ ছাড়া কেন একজন ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হল? কীভাবে তিনি এত সহজে নিজেই পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন? আদৌ কি অপহরণ, নাকি রটনা? ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস জানিয়েছেন, গোটা ঘটনার জট ছাড়াচ্ছে পুলিশ।

ঘটনাক্রম

- শুক্রবার ইসলামপুরে ব্যাংকে এসে এক ব্যবসায়ী নিখোঁজ হন
- শনিবার তাঁকে সুস্থ অবস্থায় বাগডোগরা থেকে উদ্ধার করা হয়
- ওই ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁকে চারজন অপহরণ করেছিল
- কিন্তু তাঁর থেকে বা পরিবারের থেকে টাকা দাবি করা হয়নি
- পুলিশের দাবি, ওই ব্যবসায়ীর বয়ানে একাধিক অসংগতি রয়েছে
- পুরো ঘটনাটাই কি সাজানো? জট ছাড়াচ্ছে পুলিশ

পেটের তাগিদে। মাছ ধরতে তিস্তায় জাল। ছবি : মানসী দেব সরকার

শিলিগুড়িতে তৃণমূলের ভরাডুবির জের

শহর-গ্রামে আলাদা জেলা কমিটির ভাবনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : লোকসভা ভোটে ভরাডুবির জের। এবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলাকে ভেঙে শহর এবং গ্রাম, দুটি পৃথক কমিটি তৈরি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রের খবর, লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পরে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে দল এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা নিয়ে শহরের জেলা সভাপতি কাজ করবেন। মহকুমা পরিষদ এলাকার জন্য পৃথক জেলা কমিটি তৈরি করা হবে। এর ফলে অনেককে জেলা কমিটিতে স্থান দেওয়া সম্ভব হবে, কাজেও গতি আসবে বলে তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন। তবে, দলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'এমন কোনও খবর আমাদের কাছে নেই। রাজ্য নেতৃত্ব এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

এমনিতেই অন্য জেলার তুলনায় শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা আয়তনে অনেকটাই ছোট। একটি পুরনিগম এবং চারটি ব্লক নিয়ে তৃণমূলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। কিন্তু শহর এবং গ্রামের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে ভেদাভেদ এতটাই বেশি যে, অনেক সময়ই কেউ কারও মুখ দেখতে চান না। গত পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদের ভোটে বর্তমান জেলা কমিটির নেতৃত্বেই শিলিগুড়িতে সাফল্য এসেছিল। কিন্তু লোকসভা ভোটে এখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় বিজেপির চেয়ে এক লক্ষ ১৩ হাজার ভোটে পিছিয়ে। মহকুমার দুটি বিধানসভা মিলিয়ে বিজেপি প্রায় এক লক্ষ ৯ হাজার ভোটে লিড নিয়েছে। শিলিগুড়ির এই ফলাফলে বেজায় চটেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদে নিরঙ্কুশ সাফল্যের পরে হঠাৎ শিলিগুড়িতে লোকসভা ভোটে এত খারাপ ফল কেন হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভোটের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরেই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম শিলিগুড়িতে এসে এখানে দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কথা বলেছিলেন। সেই বৈঠকে একাধিক নেতা শহর-গ্রামের মধ্যে ভেদাভেদের অভিযোগও তুলেছিলেন।

তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, লোকসভা ভোটের প্রচারে জেলা সভানেত্রীকে সেভাবে শহরে দেখা যায়নি। তিনি গ্রামেই বেশি সময় দিয়েছেন। আবার দলের শহরের নেতারা গ্রামের দিকে নজরই দেননি। এমনকি জেলা নেতৃত্বকে এড়িয়ে শহরে সমান্তরাল দলীয় সংগঠন চালানোর চেষ্টা হয়েছে। পাপিয়া ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, শহরে তাঁকে প্রচারের সুযোগই দেওয়া হয়নি। তিনি যেখানেই সভা করতে গিয়েছেন, শহরের নেতারা আগেই সেখানে বক্তব্য রেখে সরে পড়েছেন।

ভোটের ফলাফলের পর শহর এবং গ্রাম থেকে যে রিপোর্ট রাজ্যে গিয়েছে সেখানেও তৃণমূলের শহর-গ্রাম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা লেখা হয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছে, এভাবে চললে বিধানসভা ভোটেও শিলিগুড়ি অধরা থেকে যাবে। আর তাই এবার শহর এবং গ্রামে দুটি আলাদা জেলা কমিটি করে দিয়ে দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা হয়ে গিয়েছে। গ্রামীণ জেলা কমিটিতে পাপিয়াকেই সভানেত্রী পদে রেখে দেওয়া হচ্ছে। পুরনিগমের প্রশাসনিক পদ থেকে সরিয়ে এক নেতাকে শিলিগুড়ি শহর এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি নিয়ে তৈরি জেলা কমিটির সভাপতি করা হতে পারে।

অ্যাকাউন্ট থেকে বৃদ্ধর লক্ষাধিক টাকা উধাও

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : এক বৃদ্ধর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও লক্ষাধিক টাকা। ব্যাংকে জমানো টাকা হাপিস হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগরের বাসিন্দা অমূল্যচন্দ্র পাল নামে বছর ৭০-এর ওই বৃদ্ধ অসহায় হয়ে পড়েছেন। হিলকার্ট রোডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ওই বৃদ্ধর ১ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ টাকা জমা ছিল। ব্যাংকের সেভিংস অ্যাকাউন্টটি ওই বৃদ্ধ প্রায় ২৬ বছর ধরে চালিয়ে আসছেন। সেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বৃদ্ধ শিলিগুড়ি সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ওই ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে কোনও এটিএম কার্ড কিংবা চেকবুক কিছুই নেই। প্রয়োজন হলে ব্যাংকে গিয়ে 'উইথড্রল ফর্ম' দিয়ে তিনি টাকা তুলতেন। তার মূল কারণ ছিল অমূল্যবাবু ডিজিটাল প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও কী করে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়ে গেল তা ওই বৃদ্ধ বুঝতে পারছেন না।

অমূল্যর কথায়, 'পাসবুক আপডেট করার সময় টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রথম নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নজরে ঘটনাটি নিয়ে আসি। কী করে টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে বা সেই টাকা ফেরত পাব কি না সেই বিষয়ে সঠিকভাবে কর্তৃপক্ষ বলতে পারেনি। উলটে, আমায় সাইবার থানায় অভিযোগ জানাতে বলেন।'

এক বছর ধরে মোট ১৪টি ট্রানজাকশনের মাধ্যমে টাকা উধাও হয়েছে। সর্বাধিক ১০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হয়েছিল। তাঁর কথায়, 'ভবিষ্যতের আপদ-বিপদের জন্য ওই টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন কোনও বিপদ হলে অথই জলে পড়ে যাব। ব্যাংকে টাকা রাখার পরও যদি সেটা সুরক্ষিত না থাকে তবে কোথায় যাব? গোটা ব্যাংকিং সিস্টেমের ওপর থেকে আমার ভরসা উঠে গিয়েছে। পুলিশ যাতে আমার টাকা ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করে সেই আবেদন করব।' ইতিমধ্যে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভুয়ো ফ্র্যাঞ্চাইজির নামে লোপাট কয়েক লক্ষ টাকা

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : একটি দামি বেকারি সংস্থার ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে গিয়ে লক্ষাধিক টাকার অনলাইন প্রতারণার শিকার হলেন শহরের দুই বাসিন্দা। নেটে ওই বেকারি সংস্থার ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করার পাশাপাশি কয়েকজন ব্যক্তিও ওই সংস্থার কর্মীর পরিচয় দিয়ে আবেদনকারীদের পরিচয়পত্রও নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এক মহিলা এই চক্রের খপ্পরে পড়ে আট লক্ষেরও বেশি টাকা খুইয়ে ফেলেছেন। আর এক ব্যক্তি পাঁচ লক্ষেরও বেশি টাকা খুইয়েছেন। দুই ঘটনাতেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায়। শুধু অনলাইন প্রতারণাই নয়, গোটাটার সঙ্গেই একটা বড় চক্র কাজ করছে বলে অনুমান তদন্তকারী কর্তাদের। এমনকি সংস্থার কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে দুই ঘটনাতেই অভিষেক মণ্ডল নামের এক ব্যক্তির নামও জড়িয়েছে। গোটা ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে, কোম্পানির নামে ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করে যাবতীয় চক্র কাজ করলেও গোটা বিষয়টা তাঁদের জানা নেই বলেই জানিয়েছেন কোম্পানির ফ্যাক্টরি ম্যানেজার রাকেশ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টা আমাদের জানা নেই। তাই সবটা না জেনে মন্তব্য করতে পারব না। আমি এব্যাপারে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

ওয়েবসাইটে ওই বেকারি কোম্পানির নামের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। ওয়েবসাইট খুলতেই দেখা যাচ্ছে, ওই কোম্পানির আসল লোগো সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরই ফ্র্যাঞ্চাইজির নেওয়ার জন্য সেখানে নাম, ইমেল আইডি, ফোন নম্বর দেওয়ার অপশন থাকছে। সম্প্রতি ঠিক এই ফাঁদেই পা দেন লোয়ার ভানুনগরের এক মহিলা। তিনি বলেন, 'ওই সমস্ত অপশন ফিলআপ করে সাবমিট করার পরেই রামাশিস পান্ডে নামের এক ব্যক্তি কোম্পানির প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান, এগ্রিমেন্ট সহ যাবতীয় সেট আপ দশ লক্ষ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে।' এরপর কথা এগোতে থাকেন ওই মহিলা। এরমধ্যেই রেজিস্ট্রেশন ফর্মের জন্য আইডি প্রুফ নেওয়া হয়। প্রতারণার ঠিক এই পর্যায়েতেই সিনিয়ার ম্যানেজার হিসেবে অবতারণা হয় অভিষেক মণ্ডল নামের এক ব্যক্তি। এরপরই পর্যায়ক্রমে টাকা পাঠাতে শুরু করেন ওই মহিলা। বলা হয়, পেমেন্ট শুরু হওয়ার পরেই সেটআপ করার জন্য একটি টিম পাঠানো হবে। যদিও ৯০ শতাংশ পেমেন্টের পর বোধোদয় হয় ওই মহিলার। তিনি বলেন, 'পেপার ওয়ার্ক না হওয়ার পাশাপাশি টিমও না আসায় আমার সঙ্গে ওই ব্যক্তিদের বচসা হয়। এমনকি আমি যাবতীয় টাকা ফেরত চাইলে ওরা জানিয়ে দেন যে তাঁরা টাকা দেবেন না।' এরপর ওই কোম্পানির হেল্পলাইনে ফোন করতেই ওই মহিলা বুঝতে পারেন আসলে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

একই ধরনের প্রতারিত হয়েছেন গুরুংবস্তির এক ব্যক্তিও। তিনি বলেন, 'তিনবার আমি ওদের তিনটে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছিলাম। তখনই মনে সন্দেহ হয়েছিল। এরপর খোঁজ করতেই জানতে পারি, গোটাটাই ভুয়ো।' যদিও ততক্ষণে ওই ব্যক্তি পাঁচ লক্ষেরও বেশি টাকা খুইয়ে ফেলেছেন।

কী ঘটনা

- একটি দামি বেকারি সংস্থার ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে গিয়ে প্রতারণার শিকার
- এক মহিলা এই চক্রের খপ্পরে পড়ে আট লক্ষেরও বেশি টাকা খুইয়ে ফেলেছেন
- আর এক ব্যক্তি পাঁচ লক্ষেরও বেশি টাকা খুইয়েছেন
- অভিযোগ দায়ের সাইবার ক্রাইম থানায়

চোপড়া-দাসপাড়া সড়কে অবরোধ। শনিবার।

রাস্তার সংস্কার দাবি

চোপড়া, ২৯ জুন : গত ছ'বছরেও রাস্তার ভাঙা অংশ সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। চলতি বর্ষার শুরুতে ফের রাস্তার ভাঙা একাংশ তলিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীদের একাংশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তাটি সংস্কারে উদ্যোগী হচ্ছে বলে উপপ্রধান জানিয়েছেন।

চোপড়ার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতে চোপড়া-দাসপাড়া রাজ্য সড়ক থেকে গুঞ্জরমারি গ্রামমুখী রাস্তার একাংশ দু'দিন আগে নতুন করে ভাঙনে গ্রামবাসীরা চরম সমস্যায় পড়েন। এই পরিস্থিতিতে গ্রামে ছোট গাড়ি ঢোকা তো দূর অস্ত পড়ুয়ারা স্কুলেও যেতে পারছে না।

এদিন গ্রামবাসীদের একাংশ স্থানীয় চোপড়া থেকে দাসপাড়া রুটের রাজ্য সড়কে বাঁশের বেড়া লাগিয়ে অবরোধে শামিল হন। খবর পেয়ে চোপড়া পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের আশ্বস্ত করে অবরোধ তুলে দেয়। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মহম্মদ সুলেমান জানান, রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

লাইসেন্স সাসপেন্ড

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : উপভোক্তাদের ফাঁকি দিয়ে র‍্যাশন কম দেওয়ার অভিযোগ উঠল। এই অভিযোগে খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তর ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মহিপাল জোতের ২৮ নম্বর দোকানের লাইসেন্স সাসপেন্ড করেছে। শনিবার বিকেলে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক উৎপল ঘোষ আচমকা দোকানে অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পান। সঙ্গে সঙ্গে দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মহকুমা খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ আধিকারিক তারিক আনোয়ার চৌধুরী জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

জখম তিন

চোপড়া, ২৯ জুন : শুক্রবার রাতে ফের বাইক দুর্ঘটনায় তিনজন তরুণ গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। তাঁদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হলে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এক মাস পরও অধরা সইদুল

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুল এখনও অধরা। এদিকে, মহম্মদ রেজাবুল নামে এক ব্যক্তির একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা লেনদেনের হদিস পেয়েছে পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, ব্যাংকের অসহযোগিতায় তদন্তে সমস্যা হচ্ছে।

২৮ মে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটে ২টি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় হাজারখানেক অ্যাকাউন্টের পাসবই, চেকবই, এটিএম, মোবাইলের সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছিল। অ্যাকাউন্টগুলির দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়া সবই ছিল বেসরকারি ব্যাংকের। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুলের শাগরেদ অনিল গোপ অভিযানের দিনই গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু অভিযানের ১ মাস পরও কারবারের কিংপিন সইদুলকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে। যদিও ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি ইফতিকার উল হাসান বলছেন, 'মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তও চলছে।'

বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। তিনি বলেন, 'এই অবৈধ কারবারে শাসকদল যখন জড়িয়ে গিয়েছে তখন রাজ্য পুলিশ কোনওভাবেই চাইবে না অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হোক। নাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক বড় নেতা ধরা পড়বে। আমি এই ঘটনায় সিবিআই বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের দাবি জানাব উপযুক্ত জায়গায়।' অন্যদিকে, তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ ব্লক সভাপতি মহম্মদ আখতার আলির বক্তব্য, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তদন্ত হলেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। এনিয়ে রাজনৈতিকভাবে আমার কিছু বলার নেই।'

তদন্ত প্রসঙ্গে এক পুলিশ আধিকারিক বলছেন, 'অভিযুক্ত কোন রাজনৈতিক দলের তা আমরা দেখব না। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবেই। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।'

তবে, যে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সইদুলরা লেনদেন করেছিল কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতায় সেই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশ সূত্রের খবর। অভিযোগ, অভিযানের পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ করা এবং সমস্ত অ্যাকাউন্টে লেনদেনের হিসেব চেয়ে পাঠিয়েছিল পুলিশ। যদিও হিসেব এখনও পুলিশকে দেওয়া হয়নি। গোটা কারবারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের জড়িত থাকা নিয়ে আগেই সন্দেহ জেগেছিল। অসহযোগিতার কারণে সেই সন্দেহ যেন ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

মহম্মদ সইদুল, কারবারে জড়িত অনিলের ভাই তপন গোপ সহ চটহাটের অনেকেই গা-ঢাকা দিয়েছে। অন্যদিকে, মহম্মদ রেজাবুল আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানালেও তা আদালত খারিজ করেছে। আপাতত সেও বেপাত্তা বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাদের খুঁজছে ফাঁসিদেওয়া থানা।

চটহাট কাণ্ড

- ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুল এখনও অধরা
- মহম্মদ রেজাবুল নামে এক ব্যক্তির একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা লেনদেন
- পুলিশের বক্তব্য, ব্যাংকের অসহযোগিতায় তদন্তে সমস্যা হচ্ছে

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ফুলবাড়ির পুঁটিমারি-রাঙ্গালিভিটায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে নিজের ঘরে ওই ছাত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সম্মেলন

চোপড়া, ২৯ জুন : চোপড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অফিসের মুহুরিদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার। এদিন চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হলঘরে চোপড়া ব্লক কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৯ জনের নতুন ব্লক কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শাহিদ আহমেদকে। পুনরায় সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন আব্দুল হালিম।

রংদার রোববার

আবার এসেছে আমের সময়। আমময় ফলের বাজার। আম ছাড়া কোনও ফলের তেমন চাহিদা নেই। আমই কি বাঙালির প্রিয়তম ফল? এসব প্রশ্ন নিয়ে কলম ধরলেন চার লেখক, যাঁদের আমের দেশেই বড় হয়ে ওঠা।

১০ গল্প : নীলাদ্রি দেব

১১ ধারাবাহিক অলীক পাখি নবম পর্ব বিপুল দাস
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২ ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পর্ব-৩ : পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : রত্নেশ্বর হাজরা, শ্যামলী সেনগুপ্ত, সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, তাপসী লাহা, তাপস রায়, জয়তী ঘোষ ও সোমা চক্রবর্তী
সপ্তাহের সেরা ছবি

আম দরবার

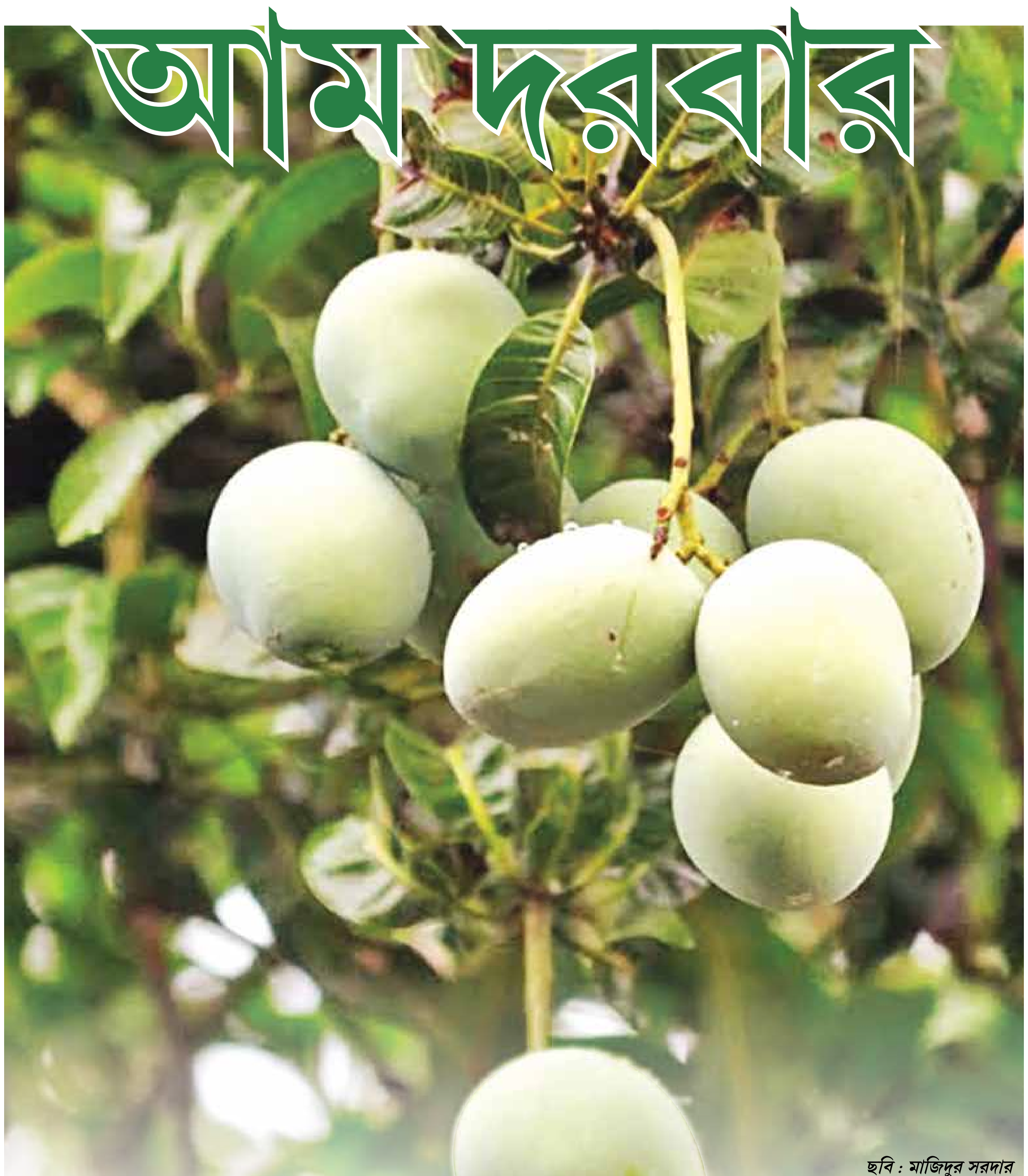

ছবি : মাজিদুর সরদার

উঠোন ভর্তি আম, খাটের নীচে আম

সৌমিত্র রায়

আমার ধারণা কেউ যদি আম না ভালোবাসে, সে মানুষ খুন করতে পারে। এই কথাটা আমার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে বাড়ি আর জন্ম বলে বলছি না। সত্যি মন থেকে বলছি। আর আমরা যারা হরিশ্চন্দ্রপুরের মানুষ তারা মনে করি আমাদের আম খেলে ক্ষতি নেই... সুগার বাড়বে না!

কেন? একটা দৈনিক রবিবারের ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম যে দিনে দু-একটা আম বা আলু খেলে সুগার বাড়ে না। তাই আমার ছোট জ্যাঠামশাই বলতেন 'খেয়ে যা, পরে দেখা যাবে!'

জন্মের পর থেকেই জানি আমাদের বাড়িতে আমের সময় গেলেই গোটা পরিবেশটাই আমময় হয়ে যেত। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে মনে হত। আমরা আমের পোকা যে। বাড়ির হলঘর ভর্তি আম, উঠোন ভর্তি আম, ঘরের খাটের তলায় আম। এমন অবস্থা হত যে, পা খুব সাবধানে ফেলতে হত। আর ঠাকুমার খুব আদুরে ছিলাম বলে সব থেকে ভালো আমগুলো সরিয়ে রাখতেন আমার জন্য। কী মেজাজে খেতাম রামকানুর মন্দিরের দালানের ধারে বা পুকুরপাড়ে বসে। অনেকবার আমরা ভাইবোনেরা এক-একটা আমের একটু কামড় দিয়েই ফেলে দিতাম 'ধুর এটা ভালো নয়' বলে। এখন ভাবলে খারাপ লাগে যে, কত আম নষ্ট করেছি পুরো না খেয়ে।

১৯৭০ সালে ক্লাস ফাইভে দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুলে যাবার পর আমার বড় জ্যাঠামশাই রামপ্রসন্ন রায় ঝুড়ি ঝুড়ি আম পাঠাতেন ট্রেনের পার্সেল ভ্যানে বুকিং করিয়ে। সেই আম সব স্টুডেন্ট পেত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাহায্যে। অনেক আগে আমার বাবা এবং চার দাদাও ওই স্কুলে পড়তেন যখন, তখন ওঁরাও ঝুড়ি ঝুড়ি আম বিতরণ করতেন ঠিক সেইভাবেই। সেই দিনগুলো 'মালদা'জ ম্যাংগো ডে' বলেই জানত সবাই। আর একদিনের জন্য হলেও আমি রাজা হতাম!

বড় জেঠু রাজ্যসভার এমপি থাকাকালীন গুজরাটের এক এমপির থেকে একটা গুজরাটের আম গাছের চারা উপহার পেয়েছিলেন। সেই চারাটা পোঁতা হয়েছিল আমাদের বাড়ির পুকুরপাড়ে। কলম করায় আর মালদার মাটির স্বাদ পেয়ে সেই বেনামী গাছটি বাড়তে শুরু করল আর ফলটা বাড়ির সবার পছন্দের হয়ে উঠল। ছোট আম কিন্তু রসগোল্লার মতো মিষ্টি খেতে। আমটার নাম অবশেষে বড় জেঠুর নামেই রাখা হল প্রসন্নভোগ। এখনও এই গাছটা হাজার হাজার আম দেয় প্রতিবছর। অনেকের ধারণা, এই জাতের আম গাছ মালদা জেলায় একটাই আছে। এবারও বাড়ি গিয়ে আমার অফিসের সব সহকর্মীর জন্য বয়ে নিয়ে এসেছি। সকলের মুখে একই কথা 'এত মিষ্টি আম আমরা খাইনি'!

মুকুলের বাহার দেখে প্রত্যেকবার ভাবি দোলযাত্রার সময় 'বাহ, এবার প্রচুর আম হবে'! কিন্তু এক কালবৈশাখী ঝড়েই অধিকাংশ মুকুল ঝরে পড়ে। খুব মন খারাপ করে তখন। বিশেষ করে যখন কলকাতায় আমের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। ভাবি 'অসম্ভব! কিনব না! নিজের বাগান থাকতে কেউ আম কিনে খায়? না, খায় না'। কিন্তু খেতে হলে তো সেই ট্রেনে চেপে ৩৯০ কিলোমিটার দূর গিয়ে খেতে হবে।

এরপর দশের পাতায়

আমাদের বাগানগুলোয় কুমারখাঁ ক্ষীরসাপাতি, মিশ্রীভোগ, রাখালভোগ, জলমরই, সুকুল, লক্ষ্মণভোগ, ফুনিয়া, দশেরি, আম্রপালি, মল্লিকা, কালুয়াদাগি, ফজলি আমের চাষ হয়।... গোটা আম ঘন ক্ষীরে ডুবিয়ে খাব! আমের সঙ্গে নো কম্প্রোমাইজ, ব্যাস!

মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে তাঁর বাড়িতে আমের মধ্যে ভূমির গায়ক সৌমিত্র রায়।

দারা থেকে গালিব

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

আম ভালোবাসলেও রাজনীতি থেকে নিস্তার নেই! মরশুমের গোড়াতেই খবরে ছয়লাপ, তিহার জেলে বন্দি ডায়াবিটিসের রোগী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নাকি জামিন আদায়ের জন্যে রোজ আম খেয়ে তাঁর সুগারের মাত্রা বাড়াচ্ছেন! বেচারা কেজরিওয়াল। খোদ আকবর বাদশাও তো ছিলেন পুরো আম-পাগল! গোয়া থেকে পর্তুগিজ জেসুইটদের নিজের দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমাদরে রেখেছিলেন বছরের পর বছর। গাছের কলম তৈরি করে ফল চাষে তাঁরা ছিলেন দক্ষ। তাঁদের সাহায্যে দ্বারভাঙ্গায় এক লাখ আম গাছ রোপণ করিয়েছিলেন আকবর। আজকের লাখি বাগে গড়ে উঠেছিল দেশের প্রথম সেই ফল বাগিচা। তবে শুধু বিহারে নয়, মোগল সম্রাটের নির্দেশে সারাদেশেই প্রসার ঘটেছিল আম বাগানের। আমের পরিচর্যা নিয়ে মোগল আমলে গভীর ভাবনাচিন্তার শেষ ছিল না। 'বাবরনামা', 'আইন-ই-আকবরি', 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি'-তে রয়েছে আমের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ। আবার আম গাছের কলম করার কৌশল নিয়ে ফারসিতে বই লিখেছিলেন যুবরাজ দারাশুকো। আবুল ফজল লিখেছিলেন, আমের স্বাদ-গন্ধ বাড়ানোর জন্যে গাছের গোড়ায় দেওয়া হত দুধ আর ঝোলা গুড়।

১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের হাত ধরে প্রধানত ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে যে বহু আলোচিত 'কলাম্বিয়ান এক্সচেঞ্জে'-এর দুয়ার উন্মোচিত হয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল এশিয়ার ওপরেও। নতুন সমুদ্রপথে বাণিজ্যের সুযোগ প্রসারিত হওয়ায় গোয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী পর্তুগিজদের মাধ্যমে ভারতে প্রথম আমদানি হয়েছিল পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, সবেদা, কাজুবাদাম থেকে শুরু করে বহু ফল ও আলু, লংকা, টোমেটোর মতো অনেক সবজি। অন্যদিকে উৎপত্তি ভারতে হলেও, 'ফলের রাজা' হিসেবে আমকে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে ছিল পর্তুগিজদের বড় অবদান। আগে যে আম হত, তা ছিল হাত দিয়ে খোসা ছুলে চুষে খাওয়ার। সমর-কুশলী পর্তুগিজ ভাইসরয় আলফানসো দ্য আলবুকার্কের নেতৃত্বেই ছুরি দিয়ে কেটে কেতাদুরস্তভাবে টেবিলে পরিবেশন করা সেরা জাতের আমের প্রচলন ঘটতে শুরু করল। তাঁর নামেই বিশেষ ধরনের আমের পরিচিতি 'আলফানসো'। কেরলের মালাবার উপকূলে মশলা কিনতে আসা পর্তুগিজরা 'ম্যাংগো' শব্দটি চয়ন করেছিল মালয়ালাম ও তামিল ভাষায় ফলটির প্রতিশব্দ 'মাঙ্গা' বা 'মাঙ্গাই' থেকে। ওই সময়ে গোয়া থেকে প্রতি বছর লিসবনের রাজদরবারে উপহার হিসেবে পাঠানো হত আমের ঝুড়ি। আমের সুস্বাদে আত্মহারা হয়ে সকলে এমন উৎসবে মেতে উঠত যে তখন স্বাভাবিক কাজকর্মও সব মুলতবি হয়ে যেত। ষোড়শ শতকের বিখ্যাত পর্তুগিজ ভেষজ চিকিৎসক গার্সিয়া দি ওর্তা লিখেছিলেন, 'স্পেন (অর্থাৎ ইউরোপের) যাবতীয় ফলকে হার মানিয়ে দিয়েছে আম।'

এরপর দশের পাতায়

সাম্রাজ্যে রানি বদল

রামসিংহাসন মাহাতো

আমাদের ছোটবেলায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল আমময়। আমি একটা ছোলা আস্ত আম হাতে নিয়ে খাচ্ছি। পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে গেঞ্জিতে, চটিতে, মাটিতে। রতনদা দূরে দাঁড়িয়ে আমার আম খাওয়া দেখছিলেন। হঠাৎ চিৎকার করলেন, 'হাত তোল, হাত তোল।'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাত মাথার উপরে তুললাম। রস কনুই বেয়ে তখন মাটিতে পড়ার উপক্রম। রতনদা বললেন, 'তাড়াতাড়ি চেটে ফ্যাল।'

এরকমই ছিল আমাদের ছোটবেলায় আম নিয়ে খুনশুটি। আম খাওয়ার সময় রতনদাই আমাকে ছাতার ইংরেজি শিখিয়েছিলেন। বললেন, এই যে মাথার ওপর হাতটা তুললি, বলতো অন্য সময় কখন মাথার উপরে হাত তুলতে হয়?

আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, কখন?

--ছাতা ধরার সময়। রতনদার সরল উত্তর। তিনি ছাতার সঙ্গে আমের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে বললেন, আম খাওয়ার সময় যেমন রস গড়ালে হাত মাথার ওপর তুলে ধরতে হয়, তেমনি বৃষ্টি পড়লে ছাতাও মাথার ওপরে তুলে ধরতে হয়। আর সেজন্যই ছাতার আরেক নাম আম-ব্রেলা। আমি রতনদার এই ব্যাখ্যা সরল মনে বিশ্বাস করেছিলাম। আর সেজন্যই সেটা আজও মনে আছে।

তখন স্কুলে গরমের ছুটি সামার ভ্যাকেশন নয়, আম-কাঁঠালের ছুটি হিসেবে পরিচিত ছিল। আর আমাদের আম দরবার বসত রান্নাঘরের দাওয়ায়। সেখানে থাকত গামলায় ভেজানো আম। আর নীল মাছির ভনভন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে মা আমের বোঁটা কেটে গামলার জলে ভিজিয়ে রাখতেন। সেই আম খাওয়া হত দুপুরে ভাতের শেষ পাতে। এক হাতা ভাত, এক হাতা সর পড়া দুধ আর আম। এটা যে দিনের আম খাওয়ার শুরু তা নয়। তার আগে ব্রেকফাস্টও ছিল। সেই আম ঠাকুমা ছুলে কেটে দিতেন। দুধ-মুড়ি-আম ছিল আমাদের প্রাত্যহিক উপবাস ভঙ্গের বাঁধা রুটিন।

আর ছিল আম পাড়ার ধুম। রোজ নয়, মাঝেমধ্যে। চারটে গোপালভোগ আম গাছ ছিল আমাদের বাড়ির পেছনে। প্রচুর আম ধরত। তার কিছু পাখি আর বাদুড়ে খেত, বাকিটা আমরা এবং পড়শিরাও। পাকলে সেই আমের যেমন গন্ধ আর রং তেমনি স্বাদ। বাইরের মজুররা এসে কয়েক ঝুড়ি আম পেড়ে দিয়ে যেত। সেই আম থাকত একটি ছোট ও নীচু ঘরে। সেই ঘরের কোনও জানলা ছিল না। একটা ছোট খুব নীচু দরজা ছিল। সেই ঘরে মাটিতে খড় পেতে তার উপর ঝুড়ির কাঁচা আম ঢেলে রাখা হত। দু'দিনেই সেই আম পেকে যেত। ঘরের সেই নীচু দরজা খুলে প্রয়োজন মতো পাকা আম বের করা হত। সেই ঘরকে আমরা বলতাম আমঘর।

এখন তো বনেদি বাণিজ্যিক আমের কল্যাণে গোপালভোগ, লক্ষ্মণভোগ, সূর্যাপুরি আর চোখেই দেখা যায় না। মরশুমে আমাদের বাড়ির আম এত হত যে কিনে খাওয়ার দরকার পড়ত না। তবে আম যে একেবারে কেনা হত না এমন নয়। মনে আছে বৃন্দাবনী ফজলির কথা। এমন স্বাদে গন্ধে ভরপুর মিষ্টি আম এখন আর চোখে পড়ে না। এ আম খেয়ে যেমন আনন্দ, আঁটি চুষে খেয়েও তেমনি আনন্দ। অবশ্য এখনকার নতুন প্রজন্ম এই আঁটি চুষে খাওয়ার ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখে না। ওরা আম খায় প্লেটে করে কাঁটা চামচ দিয়ে সোফায় বা ডাইনিং টেবিলে বসে। ওদের একটাই শর্ত, আম যেন টক না হয়। ওদের কে বোঝাবে ঝাঁঝাঁ দুপুরে রুনু-ঝুনুদের ঘরে কাঁচামিঠে আম মেখে খাওয়ার স্বাদ।

আম যাঁরা কিনে খান তাঁদেরও দুটো সম্প্রদায় আছে। একদল চৌসা, দশেরি, ল্যাংড়া, হিমসাগরের নীচে নামেন না।

এরপর দশের পাতায়

আম যাঁরা কিনে খান তাঁদেরও দুটো সম্প্রদায় আছে। একদল চৌসা, দশেরি, ল্যাংড়া, হিমসাগরের নীচে নামেন না। আর একদল স্বাদ, মিষ্টত্ব এবং রঙের সঙ্গে আপস করে সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণের চেষ্টা করেন। তাঁরা খোঁজেন গুটি, ফজলি, অশ্বিনা, মোহনভোগ, তোতাপুরি, কোহিতুর, ক্ষীরসাপাতির মতো কিছু আম।

আমের মালদা, মালদার আম

শুভ্র মৈত্র

বাড়ি মালদায় শুনে বাইরের কেউ জিজ্ঞেস করেনি আমের কথা, এমন মানুষ পাওয়া এ জেলায় দুর্লভ। কিছু কমন প্রশ্ন এরকম, ---'তোমাদের আমবাগান আছে?' 'তোমরা তো খুব আম খাও, তাই না?' 'তোমাদের ওখানে তো আম খুব সস্তা!' আর চরমতম আবদারটা আসে ঘনিষ্ঠতার আবদার নিয়ে, 'এবারে কিন্তু আম খাওয়াতে হবে, বলে দিলাম!' আপনার বিরক্ত হওয়ার উপায় নেই, হেঁ হেঁ করে খানিক দোষ কাটাতে পারেন বড়জোর। ভূগোল এবং অর্থনীতি নিয়ে এদের প্রগাঢ় জ্ঞান আপনাকে বিমোহিত করে, আর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে বাজারে আমের ডালি নিয়ে বসে থাকা সেই শীর্ণকায় মানুষটি, যার শরীরের মলিনতা বিবর্ণ পণ্যের সঙ্গে মানানসই।

শোনা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদেও নাকি আম্রফলের উল্লেখ আছে। সে রেকর্ডে না হয় প্রশ্ন ওঠে, তবে ফলের রাজা আম যে মোহিত করেছে সম্রাট আলেকজান্ডার থেকে গৌতম বুদ্ধ এমনকি সেদিনের মোগল সম্রাটদেরও, তা তো ইতিহাসেই পাওয়া যায়। আর আমের সঙ্গে অধুনা মালদা, সেকালের পুণ্ড্রদেশ যে আজন্ম জড়িয়ে ছিল, তাও তো ইতিহাসেরই কথা! শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেওয়া আমই যে আজকের মালদার নিজস্ব গোপালভোগ সে কথা কে না জানে!

কিন্তু রসিকজন তো আর গোপালভোগে সন্তুষ্ট হয় না, সে খোঁজে লাল রঙের গিরিয়া গোপালভোগ। পাকা নয়, যা নাকি খানিক পচিয়ে খেতে হত, আজকের ভাষায় যাকে বলে 'ডি কম্পোজড'। বুড়ো বিমল বসাক আফসোস করে, 'এ যুগের ছেলেরা আর আম খেতে শিখল কই?' বাপঠাকুরদার সময় থেকে নাকি আমের সময় আর সব খাওয়ার ছুটি হয়ে যেত, সকালে আম, দুপুরে আম, রাতে আম। সংখ্যা নিয়ে হত প্রতিযোগিতা। আর কত কত আমের নাম আছে ওর কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজে! গড়গড় করে বলে যায় 'সুরমা ফজলি, চিনিচম্পা, পাবি গাছ পাক্কা/আরাজানুয়া, সাতুয়া ন্যাংরা আর নাক্কা/ হিলসাপেটি, রাখালভোগ, কালুয়া জাবুনিয়া/মোহনবাঁশি, কাচ্চামিঠা, ভারতী শাওনিয়া/আবার মিসরিকন্থ আর বেগমপসন্দ, বৌভুলানী/ একবার খ্যায়া লিলে স্বাদ ভোলা দায়।'

খাওয়া দূরের কথা, অর্ধেক আমের তো নামই শোনেনি এ যুগের মানুষ। মালদার আম বলতেই যাঁরা ফজলি, লক্ষ্মণভোগ, হিমসাগর আর ল্যাংড়া বোঝেন তাঁদের অজ্ঞতায় হাসে প্রাচীন মালদাইয়ারা। তাঁদের নস্টালজিয়া বেয়ে উঠে আসে সারবতি, পিয়ারাফুলি, চম্পা, বাতাসু, নবাবখাস, চৌউরিয়া, আসুয়া, দিলসাজ- এমন কত নাম! ষাট-সত্তরের দশকেও এদের দেখা যেত, পাওয়া যেত কলার আকারের 'কেলুয়া' আম। আজ সবটাই ইতিহাসের পাতায়। যে ইতিহাসে লেখা আছে মোগল সম্রাট বাবর পুত্র হুমায়ুন গৌড় জয় করে শুধু আমের প্রেমেই এই অঞ্চলের নাম 'জান্নাতাবাদ' রেখেছিলেন।

এমন রসালো যার অতীত, বর্তমানে সেই মা কী হইয়াছেন? রাজধানী থেকে দূরে থাকা জেলার অর্থনীতি নিয়ে খুব বেশি ভাবনার দুর্নাম কোনও সরকারকেই দেওয়া যায় না। নিছক ভোটের সময় রুটিন করে বলতে হয় আমকে কেন্দ্র করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা অন্য ভারী ভারী শব্দ। দপ্তর হয়েছে, মন্ত্রী হয়েছেন, জিআই ট্যাগ মিলেছে হিমসাগর ফজলির, দিল্লির মেলায় যোগ দিয়ে কয়েকজন আমচাষির পুরস্কার জুটছে, এ বছরের নতুন প্রাপ্তি আমের গায়ে কিউআর কোড। মালদার আম আদৌ মালদার আম কি না, তা যাচাইয়ের সুযোগ পেয়েছেন ক্রেতা। কিন্তু এ সবই নিছক রংচঙে ব্যতিক্রম এবং খবরের যোগ্য। অন্যদিকে পড়ে থাকে এক ধূসর ক্যানভাস, যেখানে প্রায় কোনও শ্রম ছাড়াই গাছগুলি ভরে ওঠে মুকুলে, অনেকটাই ঝরে যাওয়ার পরেও টন টন আম হয় গাছগুলিতে। চটজলদি লাভের আশায় যেগুলিতে যথেচ্ছ স্প্রে চলে, পেড়ে ফেলা হয় কাঁচা অবস্থাতেই, তারপর কার্বাইড দিয়ে পাকিয়ে নিয়ে আসা হয় বাজারে। এর মধ্যেই দক্ষিণ ভারত থেকে, এমনকি ভিনজেলা থেকেও আম এসে পড়েছে যে বাজারে! বাজার মানে? আগে ছিল বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশ, ইদানীং সবটাই দেশের ভেতর। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, বেশিটাই রাজ্যের মধ্যে। সেই বাজারটা ধরার জন্যই তাড়া। কিন্তু মালদা যে একটু লেট লতিফ ছিল, সে যে খানিক দেরি করে বাজারে নামত! নাহ, আগ্রাসী লোভের সামনে এসব সেন্টিমেন্ট ধোপে টেকে না।

এরপর দশের পাতায়

শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেওয়া আমই যে আজকের মালদার নিজস্ব গোপালভোগ সে কথা কে না জানে! কিন্তু রসিকজন তো আর গোপালভোগে সন্তুষ্ট হয় না, সে খোঁজে লাল রঙের গিরিয়া গোপালভোগ।

ছোটগল্প

বিপ্লবের গল্প নয়

নীলাদ্রি দেব

ভোররাতের শব্দে প্রায় ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। লেনিনের বক্সারে ফ্লোরাল প্রিন্ট। প্রতিবার যে শব্দটা অ্যামপ্লিফাই হয়ে আসে, নিরেট মাথা এবং দেহকাণ্ডটি এপাশ ওপাশে দু'-চারবার আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। শব্দটির ওঠানামা সে খেয়াল করেনি সময়ের সঙ্গে। এমন অবস্থাগুলোয় যে আঁতকে ওঠা, তার ঘনত্ব ও গতিবেগ বাড়ছে। প্রথমটায় সে মশারি উঠিয়ে একবার অন্তত দেখত আদৌ কেউ বা কিছু পড়েছে কি না। আজকাল দেখে না।

এই তন্দ্রাচ্ছন্ন আলোয় আর ঘুম হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, চোখ বুজলেও যেন আলোর তীব্র বৃত্ত থেকে বিন্দু হয়ে আসছে মুখ থেকে চোখ থেকে দুই ভ্রূর মাঝবরাবর। লেনিন কচলে যাওয়া মাথাটা খুব কাছের থেকে দেখছে। সাকার মাছটা বড় হয়ে যাওয়ায় গোলক সাইজের অ্যাকোয়ারিয়ামে তা রাখা যায়নি। ও শুনেছিল এই মাছ চুষে নিচ্ছে সমস্ত বুড়িগঙ্গা। তাই মাছটিকে বটিতে কুচি করে কেটেছে নিজের হাতেই। যাকে খাইয়ে বড় করে তুলল, তাকে এতটা নির্মম কেটে যখন ছুড়ে দিচ্ছিল সাদা থানের ওপর, হাতে ঝুলে পড়া রক্তও ছুটে যাচ্ছিল। গিট বেঁধে তুলে রাখা হয়েছে বারান্দায়। বিড়ালের উপদ্রুত এলাকার বাইরে। মাঝে মাঝে চোখ যায়। দেখে রক্তের লাল শুকিয়ে অনেকটা কালো মতন। মাথাটা এপাশ ওপাশের আঘাতে এবং শেষটায় মেঝেতে থেঁতলে যাচ্ছিল। মাছি, এক বা একাধিক, স্পষ্ট হল। মশারির ভেতরে ছোট একটা পৃথিবী, অ্যাকোয়ারিয়ামের জলে ভাসছে। আর ভাসছে মাথাটা। জল লালচে অথচ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে গাঢ় এইমাত্র লঘু হল। ফুলে উঠছে, যেভাবে কশমিশ। যেন কোয়া ফেটে বেরোতে চাইছে ভুটানের কমলা।

ঘাম বেয়ে বন্ধ হয়ে এল চোখ। ঠোঁটেও লবণ বোধ হচ্ছে। মেশিনটা শাটডাউন করার পর যতটা শূন্য, টিউন বেজে ওঠে। লেনিনের মাথার ভেতরে সেই এক ক্ষরণ। ক্ষত থাকে প্রত্যেকের। এমন লোক কমে আসছে, যে সত্যিকারের খোঁজ নেয় ক্ষয় ও ক্ষত বিষয়ে। হাতে তুলো গজ রাখে, প্রয়োজনে স্পর্শহীন মুছে দেয় খাঁজ ভাঁজ। প্রমাণ আয়তনের ওয়ালনাট যেন জলে ভিজিয়ে সে বারবার মেপে নিতে থাকে নিজস্ব এককের সঙ্গে। কিছুতেই মেলে যায় না অঙ্কের প্রভেদ ও প্রকার।

লেনিনের বাবা লালপার্টির হোলটাইমার ছিলেন। বয়সের পর বিয়ে, যখন ছেলে হল, প্রায় বৃদ্ধ। লেনিনের মায়ের সরকারি চাকরি ছিল। পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় সে এক মাস্টার খুঁজে পেল। খেলা বা সংস্কৃতির আড়ালে পার্টির বিভিন্ন শাখা সংগঠনে ঘুরে বেড়াত মাস্টারের সঙ্গে। ভোটের আগে দেয়াল লিখত। রাতে পার্টির ক্লাস শুনত। মাস্টার বলেছিল, তোকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাই খুব কম বসত। বেশিরভাগ সময়ই মানুষ খুঁজত, যাঁদের পাশে দাঁড়ানো যায়। তখন এতটা ছবির খিচিক ছিল না। ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের এক ছবি আঁকিয়ে ছেলেবেলার ল্যাংটো লেনিনের একটা ছবি এঁকেছিল। ইনসেটে ওর মাথার ছবি। ঘিলু ও অন্যান্য। আজও ওটা যত্নে রেখেছে। কখনও দাবি করে, ছবিতে মাথার ভেতর এমন কিছু জাদু আছে যা সত্যি মাথাতেও নেই। ওর অনুমান, ও আদৌ কিছু ভাবতে পারে না। যা হয়, তার ফলাফলের সঙ্গে ওকে আপস করে নিতে হয়। এসব ভেবে অনেকটা অসুস্থ বোধ করে। তাহলে এই ঘুম বা ঘুমহীনতার মধ্যে যা কিছু ভাবছে, তার বিষয়বস্তু অনেকটা এমন, খুব একটা কিছু ভেবে উঠতে পারে না লেনিন।

সংগঠনের স্বরে অ স্বরে আ শিখে গঠনতন্ত্র, খাদ্যজাল বুঝতে চেষ্টা করেছিল আর নীচু, মাথা ভাঙা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কমরেডদের অ্যাড্রেস করতে করতে হঠাৎ দেখল আয়নার ভাঙা অংশের দু'পাশ খুব কাছে এসে মিশতে চাইছে অথচ পারছে না। প্রতিফলকের এই অস্থির কিছুতেই মেনে নিতে নেই, কাছে দূরে গিয়ে যাচাই করছে সে। প্রতিফলনের শরীরও আধভাঙা বোধ হচ্ছে। সেই রাতে ফুরিয়ে যাওয়া তহবিলের হিসেব নিয়ে এসেছিলেন মাস্টার। বয়সে ন্যুব্জ। সাইকেলের সামনের লাইট জ্বলছিল না। লেনিন অনেক প্রশ্ন করেছিল মাস্টারকে। তিনি প্রথমটায় উত্তর দিতে চেষ্টাও করেছেন। পরের দিকে আর শরীর টানেনি। তিনি জানতেন ছাত্রটি মনে এমন এক কমিউনিজমকে সাপোর্ট করত, যার খোপে মিলত একা লেনিন। মানে একাই একটা পার্টি। যেহেতু এটা ফলস বাইটের মতো, পরিবর্তনের গভীরে কী যে এক ধ্যান খুঁজে পেল! সময়ের সমান্তরালে নীতি, আদর্শ, চিমটেখানেক বিট নুন, গোল মরিচের গুঁড়ো উষ্ণ জলে ঘেঁটে চুমুকে নামিয়ে দিল। এরপর দীর্ঘ দুপুরে ছাউনির তলে বাইরে থেকে সমর্থন জানাল, হে নূতন, এর মধ্যেই সে বারকয়েক পথে হেঁটেছে। মানুষের পাশে, প্রতিকূলে। ছায়ার সঙ্গে কি? ছায়ার দিকে। লেনিন হেঁটেছে শীতে। অক্টোবরেও।

মাস্টার মারা গিয়েছেন। শোকসভায় ভিড় উপচে ছিল। সেদিনের লাল চায়ে চিনি নেয়নি কেউ। লেনিন সভাঘরের পাশের মাঠে পায়চারি করেছে। গলার কাছে ভার মতো মনে হচ্ছে। মাস্টার বলত, গ্রাম ফাঁকা হয়ে আসছে। অর্থমন্ত্রী বেতন বৃদ্ধির কথা জানালেই কাছারির মোড়ে ভিড় বাড়ছে। লেনিন ধরেছে ভিড় শব্দটাকে। এরপর ক্ষার জলে চুবিয়ে রেখেছে। কলতলায় পা দিয়ে থেঁতলে ঘষে আছাড় মেরেছে। নারকেল দড়ির দু'পাশে ঝুলে থেকেছে ভিড়। জলের বিন্দু দু'-এক ফোঁটা গড়িয়ে মাটিতে গর্ত হয়ে গিয়েছে। তবু নিজেকে ভিড় মানতে অসুবিধা হচ্ছে। আঁতে লাগছে যেন। জোনাল কমিটির সামনে যে পতাকা বাঁশের ওয়ান ফোর্থ নীচে নেমে আছে, সেদিকে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। এখন লেনিনের শরীরে সালোকসংশ্লেষ হয়। গুপ্ত অংশে সাদায় নীল ডোরা। ভোরে উঠে প্রতিদিন পেচ্ছাপের হলুদের গাঢ় মাপে। পাড়ার মাঠগুলো প্লট হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে দ্রুত।

এই বদলের শব্দই কি শীতের রাতে টিনের চালে এসে লাগে? মাস্টারের দুষ্টু ছাত্ররাই নজরদারি করছে। শুকনো সর্দি খুঁচিয়ে আঙুলের টোকায় দূরে ছুড়ে দেয় লেনিন। ভয় ভীষণ শীতের মতো আসে। ইন্দোনেশিয়া, জাপানে আবার ভূমিকম্প হল। বাড়ির পাশে যে বহুতল, তার উপর থেকে পিক ফেললে ঠিক নীচে না পড়ে হাওয়ায় খানিকটা বেঁকে ওর টিনে গেঁথে যায়। যদিও ফ্যাকাসে, চেনা একটা রং।

লেনিন পঞ্চায়েতের ভোটার নয়। নিজেই ভোট দেয়। যাদের ডাউন লাইনে সে সংগঠন করেছে, তাদের কেউ চেয়ার পেয়েছে, গদি। তাই কখনও ডাক আসে ওর। খুব সামনে থেকে দেখে সামান্য আনবক্সিং। ভেতরের গাদা ফর্ম ও ফর্মুলা। বুঝতে চেষ্টা করে। তখনই এসব অন্য কোথাও পৌঁছে দিতে বললে বর্ণে বর্ণে তা পালন করে। আগে যে রাস্তায় বারছয়েক দাঁড়াতে হত, মানে রাস্তার মোড়ে, ড্রেনের এপারে ওপারে, বাগানে, বারান্দায়, চৌকাঠে এবং শেষটায় দাদার থেকে ফুট চারেক দূরত্বে, এখন তা করতে হচ্ছে না। সহজে প্রায় বেডরুমে চলে যাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু লেনিন শোয়ার ও খাবার ঘরকে দূরে রেখে কাজগুলো করতে চেষ্টা করে। ওর সামান্য ইনপুটও উৎপাদক থেকে খাদকের প্রথম লেয়ারে যায়নি। ওকে বাইরে থেকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। যা দেখায়, তা এতটা ভুল হতে পারে! ওর মনে পড়ে ক্লাসের দুষ্টু ছাত্রকেই মাস্টার ক্লাসের মনিটর করে দিয়েছিল। এরপর আবার সে এক যোগ তিন লেখে, দুই যোগ দুই, চার যোগ শূন্য।

লেনিনের পৈতে নেই। নেই মশারিতে দড়ি, পাজামায় গিঁট। হ্যাঁ, ওর চারপাশেও পুজো বেড়েছে। সংস্কার কতটা এল, গেল- এ বিষয়ে নির্বিকার। আঙুলে গুনতে থাকে কিছু। সনাতন শব্দটা ওকে ভাবায়। দুই আঙুলের মাঝে চটকে গলে আসে যা, চেটে নেয়। এবার এলাকায় তিনটে অষ্টপ্রহর। হরিনামের সপ্তাহগুলোতে খুব একটা মশার উপদ্রব নেই। দশ এমএল করে সুর, আবেগ, আর্তনাদ। সবাই ব্যস্ত। শব্দহীন ক্যানভাসে মোম ও ধূপের ভ্যান রাস্তার বাম থেকে ডানে হেঁটে যায়। শ্বাসের শব্দকে অস্বীকার করবে কীভাবে। হকারটির মুখের আদল মনে পড়ে না। ঠাকুমা লুট দিয়ে বাতাসা ছড়িয়ে দিতেন। শনিবারে নিরামিষ খেতেন কি? ঠাকুমা বলেছিলেন ওরা হিন্দু। বছরে একবার সত্যনারায়ণের পুজো হত বাড়িতে। ঠাকুমা কপালে তিলক কাটতেন। বাম তালুতে ঘষে স্নান দুপুরে গোল কাচ কোলে রেখে শৃঙ্গারে বসতেন রোজ। সে তিলক রঙিন ছিল না। লেনিনের একদম একার যে পার্টি ছিল, তার পতাকা বাতাসে ওড়েনি কখনও। কাটা কাপড়ের ভাঁজ প্রাচীনতর হয়েছে। ন্যাপথালিনের বল গুঁজে রেখেছিল সে। মণ্ডলের মন্দির থেকে যে পতাকা নিয়ে এসেছে, ইদানীং তা পতপত উড়ছে।

লেনিন সদস্যপদের জন্য মিসড কল দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। সে এখনও রঙিন। একদম নিরামিষ নয়। পানিং করে নিজের সঙ্গে। বিলো দ্য বেল্টও। নিজেকে বেড়াল শ্রেণির ভাবে। একদম মাছে ভাতে। মাছের সর্ষে কারিতে নিজেকে তেলাপিয়া মনে করে কখনও, ভরা বাজার কিংবা ওয়েস্ট প্লেটের উচ্ছিষ্ট। ওয়েস্ট বললে লেনিন গুলিয়ে যায়। ওরা এমনিতেই বাংলার পশ্চিমে এসে ঠেকেছে। বেশ কিছু কম্প্রোমাইজ জড়িয়ে আছে। যেহেতু বাংলাদেশে বাংলা একমাত্র ভাষা, ভারতে এতগুলোর একটা। খুব কাছের থেকে দেখেছে, প্রাথমিকে ইংরেজি চর্চায় নাক উঁচু ছিল সরকারের। তাই ভাষাগত সংখ্যালঘু মনে করে নিজেকে। এখন দলীয় কাগজগুলোতে হিন্দি থাকে। ওর হিন্দি শেখা বলিউড থেকে। পশ্চিমের ধারণা পেতে পাড়ার খাতা পেনের দোকান থেকে ইন্ডিয়া, ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ নিয়ে আসে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে গেলে গোবলয়। আর দেশ মহাদেশের পশ্চিমে যে সভ্যতা বা অন্যান্য, তা নিয়ে শুধু ভূগোল ক্লাস নয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পর্যন্ত। মানচিত্র বরাবর যত বামে হেঁটে যায়, নিজেকে উচ্ছিষ্ট মনে হয়। সব, সমস্ত সেক্টরে।

রাজনীতি সচেতনতা প্রসঙ্গে বিশ্বজনীনতার কথাই ভেবেছে। তাই বলে দেশ, জাতীয়তা, দেয়াল ও গোয়াল। আচ্ছা, দেশ মানে কি শুধু মাটি? পাশের বহুতলের আলাদা সংবিধান! প্রতিটি ছাদ আলাদা তাঁবু, শিবির, নিশান বহন করছে! তবু কিছু ছবির উপসংহার দেখে চোখে জল আসে। মুছে অন্য মন্ত্রে চার কোণে ছুড়ে দেয় প্রো, পা, গা, ন্ডা। চায়ের ঠেক ও টেবিলে বার্ডভিউ দেয়। দেয়ালে ঠোঁট আঁকে। সব চায়ে কি পাতা দাঁড়ায় দীর্ঘ! ওপরের সা'তে বলে, শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্চায় আয়ুর এতটা বছর তো হাত পা ছুড়ে কাটালাম। ফ্যাটিগ এসেছে। এবার স্থির সাঁতার কি সম্ভব নয়? মুহূর্তেই শাসকের কথার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে লেনিনের কথা, স্বর। এতটা সুন্দর ডাবিং। টেক ধরে মিলে যাচ্ছে। লেনিনের গ্রাসরুট লেভেলের প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা আর বহুদিন আগের পার্টি ক্লাসের যুক্তি, যাচাই কৌশল আর আজ যা করতে হচ্ছে, সব ঘেঁটে গেলে লেনিন শান্ত বসে, নখ খায়, চোখ পিটপিট করে।

মহাদেব বর্মনকে পার্টির সবাই মহাদেওদা বলে ডাকে। লেনিন মহাদেও রপ্ত করতে পারেনি। দলের পদাধিকারী মহাদেবের ভাবার সময় নেই ওয়ার্কারদের মনের অসুস্থতা বিষয়ে। কিন্তু লেনিনের জন্য আলাদা দুর্বলতা। ওর মনে হয় লেনিনের পলিটিকাল জার্নি বাকিদের থেকে আলাদা। ওর ভেতরকার সৎ প্রশ্নগুলো জানলেই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সহজ হবে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করাও স্পষ্টতর হবে। মহাদেব লেনিনের কাছে আসে। পাশে বসে। সবে পজ করা মোবাইল লেনিনের হাতে। মোবাইলে প্রণাম করে। স্ক্রিনে ভীষণ কাঁচড়া, তাতে পদ্ম, তার ওপর সাপ ও ভ্রমর খেলা করছে।

লেনিন খুব রাতে ঘরের পশ্চিম কুঠুরিতে যায়। প্যালেস্তিনীয়দের কথা ভাবে। ইসলামোফোবিয়ার জন্য সবুজ থাম্বপিন রাখে। লাল হলুদ সুতো দিয়ে টান গাঁথে। ইজরায়েলি গণহত্যার পৃষ্ঠায় এইট.বি পেন্সিল ঘষে দেয় এবং এই পরিসরে সে সিগারেট ধরিয়েছে কি না মনে পড়ে না। ছাই ও ধোঁয়া আদৌ উদ্বায়ী! গাঁজা, ওয়েস্ট ব্যাংকের ওপর প্রায় ঘোলা হয়ে যাওয়া ম্যাগনিফাইং গ্লাস রাখে। হামাসের কথা এলে এযাবৎ চুপই তো থেকেছে। এমনকি তখনও, কোনও পাঠ্যে ক্ষুদিরামদের সন্ত্রাসবাদী দেগে দেওয়ার সময়ও। লেনিন আপার লিমিট বলে কিছু জানে না। শরীর ঘামে ভিজে এলে, মাথার দু'পাশের যন্ত্রণায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানায় ফেরে। তখন মনে হয়, যা হচ্ছে তাতে ওর কোনও অংশগ্রহণ থাকছে না। শুধু ফলাফলকে বহন করতে হচ্ছে। লেনিন কল্পনায় দেখতে চায়, যে মিছিলে সে প্রথম হাঁটতে শুরু করেছিল, তা কতদূর পৌঁছাল? পাশে যারা হাঁটছিল, ওদের মুখ মনে পড়ছে না কেন! যদি লেনিন এই মিছিলের ভেতরে এবং বিপরীতে আরেকটা মিছিল গড়ে না তুলত, কিংবা তারও পরে আরও ভেতরে আরও বিপরীতে, তাহলে আজ তার কী অবস্থান হতে পারত? এই প্রশ্ন কিছুতেই হতাশার থেকে নয়। সহজাত। লেনিন খুব একটা ভেবে উঠতে পারে না, এই বাক্যটি ওর কাছে অস্ত্র।

লেনিন ছ'টা পুতুল এনেছে। একই ছাঁচের। পুতুল ঠিক নয়। দেহ অবয়ব। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের দুটো করে। এক্স ওয়ান, এক্স টু, এক্স থ্রি। একইভাবে ওয়াই ওয়ান, ওয়াই টু, ওয়াই থ্রি। এক্স ও ওয়াইয়ের জন্য দুটো আলাদা ইউনিফর্ম সেট বরাদ্দ। লেনিন মনে করে এরা জীবন্ত। এদের সঙ্গে সূক্ষ্মতম অনুভূতি শেয়ার করে। পুট করে নিজেকে। এরপর গ্রাফ কাগজের ওয়ালপেপার ফাঁকা একটা ঘরের মেঝেতে সেঁটে দেয়। অক্ষ বরাবর হাঁটে পুতুল বা পুতুলের মতো চরিত্রগুলো।

সম্ভাবনার সূত্র মেনে অতীতের ঘটনার পুনর্নির্মাণ হয়, ভবিষ্যতের ঘটনার পূর্বাভাস জানে এআইয়ে। আজকের টাইমফ্রেমকে কি ধ্রুবক বলে ভাবে! এটা নিশ্চিত, রোবো বলে ভাবে না, কারণ পুতুলগুলোর দেহ, মূলত মাথা যেন লেনিনের রেপ্লিকা। ছেলেবেলার ল্যাংটো ছবির মতো, ইনসেটের মাথার মতো, দিব্যি এক। ছবির ম্যাজিক লেনিন ওর ডেরায় সত্যিই স্পর্শ করতে পারছে। এতদিনের শ্রমে যে ভাষা গড়ে উঠেছে, তাতে চৌম্বকক্ষেত্রের টান প্রকট হচ্ছে। শুধু কি মেঝে বরাবর! উত্তর, দক্ষিণ মেরু। পজিটিভ, নেগেটিভ বিন্দু। লাল, সবুজ তার। টু পয়েন্ট ও এমএম। প্লাগইন হতেই পিইইই... দীর্ঘ শব্দ। অনন্তের দিকে।

আমের মালদা

নয়ের পাতার পর

কোতুয়ালির আসগর মিয়াঁ মানেন, এমন তাড়াহুড়োয় ক্ষতি বই লাভ বিশেষ হয় না। 'নিজের খেয়ালে ফলতে থাকা মালদার আমকে আমরা ওর প্রাপ্য আরামটুকু দিইনি, একবারে হাঁসের পেট চিরে সব সোনার ডিম পেতে চেয়েছি, তাঁর ফল যা হবার তাই হচ্ছে!' ভিনজেলায় মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এমনকি চেন্নাইয়ের আমের পাশেও কেমন দুয়োরানি হয়েই থাকছে মালদার হিমসাগর ফজলি, ল্যাংড়া। অন্তত দেখনদারিতে তো বটেই।

বিমল বুড়োর আফসোস ছিল, আজকের ছেলেপেলে আর আম খেতেই চায় না। তাদের নাকি পেটে সহ্য হয় না, সহ্য হলেও নাকি ঘুম পায় শুধু। আর কী সব ডায়েট মায়েট বলে, এসব শব্দ জন্মেও শোনেনি বুড়ো। কিন্তু ওর চোখের সামনেই যে জেলার আমবাগানগুলো একে একে সাফ হয়ে যাচ্ছে, তা কীভাবে উপেক্ষা করবে বুড়ো? একদিকে গবেষণা, রপ্তানির ঢক্কানিনাদ অন্যদিকে নীরবে পুরোনো বাগানের জায়গায় তৈরি হচ্ছে প্লট- এই বৈপরীত্য নিয়েই এক অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি দিচ্ছে আমের জেলা। সেইদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন বাইরের মানুষের প্রশ্নগুলো পালটে যাবে, 'তোমাদের আমবাগান ছিল? তোমরা অনেক আম খেতে, তাই না...?'

ছবি : সূত্রধর

উঠোন ভর্তি

নয়ের পাতার পর

উপায় একটাই। কলকাতার ফলওয়ালাকে নিজের বাগানের ছবি দেখিয়ে কিলোয় দশ টাকা যদি কমানো যায়! কিপটের মতন আম খাওয়া আর কী! স্বভাবটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে আমাদের মালদাইয়াদের।

হবে নাই বা কেন? যেখানে আমাদের বাগানগুলোয় কুমারখাঁ ক্ষীরসাপাতি, মিশ্রীভোগ, রাখালভোগ, জলমরই, সুকুল, লক্ষ্মণভোগ, ফুনিয়া, দশেরি, আম্রপালি, মল্লিকা, কালুয়াদাগি, ফজলি আমের চাষ হয়। আর খাবার লোক পাওয়া যায় না, সেখানে ১০০-১৫০ টাকা কিলো দামের আম কিনে খাব? পাগল? তাই কোনও ফাঁক পেলেই পালিয়ে যাই আমার গ্রামের বাড়ি। শুধু আম খাব বলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখিয়ে দেখিয়ে খাই, তখন যতই লোভ দিক 'ফ্রেন্ডস'রা, বা যতই বলুক যে আমার পেট খারাপ হবে, আমার পেট আমি বুঝে নেব! গোটা আম ঘন ক্ষীরে ডুবিয়ে খাব! আমের সঙ্গে নো কম্প্রোমাইজ, ব্যাস!

দারা থেকে গালিব

নয়ের পাতার পর

তার সমর্থন মেলে ইতালীয় পর্যটক নিকোলাও মানুচ্চির মন্তব্যেও, 'সর্বশ্রেষ্ঠ আমের ফলন গোয়ায়। আমি এমন সব আম খেয়েছি যা স্বাদে-গন্ধে পিচ, প্লাম, নাশপাতি বা আপেলের মতো বৈচিত্র্যময়। প্রাণভরে যতই খাও, পেট খারাপ হবার ভয় নেই।' আকবরের মতো তাঁর পৌত্র শাজাহানও ছিলেন গভীর আম-প্রেমী। কোঙ্কণ প্রদেশ থেকে দিল্লিতে আমের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভারতে আমের চাষ চার থেকে ছ'হাজার বছরের পুরোনো। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ ও পুরাণে আম, রসাল বা সহকারের যেমন প্রচুর উল্লেখ রয়েছে, তেমনই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কিংবা 'ঋতুসংহার' কাব্যে বসন্ত সমাগমে আম্র-মুকুলের বিবরণও মনোমুগ্ধকর।

এই বাংলায় আমের সুখ্যাতির মূলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করার পরে গড়ে উঠেছিল নবাবের আম বাগান। ফলনের সময় মহার্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রজাতির আম গাছের পাহারায় মোতায়েন করা হত সশস্ত্র রক্ষী। পরবর্তীকালে লন্ডনের রয়্যাল হর্টিকালচার সোসাইটি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে নিজামত গার্ডেনসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন প্রবোধচন্দ্র দে। ১৮৯৭ সালে তাঁর লেখা 'A Treatise on Mango' বইয়ে বিভিন্ন ধরনের আমের বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

হাজারদুয়ারি প্রাসাদ ও মুবারক মঞ্জিলের প্রতিষ্ঠাতা নবাব হুমায়ুন জাঁর বিশেষ প্রিয় আম ছিল 'নাজিম-পসন্দ'। নবাব দরবারে আম প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর সেরার শিরোপা জুটত। নবাব ভালোবাসতেন এই আম দিয়ে তৈরি দারুণ পোলাও খেতে। তারও বহু আগে দিল্লির দরবারে সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাজাহানের বাবুর্চিরা 'আম কা মিঠা পুলাও' প্রথম উদ্ভাবন করে প্রচুর ইনাম পেয়েছিলেন।

মানুচ্চির বিবরণে নানা স্বাদ-গন্ধের আমের কথা রয়েছে। সেই রকম সব চমকপ্রদ আমের হদিস মেলে মুর্শিদাবাদের নবাবের বাগানে। লাল আর গোলাপি আভা মেশানো অপূর্ব রঙের আম চিনি শক্কর। খোসা ছাড়ালে ভেতরের শাঁস গোলাপি। আঁশবিহীন রসাল আমে যেন চন্দনের সৌরভ। আবার মোচার আকৃতির আপেল-রঙা, পাতলা আঁটির গুল শুকরি ছিল গোলাপ-গন্ধি। আজিমগঞ্জে বিরল প্রজাতির আম হত চরকি চম্পা। আঁশ থাকলেও প্রচুর রস আর তাতে অবিকল চাঁপা ফুলের সুবাস। মুর্শিদাবাদের ইচ্ছাগঞ্জে শীতলাবিবির বাগানে ছিল দারুণ একরকম আম বিড়া। পরে সেই বাগান নবাব খাকর মির্জা বাহাদুর ওরফে বুধুন সাহেবের হেপাজতে চলে আসে। সেই একশো আমের দাম ছিল তখনকার দিনে ১৬ টাকা। এছাড়া ছিল ক্ষীরসাপাতি, চুসনি, নাজুক-বদন, মিছরিখণ্ড, সিন্দুরিয়া, টিয়াকাটা, তোতামুখী, হালুয়া দুলদুল, বাদশাপসন্দ, রানিপসন্দ, বেগমপসন্দ, মালিপসন্দ সহ আরও কত আম। একেকটি আমের একেকরকম বৈশিষ্ট্য, তার নামের পিছনে কত কাহিনী। খরমুজা আমে মিলত ফুটির গন্ধ আর দাম ছিল পাঁচ টাকা শ'। কালাপাহাড় তো বিখ্যাত আম। মির্জাপসন্দ আম থেকে তার উৎপত্তি। গাছের পাতা সরু ও চকচকে, বোঁটা কালচে, পাকলেও রং ধরে না। প্রায় ৫০০ গ্রাম ওজন। খুব পাতলা খোসা। দারুণ মিষ্টি। আর মুর্শিদাবাদের গৌরব কোহিতুর। মেজ যুবরাজ নবাব হোসেন আলি মির্জা বাহাদুরের বাগানের সেই আম নিয়ে এক গল্প আছে। একবার ইউনানি চিকিৎসক হাকিম আগা মহম্মদ যুবরাজের কাছে কিছু সেরা আম উপহার পাঠিয়েছিলেন। যুবরাজ ছিলেন মুর্শিদাবাদের প্রথম 'ম্যাংগো টেস্টার' -- আম চাখিয়ে। তিনি সব খাওয়ার পর একটি আম তাঁর সবচেয়ে বেশি পছন্দ হল। সেই গাছের জন্যে তিনি ওই আমলে বকশিশ দিয়েছিলেন দুই হাজার টাকা।

তবে আম নিয়ে শেষকথা বলে গেছেন মির্জা গালিব- 'আমো মে বাস দো খুবিয়া হোনি চাহিয়ে, এক মিঠে হো অউর বহুত সারে হো'। আম যেন খুব মিষ্টি হয় আর যেন প্রচুর পাওয়া যায়। এই মরশুমে আমের আকালে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোপালভোগ, দশেরি কিংবা চৌসার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়, ইসলামপুরের সূর্যাপুরি বা আরও বহু প্রজাতির মতো আর কোনও আম যেন লুপ্ত না হয়ে যায়। আম নিয়ে যুগ যুগান্তরের আবেগে যেন ভাটা না পড়ে।

রানি বদল

নয়ের পাতার পর

আর একদল স্বাদ, মিষ্টত্ব এবং রঙের সঙ্গে আপস করে সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণের চেষ্টা করেন। তাঁরা খোঁজেন গুটি, ফজলি, অশ্বিনা, মোহনভোগ, তোতাপুরি, কোহিতুর, ক্ষীরসাপাতির মতো কিছু প্রচলিত এবং অপ্রচলিত আম। কিন্তু খুঁজলেই বা মিলবে কোথায়? এগুলোর বাণিজ্যিক উদ্যোগ বড়ই কম। তাছাড়া এসব আম চেনেনই বা ক'জন?

শেষ করি রানিপসন্দ দিয়ে। সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কাকিমার দেওর মুর্শিদাবাদে থিতু হয়েছিলেন। একবার রায়গঞ্জে এসেছিলেন দুটো রানিপসন্দ আম নিয়ে। সঙ্গে একটা বাঁশের তৈরি কাটারি। আম কাটার জন্য। বললেন, ধাতুর ছুরি দিয়ে আম কাটলে তার টেস্ট নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য মুর্শিদাবাদের নবাবদের আম কেটে দেবার জন্য বিশেষ লোক ছিল। তাঁরা আম কাটতেন বাঁশের কাটারি দিয়ে। সেই বিশেষ আম প্লেটের ওপর কলাপাতা রেখে বাঁশের কাটারি দিয়ে কাটা হয়েছিল। দু'পিস আম খেয়ে সেদিন রাতেই স্বপ্ন দেখেছিলাম, মুর্শিদাবাদের দুই বেগম উত্তর দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে যেতেই বেগমরা চেহারা বদলে হয়ে গেলেন রানু-ঝুনু। বুঝলাম ওই আমের স্বাদে রানি বদল হয়।

ছবি : মাজিদুর সরদার

অলীক পাখি

বিপুল দাস
আঁকা : অভি

পর্ব -৯

চোদ্দো

তপনদা, আপনি আমাকে জব্দ করার জন্য আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ফাইনাল করে এসেছেন। আমার কথা জানলে হয়তো প্রথমেই আপনারা বিয়ে ক্যানসেল করে দিতেন। আমার অসুবিধে আছে। প্লিজ, আমাকে মাফ করুন তপনদা। শাঁখাসিঁদুর, নতুন শাড়ি, বিয়ের সানাই– এসব আমার জন্য নয় দাদা। জেনেশুনে আপনাদের ঠকাতে পারব না। ভীষণ আন-এথিক্যাল ব্যাপার হয়ে যাবে। সিদ্ধার্থ, আপনার ভাই, তাঁর জীবন নষ্ট করার কোনও অধিকার আমার নেই। শুধু আপনার ভাই নয়, আপনাদের পরিবারও ঠকে যাবে।'

"দেখো মঞ্জু, সেটা আমাদের ব্যাপার। ঠকলে বুঝব আমাদের কপালে লেখা ছিল। আমরাই মা ভবানীকে চিনতে পারিনি। সেখানে তোমাকে দোষী করব না। তোমার নিজস্ব কোনও আপত্তি থাকতেই পারে। কিন্তু আপাতভাবে তোমাকে কারও অপছন্দ করার কোনও কারণ নেই। তুমি অসম্ভব স্মার্ট, সুন্দরী, লেখাপড়া জানা আধুনিক চিন্তার মেয়ে। তোমাকে বিয়ে করলে কেন আমরা ঠকে যাব– বুঝতে পারছি না।"

ওরা একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছের নীচে বেঞ্চের ওপর বসে ছিল। সাদা শাড়িতে সোনালি ফুল, লাল পাড় শাড়িতে মঞ্জুলাকে দারুণ দেখাচ্ছে আজ। তার প্রতিমার মতো মুখে কপালের মাঝখানে কালো টিপ তৃতীয় চোখের তারা মনে হচ্ছিল। কথা শেষ করে মঞ্জুলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"সেই প্রথম দিন থেকে তুমি শুধু তোমার আপত্তির কথা বলে যাচ্ছ। এখনও কিন্তু আসল কথা বলোনি। নাও, কেসটা ওপেন করো তো। তপোজ্যোতিদা কি কোনও ফাঁড়ার কথা বলেছেন? চল্লিশ বছরের আগে বিয়ে করলে স্বামী বেশিদিন বাঁচবে না, এই ধরনের কিছু।"

"না তপনদা, আমি ওসব মানি না। আমার কোনও সংস্কার নেই।"

"প্রত্যেকটা মানুষের সংস্কার থাকে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, সবার। বলো যে তোমার কোনও কুসংস্কার নেই, তাই না? সংস্কারহীন মানুষ সংসারে পাওয়া মুশকিল।"

"আমাদের বাড়ি থেকে আমার সম্পর্কে সব কথা খুলে বলেনি আপনাদের। নিশ্চয় আমার শরীরের ত্রুটির কথা লুকিয়েই বিয়ের কথা হয়েছে। আমি সেটা চাই না।"

ভুরু কুঁচকে মঞ্জুলার দিকে তাকাল তপন। এরকম সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসেনি। বাইরে সর্বাঙ্গসুন্দর একটি মেয়ের শরীরের ভেতরের কথা বাইরে থেকে অনাত্মীয় একজন পুরুষের জানার কথা নয়। মঞ্জুলার মতো মেয়ে চিরকাল কুমারী থেকে যাবে – কী আশ্চর্য ব্যাপার!

"কীসের ত্রুটির কথা বলছ? নিশ্চয় সেটা খুলে বলবে বলেই আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছ। বলো।"

"হ্যাঁ, শুনুন, আপনার কাছে বলতে আমার সংকোচ নেই, ব্যাপারটা মেয়েলি অসুখ সংক্রান্ত। প্রথমে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। হঠাৎ মেনেস্ট্রুয়াল ব্লিডিং অস্বাভাবিক হতে শুরু করল। তলপেটে অসম্ভব ব্যথা। খুব ঘনঘন ইউরিন হতে শুরু করল। তখনও বুঝিনি সিরিয়াস কিছু। শেষে তলপেটের ব্যথা কিছুতেই যখন আর কমছে না, গাইনি দেখালাম। আল্ট্রাসাউন্ড করে ছবি দেখে বললেন ইউটেরাসে টিউমার। বেশ বড় সাইজ হয়ে গেছে। ল্যাপারোস্কোপি চলবে না, ওপেন সার্জারি করতে হবে। তখনও আমি বুঝিনি, ভেবেছি সাধারণ কোনও ছোট্ট অপারেশনে সব ঠিক হয়ে যাবে। বাট, দ্যাট ওয়জ ইউটেরাইন ফাইব্রয়েডস। টু বি অপারেটেড। আমার শরীরের ভেতরে তিলে তিলে আমার নিয়তি বেড়ে উঠছিল।"

"হুঁ, এখন তো শুনেছি এসব কোনও সমস্যাই নয়। কোর্টের মোক্তার সাধন শিকদারের স্ত্রীর শুনেছি এরকম ছিল। অপারেশন করে এখন দিব্যি ভালো আছে। আর, নিশ্চয় ক্ষতিকারক কিছু নয়।"

"না, ক্ষতিকারক নয়, বিনাইন ছিল। আমার ফাইব্রোসিস একটু অন্যরকম ছিল। প্রায় টোটাল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমটাই বাদ দিতে হয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছেন?"

"মানে, টোটাল কী বাদ?"

"উফ, আপনি একটা হাঁদা। পুরো হাঁদাগঙ্গারাম। আবার নাকি নামকরা মুহুরি। মুহুরি না আমার কচু। রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম মানে বাংলায় জননতন্ত্র। সেটাও কি খুলে বলতে হবে? মরণ!"

হাসতে পারল না তপন। কে জানে কোন কথায় কার মরণ হয়। মঞ্জুলার শরীরে কোনও জননতন্ত্র নেই। এই মেয়েটা কোনও দিন গর্ভে সন্তানধারণ করতে পারবে না। মা হতে পারবে না কোনও দিন। তাই নিজের বিয়ের সম্বন্ধ নিজেই ভাংচি দিয়ে ভেঙে দেয়। এর আগেও নিশ্চয় অনেক সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে। আর কতদিন, কতবার মঞ্জুলাকে মিথ্যে বলে সম্বন্ধ নষ্ট করে দিতে হবে।

কে জানত কখনো-কখনো 'মরণ' উচ্চারণে এত লীলা থাকে। সুধীন দত্ত পড়া থাকলে তপন বলতে পারত– 'একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে, থামিল কালের চিরচঞ্চলগতি'।

" মঞ্জু, সরি।"

তপনের বুকের ভেতরে অজস্র কথা কলকল করছিল। কথার বুদবুদ ঘাই মারছিল। সে সব কথা তপন মঞ্জুকে কোনও দিন বলতে পারবে না। ছোট ভাই সিধুর কথা কেন যে এখন বারে বারে মনে পড়ছে। না, সিধুর সঙ্গে মঞ্জুলার বিয়ে সে দিতে পারবে না। তাদের পরিবারে মঞ্জুলা কোনও সন্তান দিতে পারবে না।

"তুমি কেন সরি বলবে তপনদা। তোমার দুঃখিত হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। আমার ত্রুটি আমি মেনে নিয়েছি। কিছু করার ছিল না। বুঝতেই পারছ, বাবা-মা ভাবছে আমার জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল। এই মেয়ে চিরকাল তাঁদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকবে। দোকানদার যেমন কাস্টমারকে নষ্ট জিনিস কায়দা করে গছিয়ে দেয়, ওরাও সেটাই করতে চেয়েছে। আমি তো বাজারের নষ্ট হয়ে যাওয়া, পচে যাওয়া আলুপেঁয়াজ নই, আমি কেন ওভাবে নিজের খুঁত লুকিয়ে বাজারে বিকোব। কোনওমতে কারও ঘাড়ে গছিয়ে দিতে পারলে তারা দায়মুক্ত হবে। আমি কেন এইভাবে লোক ঠকাব। আমি জানি আমার শরীরের ত্রুটির কথা। জেনেশুনে আমি কোনও পরিবারের ক্ষতি করতে পারব না।"

মঞ্জুলার কথাগুলো তপনের কানের ভেতর দিয়ে ঢুকছিল ঠিকই, কিন্তু মাথায় কোনও অর্থ তৈরি করছিল না। এমনকি চারপাশের গাছপালা, লতাকুঞ্জ, ফুটে থাকা ফুল– কিছুই সে দেখছিল না। মঞ্জুলার তাকে 'তুমি' সম্বোধন একটা ঘোর তৈরি করেছিল। এই ঘোর ক্রমশ একটা মোহমায়ায় তাকে বন্দি করে নিচ্ছিল। মায়া একটা গল্প তৈরি করছিল।

মঞ্জুলাকে তার মনে হয়েছিল খুব র‍্যাশনাল, ধর্মবিষয়ে উদাসীন, ভীষণ যুক্তিবাদী মেয়ে। অসম্ভব তুখোড় বাস্তববাদী। অথচ এখন মনে হচ্ছে এই তপোজ্যোতি রায় নামের গুরুদেব টাইপের লোকটার খপ্পরে পড়েছে। আসলে যখন দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো আর কোনও পথ থাকে না, মানুষ তখন দৈবের ওপর বিশ্বাস করতে শুরু করে। শেষ আশ্রয় হয় ঈশ্বর। অনেক বড় বড় নাস্তিককে তপন দেখেছে, শেষে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনও পথ না পেয়ে দৈবের ওপর ভরসা করেছে।

আসলে বিশ্বাসের খুঁটি দিয়ে তৈরি একটা চারচালার নীচে মানুষের বেঁচে থাকা। কিন্তু সংসারে বন্যা খরা মহামারি মড়ক ভূমিকম্পে যখন সেই চারচালা নড়ে ওঠে, অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে, মানুষ তখন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার মরিয়া চেষ্টায় কখনও একটা পাথরের কাছে, কখনও কোনও বৃক্ষের কাছে, কখনও বিশ্বস্ত কোনও মানুষের কাছে প্রার্থনা জানায়। দৈবশক্তির কাছে পরিত্রাণ চায় বিপদ থেকে। নইলে মঞ্জুলার মতো তুখোড় স্মার্ট মেয়ে, তপনের হাতের পাথর বসানো আংটি নিয়ে যার বিদ্রুপ করতে বাধেনি, তপনকে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে ঠাট্টা করেছে যথেচ্ছ, ইচ্ছে করেই আঘাত করেছে– সেই মেয়ের ভেতরের কান্না স্পষ্ট শুনতে পেল তপন। নিষ্ফল বৃক্ষের কান্না।

তপন সামন্তর বুকের ভেতরে দু'রকম ঘূর্ণি পাক খাচ্ছিল। একটা স্রোতের ভেতর থেকে কথা উঠে আসছিল– "খুব তো বড় বড় কথা বলেছিলে, গ্রহনক্ষত্রের গুষ্টির তুষ্টি করেছিলে, এখন? এখন নিয়তির কথা বলছ?" আবার অন্য একটা স্বর শুনতে পাচ্ছিল –"না মঞ্জু, কিছুই ফুরোয়নি। কিছুই ফুরোয় না। ঈশ্বরের এই দুনিয়ায় সব ঘুরেফিরে আসে। আমরা বুঝতে পারি না, মন্দ কখন ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। সূর্যের আলোই চাঁদের আলো হয়ে ফিরে আসে। ফুল ঝরে যায়, কিন্তু তার পরাগ ঠিক সময়েই প্রজাপতির ডানায়, বাতাসে ভেসে কোথাও ঠিক পরাগমিলন ঘটায়। পৃথিবীতে সেই ফুলের বেঁচে থাকা, তার বংশের টিকে থাকা নিশ্চিত করে।"

কিন্তু কিছুতেই আর একটা গোপন কথা সে স্বীকার করছিল না। তৃতীয় একটি স্রোত আড়ালে বয়ে যায়। ভয় পেয়ো না মঞ্জু, আমি আছি তো। উপকূলবরাবর এই ভালোবাসার কথা চিরকাল বাতিঘরের আলো হয়ে জ্বলে। বারদরিয়ার নাবিক দেখতে পায় ভালোবাসার আলো। ঠিক চিনে নেয় সমুদ্রকিনারা। দিক হারিয়ে অকূলে হারিয়ে যাওয়ার ভয় কেটে যায়। কিন্তু কখনও সমস্তজীবন চলে গেলেও এই কথাটুকু বলা হয়ে ওঠে না। আলো একা জ্বলে, অথই সমুদ্রে দিক হারিয়ে নাবিক তার নৌকো বাইতে থাকে, বাইতে থাকে। কত কাল, কত যুগ ধরে। একবার, যদি একবার মাল্লা হেঁকে উঠত– দেখেছি, তোমার আলো আমি দেখতে পেয়েছি, দাঁড়াও, আমি আসছিইই– তবে কত না-পাওয়ার কষ্ট মুছে গিয়ে ভালোবাসার কাঙাল মানুষ প্রিয়মিলনের কামনা নিয়ে বাতিঘরের কাছে পৌঁছে যেত।

"না মঞ্জু, কিছুই ফুরোয় না। ওই দ্যাখো একটা পাখি বসে আছে আমাদের ডানদিকের গাছে। ওই যে, বেঁকে যাওয়া ডালের মাঝে। কালোমাথা বেনেবৌ পাখি। ওর শরীর হলুদ, আর মাথা কেন কালো, তোমাকে একদিন সে গল্প শোনাব। অবশ্য আবার যদি আমাদের কখনও দেখা হয়। তুমিও ফুরিয়ে যাওনি। তোমার দোষে তো কিছু ঘটেনি মঞ্জু। এরকম তো অনেক হয়। তুমি তো ইচ্ছে করলেই আমাদের বাড়ির বৌ হয়ে যেতে পারতে। তোমার সততা তোমাকে মিথ্যে সুখের দিকে যেতে দেয়নি। তুমি আসলে খুব লক্ষ্মী মেয়ে মঞ্জুলা। খুব ভালো মেয়ে তুমি।"

ছোট বোন লিলি আর সিধুর লেখাপড়া, বাবার চিকিৎসা– এসব দায় সামলাতে বেলা বয়ে গেছে। স্বার্থপর হতে পারেনি তপন। সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। বাবা-মা, ভাইবোন– কেউ কখনও উচ্চারণ করেনি তপনের নিজস্ব একটি সংসারের কথা। ছেলে কিংবা দাদা যদি আলাদা হয়ে যায়।

"না তপনদা, আমাকে মিথ্যে লোভ দেখিও না। সংসারের সুখ আমার জন্য নয়। আমি নিষ্ফলা বৃক্ষের দলে। আমার জীবন আমি আমার মতো করেই কাটিয়ে দেব। তুমি কেন ভাবছ আমার কথা। জানো, একরকম গাছ আছে, জঙ্গলে আগুন ধরে গেলে ওরা দ্রুত ওদের বীজ মাটিতে ঝরিয়ে দেয়। পুড়ে শেষ হয়ে গেলেও ওই বীজের ভেতরে সে-ই থেকে যায়। আবার কোনও দিন অনুকূল পরিবেশ পেলে বেঁচে ওঠে। আমি কিন্তু একাই পুড়ে যাব তপনদা।"

কে জানে কী হল তপনের। মুহূর্তে বেহিসেবি হয়ে গেল হিসেবি মুহুরি তপন সামন্ত। ষড়যন্ত্রকারীর মতো ঠিক তখন হলুদ পাখিটা ডেকে উঠল। টি টু টি উ। পাশে বসা মঞ্জুলার বাঁহাতের ওপর তার হাত রাখল তপন। আবার ডাকল পাখিটা। ভারী অদ্ভুত চোখে তপনের চোখের দিকে তাকাল মঞ্জুলা। তপন দেখল শ্রাবণের কালো মেঘ ঘনিয়ে আছে মঞ্জুলার দুই চোখে। এখনই শ্রাবণধারায় ভেসে যাবে সব। তবু সেই মেঘতিমিরের আড়ালে থাকা সূর্য থেকে খুব লাজুক ভঙ্গিতে যেন উঁকি দিতে চাইছে একবিন্দু আলো। সামান্য কৌতুকচ্ছটা রয়েছে আলোকবিন্দুতে। সরাসরি নয়, আড়াল থেকে বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়ছে মেঘের প্রান্তজুড়ে।

আস্তে হাত সরিয়ে নিল মঞ্জুলা। তপন তাকাল তার সজল চোখের দিকে। টের পেল বুকের ভেতরে কিছু গলে পড়ছে তার।

পনেরো

"মঞ্জু, তোমাকে ছুঁয়েছি বলে রাগ করলে?"

"না তো, রাগ করব কেন। আমি তো এখনও অস্পৃশ্য হয়ে যাইনি যে, ছুঁলে তোমার জাত যাবে। বা, তুমি ছুঁলে আমার জাত যাবে।"

"মঞ্জু, আমাকে 'তুমি' করেই ডেকো।"

মৃদু হাসল মঞ্জুলা। তার চোখের গলুইয়ে এখন আর জলরেখা নেই। আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু যেন একটু মায়া লেগে আছে।

"কী আসে যায় কী বলে ডাকলাম। আমাদের কি আবার কখনও দেখা হবে? দেখা হলেও মনে পড়বে না একদিন কী বলে ডেকেছিলাম। 'আপনি' না 'তুমি'।"

"কেন মঞ্জু, তোমাকে তো বেনেবৌ পাখির গল্প শোনানো বাকি রয়ে গেল আমার। শুনবে না?"

"তপনদা, সব কথা বলে ফেলো না। কিছু রেখে দাও তোমার কাছে। কত কথা ঠিক সময়ে বলা হয়ে ওঠে না, সেগুলো কোথায় যে হারিয়ে যায়। সামান্য অভিমানে দুটো মানুষ চিরদিনের জন্য দূরে সরে যায়। অথচ একবার যদি একজন সব অভিমান ভুলে বলত 'রাগ কোরো না, সরি, আই লাভ ইউ' – তবে আবার ভালোবাসা বেঁচে উঠত। কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"বলো, কী জানতে চাও।"

"ছোট ভাইয়ের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছ, আমার না হয় প্রবলেম আছে, তোমার কীসের সমস্যা? দিব্যি তো বিয়ের বয়স রয়েছে এখনও, বলো তো একটা ভালো মেয়ে খুঁজে দিচ্ছি। দু'ভাই একসঙ্গে সানাই বাজিয়ে, টোপর পরে ঘরে বৌ নিয়ে এসো।"

"তোমার মতো মেয়ে পাইনি বলে" – একথা বলার জন্য তার বুকের ভেতরে একটা হলুদ পাখি ডানা ছটফট করছিল। বলতে পারল না। বরং অন্য কথা বেরিয়ে এল।

"আসলে ওই, মানে, ভাইবোনদের বড় করতে করতে কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেল ...।"

"আশ্চর্য! তোমার কথা বাড়ির কেউ ভাবল না?"

চুপ করে রইল তপন। সত্যিই তার কথা সংসারের কেউ ভাবেনি। বাবার আয় কোনও কালেই তেমন কিছু ছিল না। মাঝেরডাঙার হাটে আনাজের দোকান। দুই মেয়ে, দুই ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে টেনেটুনে সংসার চালিয়েছেন। তার ভেতরে কোনও রকমে তপন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিল। তারপর বাবা বলে দিলেন তিনি একা আর টানতে পারছেন না। এবার তপন যেন রোজগারের চেষ্টা করে। এই রেজাল্টে চাকরি হবে না, তপন ভালোই জানত। আর, সরকারি চাকরির যা রেট শুনতে পায়, তার পক্ষে অসম্ভব। তাদের সবজি দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার কালোমোক্তারকে বাবা কোর্টে তার মুহুরিগিরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিছুদিনের ভেতরেই কাজেকর্মে দড় হয়ে উঠেছিল তপন। টের পেয়েছিল হিসেব করে চললে আর কিছুদিনের ভেতরেই তার রোজগার সরকারি চাকরির মাইনের চেয়ে অনেক বেশি হবে। বড় বোন শিউলির বিয়েতে তেমন কিছু খরচ হয়নি। ওরা পালিয়ে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এখন শিউলি আর ভুজঙ্গ মিলে শুষে নিচ্ছে। ছোট বোন লিলি আর সিধুর লেখাপড়া, বাবার চিকিৎসা– এসব দায় সামলাতে বেলা বয়ে গেছে। স্বার্থপর হতে পারেনি তপন। সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। বাবা-মা, ভাইবোন– কেউ কখনও উচ্চারণ করেনি তপনের নিজস্ব একটি সংসারের কথা। ছেলে কিংবা দাদা যদি আলাদা হয়ে যায়। যে যার নিজের অস্তিত্বের কথা ভেবেছে। তপন তাদের পারের কান্ডারি। আস্তে আস্তে তপন এক মহান উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। দেবতার আসনে প্রায়। সেখান থেকে ধুলোমাটির পৃথিবীতে নেমে এসে বিয়ে, সংসার, সন্তান– এসব অবিশ্বাস্য হয়ে যায়। অবাস্তব কথা। বিগ্রহের আবার বিয়ে কীসের। ওসব সাধারণ মানুষদের জন্য।

"শুনলে তো আমার সব কথা। এখন বুঝতেই পারছ, আমার পক্ষে তোমার ভাইকে বিয়ে করা, কারও ভাইকেই বিয়ে আমি করতে পারব না। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি তখন, বিশ্বাস করো, নিরুপায় হয়ে রাফ হয়ে কথা বলেছি। বুঝতে পেরেছিলাম, আমার ওপর শোধ নেবে বলেই বিয়ে ফাইনাল করেছিলে। তোমাদের তো সব শোধ নেবার জায়গা একটাই। শরীরে মনে মেয়েদের ধুলোয় মিশিয়ে দাও। তবে পুরুষের শান্তি।"

"আচ্ছা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন, তুমি যদি প্রথমেই বলে দিতে কেন তোমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়, তবে কি আমি জবরদস্তি করতাম?"

"না, ঠিক তোমার ওপর রাগ করে আমি একথা বলছি না। হঠাৎই বেরিয়ে এল। তুমি কিছু মনে কোরো না। তপনদা, চলো উঠি। আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। হয়তো আমরা দুজনই একদিন দুজনকে ভুলে যাব। ভাইকে একটা সুন্দরী, নিখুঁত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিও। চলো, একবার তপোদার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

না মঞ্জু, তোমাকে ভুলব না। সব মনে থাকবে আমার। তোমার রেগে যাওয়া মুখ, তোমার ঠোঁট টিপে হাসা, তোমার ভেজা-ভেজা চোখ, আর ওই হলুদ পাখির ডাক। মঞ্জু, ওই ডাক মানুষ বোধহয় জীবনে একবারই শোনে। নানারকম সাংসারিক শব্দে অনেকে কোনও দিন সেই ডাক শুনতে পায় না। আর যে শোনে, তার বড় কষ্ট মঞ্জু। ওসব মেয়েরা বোঝে না। পৃথিবীর সবাই মেয়েদের অভিমানের কথা বলে, পুরুষের অভিমানের কথা কেউ বলে না। পুরুষদের বলতে নেই। বুকের গভীরে চিরকাল বলতে না পারা বিন্দু বিন্দু কথা নিয়ে নদী বয়ে যায়।

(চলবে)

এডুকেশন ক্যাম্পাস

দেবরাজ দাস, তৃতীয় শ্রেণি, জলপাইগুড়ি।

জয়দ্রথ ভৌমিক, অষ্টম শ্রেণি, কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর।

সুতপা বর্মন, পঞ্চম শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

আলেখ্য সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণি, গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়।

জীবনদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন জীবনদেবতা। আনন্দ, ভালোবাসা, হাসি, কান্না, দুঃখ, ত্যাগ-ভোগ, বৈরাগ্য- সব অনুভূতির আশ্রয়স্থল হল আমাদের দেবারাধনা। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তা বিবিধ রূপে, বিভিন্ন আঙ্গিকে ধরা দেয়। কিন্তু কবে থেকে শুরু হল দেবার্চনা? প্রকৃতি থেকে মন্দির, মন্দির হতে গৃহ। সবস্থানেই একসুর, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।' শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও অন্য সব ধারাপথের বহু পুরোনো গৃহদেবতার খোঁজে শুরু হয়েছে 'দেবাঙ্গনে দেবার্চনা'।

আজ নীলফামারির কণ্ঠ নিয়োগী পরিবারের রাধাগোবিন্দ ও রাধামাধবের আরাধনা। যা এখন বেলাকোবায়।

মিলিটারি পাহারায় ঠাকুর

পূর্বা সেনগুপ্ত

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ থেকে বহু পরিবারই ভারত ভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কণ্ঠ নিয়োগী পরিবার। পরিবারের মূল শিকরটি ছিল ময়মনসিংহের গালা গ্রামে। কিন্তু বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের নীলফামারির ইটখোলায় তাঁদের জমিদারি ছিল। ইটখোলা অঞ্চল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির কাছাকাছি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় এক মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে উত্তরবঙ্গের বেলেকোবা বা বেলাকোবা নামে একটি ছোট্ট গঞ্জ এলাকায় নতুনভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন।

বেলাকোবার অবস্থান শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ির মধ্যস্থলে। একটি পরিবার কেবল তাদের সদস্য ভিটেমাটি নিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশ করে না, তার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে তাদের ধর্মভাবনা, ধর্মচিন্তা, বিশেষ করে গৃহে পূজিত দেবতা।

দেবতা মানুষকে সৃষ্টি করে, না মানুষ দেবতাকে? সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই যখন সৃষ্টিকর্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন তবে তাঁকে বিশেষ রূপদানের প্রয়োজন আছে কি? অসীম ভাবনা কি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেই? নিশ্চয়ই তা রয়েছে। কিন্তু সেই অসীমের কুল আমরা পাই না যে। আমরা তাঁকে জড়িয়ে ধরতে পারি না। নিজের ভালোমন্দে মেশা অনুভূতিগুলো দিয়ে আপন করে জড়িয়ে ধরতে না পারলে মন শান্ত হয় না। তাই অনন্তকে শান্ত হতে হয়। বিরাটকে হতে হয় মন্দিরে আবদ্ধ দেবতা। তাতেও ভক্তি যেন পুষ্ট হয় না। গৃহের কোণে নিজের রঙে রাঙিয়ে নিয়ে তাঁকে গৃহদেবতার আসনে বসাই। ইনি আমাদের গতির্ভর্তা, নিবাস, স্বজন, সুহৃদ। কখনও তা দেবীরূপে, কখনও নানা দেবতার রূপ ধারণ করে আমাদের নিত্যকার জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠেন।

বাংলাদেশে থাকতেই ১৮২৭ সালে এই নিয়োগী পরিবারের এক সদস্য, শ্রীকণ্ঠ নিয়োগী ও তাঁর স্ত্রী সুরজমণি দেবী গৃহে শ্রীশ্রী গোবিন্দজিউ-এর প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে পুজো করতে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই নিয়োগী পরিবার কিন্তু ছিলেন মূলত শাক্তভাবাপন্ন। শ্রীকণ্ঠ নিয়োগীর পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ নিয়োগী ১৭৪৭ সাল থেকে গৃহে নিয়মিত শরৎকালীন দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন। কিন্তু প্রায় আড়াইশো বছর পর ১৯৯৭ সালে পরিবারের সদস্যগণ এই দুর্গাপুজো একেবারে বন্ধ করে দেন। এর মূল কারণ ছিল জনবলের অভাব। দেশভাগ পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছে। পরিবারের সদস্যগণ আর একত্র বসবাস করে কোনও উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতে অক্ষম। তাই দুর্গাপুজো বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। সেই সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ নিয়োগীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী গোবিন্দজিউ আর গৃহে পূজিত হন না। গৃহই নেই তো গৃহদেবতা। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে তো আর বিসর্জন দেওয়া যায় না। তাই পরিবারের সকলে মিলে জলপাইগুড়ির বিখ্যাত লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ করা হয় ২০০১ সালে। পরিবারের সদস্যগণ এই মন্দিরে নিয়মিত গোবিন্দজিউ-এর সেবার জন্য অর্থ পাঠান। গৃহদেবতা পরিণত হন মন্দিরবিগ্রহে। গৃহের সম্পত্তি এখন সকলের আরাধ্য।

কিন্তু কেন এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা? মনের তাগিদে, প্রাণের টানে। যখন থেকে মানুষের মন মন্দির থেকে অন্তর্মুখী হয়েছে তখনই গৃহকোণে গড়ে উঠেছে দেববিগ্রহ। সারাদিন, প্রতি মুহূর্ত সেই দেবতাকে সঙ্গী করে দিনযাপন। বিশেষ করে মেয়েরা যখন গৃহে বন্দি হয়েছে তখন থেকেই এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। গোবিন্দজিউ-এর সম্বন্ধে সেই পরিবারের এক গৃহবধূ সুচেতা নিয়োগীর হাতে লেখা স্মৃতিকথা আমরা পেয়েছি। সেই স্মৃতিকথা কেবল প্রাচীন নয়, তথ্যনিষ্ঠও বটে। পাঠ করলে আপনাদের মনেও বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হবে। তিনি লিখছেন, 'এইভাবে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের আগমন এ সংসারে ঘটল। আমার শাশুড়িমা যতদিন জীবিত ছিলেন বেশির ভাগ দিন উনিই সেবাপুজো করতেন। মাঝেমধ্যে আমিও করতাম, কী যে আকর্ষণ ছিল জানি না। ঠাকুর সমীপে একবার বসলে আর উঠতে মন চাইত না। নানাভাবে সাজালেও তৃপ্তি হত না। মনে হত আরও সাজাই। আমার বিয়ে ১৯৪৭ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ হয়। তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর। দেশভাগ হয় আমার বিয়ের দু'মাস পর। আমাদের এত বড় সংসারে ভাঙনের ঢেউ লাগল। শ্বশুর মহাশয় এবারও হাল ধরলেন শক্ত হাতে অবিচলভাবে। কিন্তু নৌকা টলটলায়মান। জায়গা জমি, বাড়িঘর সব ত্যাগ করে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে ভারতবর্ষে। কিন্তু নিরাপদে তো এলাম আমরা- যাঁর দয়ায় পরিত্রাণ পেলাম তিনি তো পাকিস্তানে পড়ে রইলেন। বিধর্মী আমাদের গোপীনাথ বিগ্রহ আটকে রাখলেন। আমার শ্বশুর ও অপর তিনভাই ব্যথায়-বেদনায় মুষড়ে পড়লেন। কী হবে আমাদের? এ সংসারের রক্ষাকর্তা যিনি তাঁকে রেখে আমরা চলে এলাম,পালিয়ে এলাম। এই কি আমাদের ভাগ্য? হাঁ ঈশ্বর কী তোমার ইচ্ছা তুমিই জান।'

এর পরের অংশ আরও চমকপ্রদ। সুচেতা নিয়োগী লিখছেন, 'গোপিনাথজিকে আটকে রাখবে তাঁর ভক্তদের কাছ হতে কার সাধ্য। হঠাৎ টেলি এল পাকিস্তান থেকে আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাছে এক্ষুনি নিয়ে যান আপনাদের বিগ্রহ। আমরা নানাপ্রকার ভয়ে উৎকণ্ঠায় আছি। কী যে ঘটল জানি না, পাকিস্তান সরকার অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমার খুড়শ্বশুর মহাশয় বিগ্রহ আনবার জন্য রংপুরের ভারত সীমানায় গেলেন। রংপুরে আমাদের জমিদারি ছিল। ওইখানে মন্দির নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে ঠাকুরকে রাখা হয়েছিল। আমাদের বাড়িকে রংপুরবাসীরা গুপ্তপাড়া ঠাকুরবাড়ি আখ্যা দিয়েছিল। পুরোহিত দ্বারা নিত্য ভোগরাগ চলত। আমরা ব্রাহ্মণ নই। কাজেই পূর্বপুরুষদের নির্দেষে আমরা অন্নভোগ নিবেদনে বঞ্চিত ছিলাম। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া এ কাজ করবার বিধি নেই। যাই হোক মিলিটারি পাহারায় ঠাকুর নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন আমার খুড়শ্বশুর মহাশয়। গ্রামে বর্তমানে যেখানে আমাদের আশ্রয়স্থল বা বাড়িতে (জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা গ্রামে) শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। একজন পুরোহিতও তাঁর সেবায় নিযুক্ত আছেন। বর্তমানে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধারা কেহই প্রায় জীবিত নেই কাজেই সম্পূর্ণ নির্ভর পুরোহিতের উপর। ওর মর্জি অনুযায়ী সেবাপুজো চলছে। জীবিকার জন্য অন্যরা সবাই প্রায় নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছেন। সবার চিন্তা গোপীনাথজির জন্য। কিন্তু করবার কিছু নেই।'

এই কণ্ঠ নিয়োগী পরিবারে কিন্তু একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়েছে। শ্রীশ্রী গোবিন্দজিউ বিরাজিত থাকা সত্ত্বেও আরেক কৃষ্ণ বিগ্রহ এক সন্ন্যাসীর মাধ্যমে এই পরিবারেরই এক অংশে পুজো গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। এই পরিবারের সদস্যদের মতে তাঁরা আদতে শাক্ত পরিবার। কিন্তু এই শাক্ত পরিবারের মধ্যে কৃষ্ণ বিগ্রহের আগমনের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধারার সূচনা সত্যই আশ্চর্যের।

সে প্রায় একশো দশ বছর অতীতের কাহিনী। উত্তরবঙ্গের নীলফামারি এক উল্লেখযোগ্য বেড়াবার জায়গা। যদিও এই অঞ্চল এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই নীলফামারির ইটখোলায় নিয়োগী পরিবারের বাড়ি ছিল, আমরা আগেই বলেছি। সেখানে পরিবারের বংশধর বাণীকণ্ঠ ও তাঁর স্ত্রী সরযুবালার সংসার। একদিন এই দম্পতির যমজ কন্যা- উমা আর বীণা বাড়ির সামনের বাগানে খেলছিলেন। হঠাৎ এক সন্ন্যাসী তাঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দুই বোন উঠে দাঁড়াতেই সন্ন্যাসী তাঁর ঝোলা থেকে দুটি বিগ্রহ বের করে উমা আর বীণাকে দিলেন। আর বললেন, 'তোমাদের মাকে ডেকে দাও।' উমা আর বীণার মনে হল সন্ন্যাসী তাঁদের দুটি খেলার পুতুল দিলেন। তাঁরা আনন্দে ঘরের অভ্যন্তরে সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকা সরযুবালার কাছে উপস্থিত হয়ে সেই বিগ্রহ দেখিয়ে বললেন, 'এক সাধুবাবা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের হাতে এঁদের দিয়ে তোমাকে ডাকতে বললেন।' সরযুবালা সেই বিগ্রহ দেখে ও সন্ন্যাসীর কথা শুনে দ্রুত বাইরে এলেন। সন্ন্যাসী তখনও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। সরযুবালা তাঁকে প্রণাম করে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'বাবা, এই বিগ্রহ হঠাৎ আপনি আমাদের দিলেন কেন?' সাধু উত্তর দিলেন রাধামাধবের যুগল মূর্তির সেবা করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। বয়স হয়েছে, শরীর খারাপ। সেবায় ভুলত্রুটি হচ্ছে! তাই তিনি এই পরিবারকে যুগল মূর্তি সেবা করার দায়িত্ব দিতে চান। সরযুবালা সেই বিগ্রহ গ্রহণ করার আগে বললেন, 'এই দুপুরের সময় একটু অন্ন গ্রহণ করে তবে যাবেন।' দ্বিপ্রহরে অতিথি এলে তখন না খাইয়ে ছাড়া যেত না। সংস্কার ছিল এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। আর ইনি তো সাধু। আবার বিগ্রহ নিয়ে এসেছেন। তাঁদেরও অন্নদান করতে হবে। তাই সাধুকে বসিয়ে সরযুবালা রান্নাঘরে ঢুকে কিছু খাবার নিয়ে বাইরে আসলেন দ্রুত। কিন্তু এসে দেখেন সেই সন্ন্যাসী নেই। চারপাশ ভালো করে খুঁজলেও তিনি সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন না। বিগ্রহাদি দিয়ে তিনি যেন উবে গিয়েছেন। একে বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আরেক বিগ্রহ আছেন, তার উপর কীভাবে এই বিগ্রহের সেবা করবেন তাও অজানা। তবু ভগবান এলে ভক্ত তো উৎফুল্ল হবেনই। সেই থেকে এই রাধামাধবের যুগলবিগ্রহও নিয়োগী পরিবারে পূজিত হতে থাকলেন। দেশ বিভাগের পর কিন্তু এই বিগ্রহকে মন্দিরে দেওয়া হয়নি। পালা করে এ বাড়ি-সে বাড়ি ঘুরে রাধামাধব এখন গুয়াহাটির এক আত্মীয় পরিবারে নিত্যপূজিত গৃহদেবতা। তবে সুচেতা নিয়োগীর লেখা ডায়েরির পৃষ্ঠা ঠিক কোন বিগ্রহকে নিয়ে তা ঠিক স্পষ্ট নয়। হয়তো বা দুটি বিগ্রহকেই তখন আনা হয়েছিল। কিন্তু রংপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে সেই বিগ্রহ অন্য মন্দিরে দান করতে হল কেন এটাও একটা প্রশ্ন। আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় বিগ্রহ, যাঁকে তিনি একবার গোবিন্দ বা গোপীনাথ বলছেন তা আসলে ১১০ বছর আগে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে প্রাপ্ত রাধামাধবের বিগ্রহ। তবে দুটি বিগ্রহই দুই স্থানে এখনও পূজিত হচ্ছেন -এটাই আশার কথা।

আমরা বলছিলাম, প্রকৃতপক্ষে এই পরিবার শাক্ত পরিবার। সত্যই এই পরিবারে দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানের মধ্যে কিন্তু বেশ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। মূল দুর্গার পুজোর সঙ্গে 'বনদুর্গা'ও পূজিত হন। তবে বনদুর্গাকে এই পরিবার 'বুড়িমা'র পুজো নামে চিহ্নিত করে। মূল পুজোমণ্ডপের পাশে বুড়িমাকে সাজানো হত। আসলে নিয়োগী পরিবারের দুর্গাপুজোয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিনটি ছিল নবমী তিথিটি। নবমী তিথির পুজো শেষ হলে প্রথমে শুরু হত ভরা-তোলার পর্ব। গোলাঘর থেকে এক পিতলের কলসিতে করে ধান শোয়ার ঘরে এনে রাখা হত। তারপর সেই ধানের স্তূপের সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বালানো হত। প্রদীপটি এমনভাবে জ্বালানো হত যাতে নবমী তিথি থেকে একেবারে কালীপুজো অবধি তা প্রজ্বলিত থাকে। ওইদিনই হত বুড়িপুজো। পাকাচুলের বুড়ির আদলে তৈরি হত সেই মূর্তি। আর মূর্তিপুজোয় একটিই প্রসাদ নিবেদিত হত। বাংলাদেশের ভাষায় জাম্বুরা বা বাতাবি লেবু। মূল দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান বন্ধ হলেও সেই পুজোমণ্ডপের পাশে যে বুড়িমাপুজোর ছোট মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল সেই মণ্ডপে বুড়িমার পুজো চালু ছিল। বেলেকোবায় বা বেলাকোবায় যখন নিয়োগী পরিবার চলে আসেন তখন দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গেলেও বা শ্রীশ্রী গোবিন্দজিউকে স্থানীয় মন্দিরে স্থানান্তরিত করলেও বনদুর্গা পুজো বা বুড়িমায়ের পুজোকে চালু রাখা হয়েছিল।

পারিবারিক উৎসব ও অনুষ্ঠান দেখে মনে হয়, এই পরিবারের আদি বংশধরেরা কৃষিজমির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাই বাৎসরিক দুর্গা উৎসবের সঙ্গে বনদুর্গার পুজোও করা হত পৃথক মণ্ডপে। যদিও উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসীদের মধ্যে বনদুর্গা একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। অনেক পরিবারে, বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে এই দেবী জনপ্রিয়। তাই এই পরিবারে এই দেবী পুজোর প্রচলন আশ্চর্যের ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু পরিবারের কোন সদস্য কবে ও কী কারণে এই মহিষমর্দিনী দুর্গার সঙ্গে বনদুর্গার পুজোটি চালু করেছিলেন তা কোনও সদস্যের কাছে জানা গেল না। শ্রীকণ্ঠ নিয়োগী যিনি শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দজির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নামকে তাঁর বংশধরেরা ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমেই এই পরিবারের মধ্যে গৃহদেবতার গুরুত্ব কতখানি তা আমরা অনুধাবন করতে পারি।

তথ্যসূত্র পাওয়া গিয়েছে অচ্যুত কণ্ঠ নিয়োগী, অম্বর নিয়োগী ও সুজয় কণ্ঠ নিয়োগীর মাধ্যমে।

পর্ব - ৩

এই পরিবারে দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানের মধ্যে কিন্তু বেশ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। মূল দুর্গার পুজোর সঙ্গে 'বনদুর্গা'ও পূজিত হন। তবে বনদুর্গাকে এই পরিবার 'বুড়িমা'র পুজো নামে চিহ্নিত করে। মূল পুজোমণ্ডপের পাশে বুড়িমাকে সাজানো হত।

সপ্তাহের সেরা ছবি

রাজপরিবারের সেনাবাহিনীর প্যারেড চলছে। উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে হাঁসের দল। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে।

কবিতা

অনেক চাওয়াতেই
রত্নেশ্বর হাজরা

চাই অনেক কিছু কিন্তু অনেক চাওয়াতেই থাকে হিসেবনিকেশের
জড়তা থাকে অস্পষ্টতা আপেক্ষিক শর্ত
শিউলি বোঁটার দুর্বলতা--যা অল্প হাওয়ায় কিংবা
একটু আঘাতেই যায় আলগা হয়ে--যায় ঝরে--যায়
দূরত্বে--
চাই অনেক কিছু কিন্তু তার সব কিছুই চাই না তেমন আর্তিতে
তেমন মায়ায় তেমন বিশ্বাসে কিংবা বিনিময়ে
তেমন অহংকারে বা শ্রদ্ধায়--
বরং থাকে একটা নিরাবরণ
স্বল্পতার--
মগ্নতার--

বৃষ্টি ভেজা গন্ধ
সোমা চক্রবর্তী

তখন ডুয়ার্সের কোনও এক প্রান্তিক অঞ্চলে
গাছ বাড়ির কাঠের দ্বিতলের বারান্দায়
এলোমেলো কাজে আত্মমগ্ন,
প্রকৃতির অনুচরেরা সময়ের সরেজমিনে
ইতিউতি-

হঠাৎই প্রখর রৌদ্র-তাপ আড়াল করে
দুপুর ছাপিয়ে এল, মেঘরঙা তুমুল বৃষ্টি
একলহমায় চারিদিক ভিজে একশা
রূপ পরিবর্তনের সেই অনিবার্য লীলায়,
কত কি যে ঘটে চলে অবারিতে!

সেই বৃষ্টি ভেজা গন্ধে,
মনের কুসুম প্রস্ফুটিত হয়;
অতিন্দ্রিয় স্বত্ব জাগ্রত করে
দীপ জ্বালা সন্ধ্যার মৌন অনুভূতি
শাশ্বত হয় সেই অনন্য প্রাণে, নিভৃতে -

দুপুর : একটি মিথ
শ্যামলী সেনগুপ্ত

একেকটি দুপুর একেক রকম
রোদের সাথে মিথ-এর শলা হলে
সহসা কৃষ্ণ মেঘ খেয়াল গেয়ে ওঠে...

রাগ জৌনপুরি...

ছুটির দুপুর জানালা জুড়ে বসে
তানপুরার তারে বেজে ওঠা মিঠেল
আর রান্নাঘরের লাউচিংড়ির সুবাস
একসাথে সুপুরি কুচোয়...

জানালার বারান্দায় মেলে দেওয়া
কোদালে-মেঘা চুল বেয়ে
নেমে আসেন মীনা কুমারী...

'তোরা মন দর্পণ...'

ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চললে
উতরে যাওয়া সকালকে
দুপুর বলে ডাকি।

শিমুল-পলাশ
সুদেষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে ফিরে আসি তোমার কাছে
নতজানু বসি, চোখে চোখ রাখতেই বুঝে ফেলো যা কিছু
তোমার কথায় আবার পূর্ণ করে দাও ঝলমলে হাওয়া
ফাঁসির মঞ্চে চুমু খাবে বড় সিনেম্যাটিক ভাবনায় ভেসে গিয়ে
শেষমেশ এক বুক বিষ নিয়ে ময়নাতদন্ত করে চলো অতীত
একখানি বড় ছায়া দিতে পারতে, অথবা হাত ধরা উষ্ণ ভালোবাসা
আসন্ন বসন্ত দিন ঢেকে যাক বেখেয়ালি ধুলো ঝড়ে, নির্দয়
এমন তো হতে পারে ভোরের নদীতে স্নান করে ধুয়ে ফেলে
দুর্গন্ধ মাখানো স্মৃতি সব, আতরের গন্ধে মেতে যাক বাকি সূর্য যত

এক গাছ শিমুল দিলাম বিনা শর্তে, এক রাশ লাল
লালের নেশায় টগবগ করে ফুটে শেষবারের মতো বেঁচে উঠি

কাফকাকে না লেখা চিঠি
তাপসী লাহা

অজস্র রক্তাক্ষর জুড়ে শবধর্ম সাধিত
কাটামুণ্ডু, ফণাময় সর্পের আদলে দিক দর্শায় ভবনগরীর বিড়ম্বনা
আত্মবিশ্বাস দেখানোর মতো কোনও চুরুট খাওয়ার স্পর্ধা দেখাইনি
কোনও বৈপ্লবিক উত্তরণের।

অথবা মৃত্যুকে বুলিং গাই ভেবে প্রতিস্পর্ধার মতো জীবন এঁকে দেওয়া।

রক্তাক্ত সমর্পণে প্রতিটি আঘাত,
ক্ষতবিক্ষত শায়িত শরীরে অতিমানবিক, তেমন কিছু তো নয়।

আত্মদগ্ধী দর্শনে
সৌন্দর্যের যা কিছু নিয়ে অবিস্মরণীয় কোনও ব্যর্থতা তৈরি হয়
সেসব একান্ত তোমারই।

আত্মদ্রষ্টা হীনতার মায়ায় কুহকচিহ্ন রেখে প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকার
অদৃশ্য গালে চিরযুবকসুলভ চুম্বন আঁকি
প্রেমিকদের হাত রাখি বুকে,
ছায়ার দিকে হেঁটে চলা দগ্ধের নির্যাসে বিচার চলতে থাকে
সমাধানহীন।

মায়াচক্রের নাভিকুণ্ডলে আটকে থাকা অজস্রবাহু প্রাণীদের
আরশোলার মতো হয়ে উঠতে দেখি কোন এক সকালে পৃথিবীর কঠিন
ধাঁধায়

চিরচেনা ছকের বিদায় পতঙ্গকে বিভ্রান্ত করে কখনও

হৃদয়পোড়া কবির অনুচ্চারিত বিশ্বাসে।

এসো মেঘ
জয়তী ঘোষ

ধূলিধূসরিত শহরে মেঘলা দিন,
অবহেলায় মরেছে প্রেম বাড়ছে ঋণ!
নেমে এসো মেঘ তুমি শহরের বুকে
এসো, শ্বাস নাও এই শহরের গন্ধ শুঁকে,
ধূলি মাখা হৃদয়ে আজ জাগবে আবেগ
যখন আলতো সে ছোঁয়া দিয়ে যাবে মেঘ!
কত মাস কেটেছে যে তার এই বিষাদে,
আজ মুছে গিয়ে তাই জাগবে সুখ, আহ্লাদে।
আঁজলা ভরে সুধা দাও ঠোঁটে, করুক পান
শ্রাবণ বরষণ আজ গাইছে গান।
ঝিরিঝিরি ঝরঝর ঝরুক মন্ত্র
দ্রিমিদ্রিমি বেজে উঠুক কতই যন্ত্র!
এসো মেঘ, এসো ধারাপাত এই শহরে
মেটাও তৃষা মরু দেশের হৃদয় ভরে।

বসন্তের আগে যেভাবে প্রস্তুতি
তাপস রায়

আমিও ডোপিং করি, শিরে রাখি সনাতন উৎপল বসু
হানাদার দেশের ভেতর বৌ-বাচ্চা নিয়ে তিতকুটে বাঁচি আর দেখি
বাংলার সমস্ত গ্রাম শহর তা পায়, আমি হই একা সেই শ্রাবণকুমার
শীতলতা সরে যায়, হাওয়াকল চুকলিবাজ খুব, কাঁদে
আর যেই নান্টিবাবু প্রোমোটিং-এ যায় কত লোক ভিক্ষান্ন হারায়

শুরুটা এমন ছিল না, ড্যাশিং-ডজিং অ্যামেচারিজম-এ ঢুকে আসবে নাকি
নকল করে করে হাত পেকে ওঠে, সম্ভাব্য ক্রেতাদেরও
রেলব্রিজে হেঁটে উঠে আসতে দেখি, আর জোরে জোরে আলোচনা করি
আমাদের দেবতারা কতদূর জিডিপি-র খোঁজখবর রাখে, আমাকে
বখরা নয়, খানিকটা দালালি-তো দেবে, দেখো আমি ক্রোড়পত্র লিখি

বাংলার মাঠে মাঠে ধানের মরশুম আসে আর চলে যায় ওই
ভৌতিকতা জমে দেহের ভেতরে, বসন্তে এবার ভেবেছি, সেসব
না হয় একটুকু ব্যবহার করি

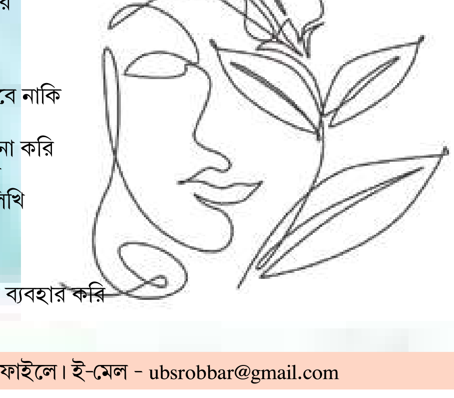

রংদার রোববারে লেখা পাঠান। ইউনিকোডে ডকফাইলে। ই-মেল - ubsrobbar@gmail.com

আনন্দধারা...

ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের পর হাসমি চকে বৃষ্টিতে ভিজে উদযাপন। শনিবার রাতে। ছবি : তপন দাস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : অন্তিম ওভার পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা। কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে, কেউ আবার দাঁত দিয়ে নখ খাচ্ছে। শেষ ওভারে সূর্যকুমার যাদবের হাতে ক্যাচ যেতেই আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না বাগরাকোটের বাসিন্দা বছর কুড়ির বিশাল দাস। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভেনাস মোড়ের উদ্দেশে দৌড়াতে শুরু করলেন। মাথায় উপর তখন বৃষ্টি। তাতে কী? ১১ বছর ধরে সুপ্ত থাকা আবেগ এই বৃষ্টির চেয়ে কয়েকশো গুণ বেশি। ভারত ২০১৩ সালের পর আইসিসি টুর্নামেন্ট জিতল।

সুদূর আমেরিকায় তখন সবে উল্লাস শুরু হয়েছে। এদিকে, ভেনাস মোড়ে যখন বিশাল পৌঁছাল, ততক্ষণে সেখানে ভিড় জমতে শুরু করেছে। 'ইন্ডিয়া'-'ইন্ডিয়া' স্লোগানের শব্দে যেন প্রবল বৃষ্টির গর্জন ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। আবেগে দুই চোখ জলে ভরে গেল শিল্পা দাসের।

আবেগতাড়িত হয়ে বললেন, 'সেই ২০১১। তারপর একের পর এক ফাইনালে হারের যন্ত্রণা। আজকের আনন্দ কেউ আটকাতে পারবে না।' তিনি যখন এই কথাগুলি বলছেন, ততক্ষণে যে যা হাতের সামনে পেয়েছেন, সেটা ঢোল হোক কিংবা টিনের কোনও বস্তু, তা নিয়েই হাজির রাস্তায়।

পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপে ফাইনালে হারের ঘা এখনও শুকোয়নি। সেই দগদগে ঘা নিয়েই কুড়ির বিশ্বকাপ দেখতে বসেছিলেন শহরের ক্রিকেটপ্রেমীরা। ভারত একের পর এক ম্যাচ জিততে থাকলেও নিজেদের আবেগকে প্রশমিত করে রেখেছিলেন এই রাতটার জন্যই। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

এদিন টসে জিতে প্রথম ওভার থেকেই যখন ভারত ঝোড়ো ইনিংস শুরু করল, বিধান মার্কেটে একটি টিভির দোকানের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন অশোক বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দাসরা। একের পর এক বাউন্ডারি হাঁকাতে থাকলেও উচ্ছ্বাস চেপে রাখার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। তবে পরপর উইকেট পড়তেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল ওই দোকানের মালিক অতনু দাসের। বলেই ফেললেন, 'ফাইনালের পুরোনো ট্রেন্ড।' কিছুক্ষণ পর সূর্যকুমারের উইকেট পড়তেই ভিড় পাতলা হতে শুরু করে।

এই ফাইনালে অন্যবারের মতো পাড়ায় পাড়ায় জাতীয় পতাকা কিংবা প্রোজেক্টর লাগিয়ে খেলা দেখার সেই বহর লক্ষ করা যায়নি। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে বিরাটের ৭৬ রানের ইনিংস দেখে খানিকটা স্বস্তি পেয়ে হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে ফেললেন পবিত্র সরকার। বলছিলেন, 'বিরাট বড় ম্যাচের প্লেয়ার। তবে এবারে ট্রফি না জিতলে কোনও শান্তি নেই।'

ঠিক এই বুক দুরুদুরু অবস্থা থেকে কাট টু শেষ ওভার। একটা সময় যখন সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর, তখন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির মতো ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছিল অনেকেরই। কিন্তু আন্সেলোত্তি যেমন শেষ মিনিটের ওস্তাদ, তেমনই ভারতও এদিন শেষ ওভারেই ওস্তাদের মতো মাত দিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ততক্ষণে অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতে বহু কাঙ্ক্ষিত ট্রফি উঠে গিয়েছে। এদিকে বৃষ্টির গতিও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে প্রভাস দাস, অঙ্কিত রায়দের উত্তেজনা বেড়েছে।

প্রথমে ক্রিস্টন স্টাবস ও পরে ক্লাসেনের সঙ্গে ডি কক-এর লড়াই একসময় দেখে টিভি বন্ধ করে দিয়েছিলেন মিথিলেশ প্রসাদ। বৃষ্টির মধ্যে বাঁধনহারা নাচের সময় সেব্যাপারে প্রশ্ন করতেই মুখের জল মুছে তিনি বলে উঠলেন, 'আসলে আগের ক্ষতগুলো এতটাই বেশি যে মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছিল।'

দক্ষিণ আফ্রিকার যখন ২৮ বলে ২৭ রান বাকি, তখন আর চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি বছর দশের অভিজিৎ রায়।

ভেনাস মোড়ে পিঠে চাপিয়ে ছোট্ট অভিজিৎকে নিয়ে নাচতে নাচতে বাবা বিশ্বজিৎ দাস বললেন, 'আজ বৃষ্টিতে ভিজলেও কোনও সমস্যা নেই। আসলে ওই সময়টায় আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল।' সবমিলিয়ে ভারতের বিশ্বকাপ জয় অঙ্কুশ, বিনোদদের মতো তরুণদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের সাক্ষী করে রাখল বৃষ্টিভেজা শহর শিলিগুড়ির রাজপথকে।

বোর্ড সভায় শাসক-বিরোধী তর্জা

পানীয় জল, উচ্ছেদ নিয়ে নিষ্ফল হইচই

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : পানীয় জল, অবৈধ নির্মাণ থেকে হকার উচ্ছেদ কিংবা ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, নানা ইস্যুতে শনিবার উত্তাল হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ড সভা। পানীয় জল সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তাকে হাতিয়ার করে বোর্ড সভায় পদাধিকারীদের আক্রমণ করল বিরোধীরা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ড সভা। শনিবার। ছবি : তপন দাস

কলিং অ্যাটেনশন, মোশন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে মোট ৯ বার বিরোধীরা পুরবোর্ডকে বিঁধেছে। পালটা সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ের ত্রুটি এবং বিজেপিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনা করেছেন বোর্ড সভায় উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলাররা। দুই পক্ষের বাকবিতণ্ডায় সরগরম রইল সভার অধিকাংশ সময়।

কিছুদিন আগে ফুটপাথ দখল করে হকার বসানো, পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে রাজ্যের অন্যান্য পুরসভার পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এদিন বোর্ড সভার শুরুতেই হকার উচ্ছেদ নিয়ে মোশন আনা হয়। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন মোশনের মাধ্যমে দাবি করেন, 'শহরে হকারদের উচ্ছেদ করা যাবে না। উচ্ছেদের আগে করতে হবে পরিকল্পনা। নয়তো গরিব মানুষের পেটে লাথি মারা চলবে না।' পরবর্তীতে আর কেউ তৃণমূল কংগ্রেসকে পুর নির্বাচনে ভোট দেবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। অমিতের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে মেয়র বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করে বলেছেন এসওপি মেনে কাজ করতে। হকারদের নিয়ে সেই এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিওর) তৈরি হচ্ছে। সেই অনুযায়ী কাজ হবে।'

এরপর শহরের পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে বলতে ওঠেন মুন্সী নুরুল ইসলাম। তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডকে খোঁচা দিয়ে সিপিএম কাউন্সিলারের দাবি ছিল, 'বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন শহরের দ্বিতীয় জলপ্রকল্প নিয়ে ডিপিআর তৈরি হয়েছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সেটা এতদিনেও এগোয়নি।' তাঁরা বলতে উঠলে নাকি বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ নুরুলের। এমনকি তাঁরা চারজন কাউন্সিলার 'পাখির বাচ্চার মতো চিঁচিঁ করতে থাকেন এবং কেউ শোনেন না' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রত্যুত্তরে জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর জবাব দেওয়ার কথা থাকলেও মেয়র নিজেই বলতে ওঠেন। রীতিমতো ধমকের সুরে মুন্সী নুরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে একাধিক মন্তব্য করেন গৌতম। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফের বামফ্রন্ট সরকার এবং পুরনিগম বোর্ডের কাজকে বিঁধেছেন মেয়র। পানীয় জলের প্রকল্প নিয়ে কোনও তথ্য বিকৃত করে বলা উচিত নয় বলে মন্তব্য ছিল তাঁর। কেন গত ৪০ বছরে তিস্তার জল ধরে রাখার মতো 'পন্ড' তৈরি করা হয়নি, কেন ইনটেক ওয়েল তৈরি করতে পারেনি বাম সরকার, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এরপর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে মোশন আনার আগে সিপিএমের মৌসুমি হাজরা মুন্সী নুরুল ইসলামের প্রতি মেয়রের ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন। তখনই একসঙ্গে তৃণমূল কাউন্সিলাররা হইচই জুড়ে দেন। শেষ মোশনে সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী হকার, পানীয় জল সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বলতে গেলে চেয়ারম্যান তাঁকে আটকে দেন।

এই প্রসঙ্গে আগে একবার আলোচনা হয়েছে বলে বিষয়গুলি মোশন থেকে বাদ দিতে বলেন। এতে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডায় পুরনিগমের অন্দরে হইহট্টগোল শুরু হয়ে যায়। শরদিন্দু এবং চেয়ারম্যান বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তৃণমূল কাউন্সিলররাও চিৎকার শুরু করেন। মিনিট দুয়েক এরকম চলার পর শেষে শরদিন্দুকে নিজের বক্তব্য রাখতে দেওয়া হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

জমি না পেলেও কলেজের টেন্ডার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : কলেজের ভবন তৈরির জন্য সম্পূর্ণ জমি নিজেদের হাতেই পায়নি কর্তৃপক্ষ। সেই জমিতেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। তা নিয়ে অহেতুক খরচের অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন অনেকে। ঘটনার কথা স্বীকার করে নিলেও এবিষয়ে খুব বেশি কিছু বলতে নারাজ শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্স-এর কর্তৃপক্ষ।

কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ জয়ন্ত সরকার বলেন, 'কিছুটা জমি দখল হয়ে রয়েছে। তবে কতটা, সেটা সঠিক বলতে পারব না। এছাড়া এই মুহূর্তে ছাত্রদের পরীক্ষা চলছে সেই জন্য ব্যস্ত রয়েছি। এই বিষয়ে আগে যিনি দায়িত্বে ছিলেন তিনি হয়তো ভালো বলতে পারবেন।'

২০০৯ সালে শহর সংলগ্ন কাওয়াখালি এলাকায় শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্সের নতুন ক্যাম্পাস তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ২০১৬ সাল অবধি সেই জমি নিজেদের দখলে নিতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ওই সময় জমিতে সীমানা প্রাচীর বানাবার জন্য এসজেডিএ'র কাছে আবেদন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। আবেদনে সাড়া দিয়ে এসজেডিএ টেন্ডার ডাকে। আনুমানিক ৬০ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। টাকা দিতে রাজি হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেইমতো ৪০ লক্ষ টাকা কলেজের তরফে এসজেডিএ'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সময় জবরদখলকারীদের জন্য সম্পূর্ণ সীমানা প্রাচীর গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

২০২২ সালে এসজেডিএ কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে পুনরায় জমি নিজেদের আয়ত্তে নিতে বলে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শিলিগুড়ির বাসিন্দা মিঠু দাস একটি আরটিআই করেন। তা থেকে জানা যায়, ইতিমধ্যেই সেই জমি কলেজ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখানে আরও একটি চাঞ্চল্যকর বিষয় উঠে এসেছে। যে জমিতে এসজেডিএ কাজ শেষ করতে পারেনি, সেই জমিটি শিলিগুড়ি পুরনিগমকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০২৪ সাল পর্যন্ত যে জমি সম্পূর্ণভাবে হাতে পায়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ, সেই জমির সীমানা প্রাচীর তৈরির জন্য ২০২১ সালে আরও একটি টেন্ডার ডাকা হয়। টেন্ডার ডাকে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ব্যয়বরাদ্দ হয় আনুমানিক এক কোটি চার লক্ষ টাকা। প্রশ্ন উঠেছে, যে জমিতে সীমানা প্রাচীর তৈরির জন্য কয়েক বছর আগে ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেই জমিতে একই কাজের জন্য এত বিপুল পরিমাণ খরচের প্রয়োজন কী?

নতুন টেন্ডার অনুযায়ী শুধুমাত্র গেট তৈরির জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালে এই জমিতেই কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভবন তৈরি করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয় এই কাজের জন্য পূর্ত দপ্তরের সাহায্য নেওয়া হবে। পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, পূর্ত দপ্তর কাজ করলে সেখানে বেসরকারি কারও বিল্ডিং প্ল্যান বা ডিজাইন গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ সেই ডিজাইনের ভার দেওয়া হয় এক ব্যক্তিকে। তাছাড়া, সরকারি নিয়মে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি টেন্ডার করতে হলে অনলাইনে করতে হয়। এখানে ৯ লক্ষ টাকার কাজ হলেও অনলাইনে টেন্ডার ডাকা হয়নি। এসব তথ্য আরটিআই করেই জানা গিয়েছে।

গোটা ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনিয়মের অভিযোগে সরব হয়েছেন অনেকে।

আজ শহরে

- হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালনায় রক্তদান শিবির, ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে, বেলা ১১টায়
- শিলিগুড়ি ডন বসকো প্রাক্তন ছাত্র সংসদের উদ্যোগে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ শিবির, ডন বসকো স্কুল ক্যাম্পাসে সকাল ১০টায়

কড়া মেয়র

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ আসায় প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন মেয়র গৌতম দেব। প্রয়োজনে থানায় এফআইআর করে নোটিশ করতে বলেছেন তিনি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারকে এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। কোনও কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের নীচে পার্কিংয়ের জায়গা বিক্রি করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গৌতম।

পুরনিগমের রবীন্দ্রনগর, নিবেদিতা রোড এলাকা থেকে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ আসে। বিল্ডিং প্ল্যানের বাইরে গিয়ে বহুতলের নীচে থাকা পার্কিংয়ের জায়গা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি অনেকের। পানীয় জল থেকে রাস্তা নিয়েও অভিযোগ এসেছে।

মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজ পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : ১ জুলাই কলকাতায় মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেই বৈঠকে থাকবেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তার আগে শহরের সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের (এসটিপি) কাজ পরিদর্শন করলেন মেয়র। শনিবার সকালে এসটিপি ২ এবং এসটিপি ৩-এর কাজ পরিদর্শন করেন তিনি। তারপর যান এসটিপি ১-এর জন্য প্রস্তাবিত জায়গা দেখতে। কলাবস্তিতে ডাবগ্রাম মৌজায় জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন এসটিপি তৈরির জন্য পুরনিগমকে ৫ একর জায়গা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানেই হবে এসটিপি ১-এর কাজ।

সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ দেখছেন গৌতম দেব।

এসটিপি ২ এবং ৩ -এ গেস্ট হাউস তৈরি করবে পুরনিগম। শনিবার এলাকা পরিদর্শনের পর এমনটা জানিয়েছেন গৌতম। পরে বলেন, 'দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এসটিপি ৩-এর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এসটিপি ২-এর ক্ষেত্রে পরের বছর জুন পর্যন্ত সময় লাগবে। দুই জায়গায় আমরা অনেক ফুল, ফলের গাছ লাগাব। নদীর ধারে হওয়ায় গাছ থাকলে পাখিও আসবে।'

এসজেডি-তে (শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ২০০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগের জেরে বন্ধ হয়ে যায় মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজ। প্রচুর সামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেইমতো কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে কাজ দেয় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। কেএমডিএ কাজ করলেও তত্ত্বাবধানে থাকবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। কোথায় কী হবে, পরিকল্পনা থেকে নকশা সবই করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। তাই এদিন কাজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব।

নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক পুলিশের

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : শনিবার পুলিশের তরফে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন সোনার দোকান ঘুরে দেখা হয়। এদিন সকালে শহরের সোনার দোকানের ম্যানেজারদের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনারেটের কর্তারা।

সেখানে উপস্থিত সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে ওপর নজরদারিতে জোর দেওয়ার জন্য। একইসঙ্গে দোকানে ঢোকার গেট সবসময় যাতে বন্ধ করে রাখা হয়। কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, এ বিষয়ে বৈঠকের পর থানার তরফে পুলিশকর্তারা নিজেদের এলাকার সোনার দোকানে ঘুরে দেখেন।

রবীন্দ্র মঞ্চে ফ্যাশন শো

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : সাইন ফিউচার অ্যাকাডেমির তরফে শনিবার শিলিগুড়ির শক্তিগড় রবীন্দ্র মঞ্চে ন্যাশনাল ফ্যাশন শো ও মডেলিং ফেস্টিভাল আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রুমার রীতা মাইতি। এদিন বিভিন্ন বয়সের তরুণ-তরুণীরা নানা ধরনের পোশাক পরে র‍্যাম্পে হাঁটেন। পাশাপাশি নাচের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

ঘড়ি ধরে পরীক্ষায় ব্যস্ততা পুলিশের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : সকাল থেকে হাতে হাতে ঘুরছে ডায়েরি। মাঝেমধ্যেই উর্দিধারীরা চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন ডায়েরিতে লেখা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে। শনিবার শিলিগুড়ির প্রতিটি থানায় পুলিশকর্মীদের মধ্যে ভিন্নরকমের ব্যস্ততা চোখে পড়ল। পরীক্ষা বলে কথা, তাই ব্যস্ততা স্বাভাবিক।

গত কয়েকদিনে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে। শনিবার কমিশনারেটের সেই এসআই, কনস্টেবলরা তিরিশ মিনিট ধরে পরীক্ষা দিলেন বাধ্য পড়ুয়ার মতো। তারপর বের হলেন হাসিমুখে। আড়াল-আবডালে চলল বিস্তর আলোচনা। কোন প্রশ্নের কে কোন উত্তর দিয়েছেন, আদৌ কোনটা ঠিক ইত্যাদি নিয়ে হল চুলচেরা বিশ্লেষণ।

২০২৩ সালে লোকসভায় দেশের আইনে পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর করেন। ১৮৬০ সালের ইন্ডিয়ান পেনাল কোড পরিবর্তন হয়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (২০২৩) হয়। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড (১৯৭৩) পরিবর্তন হয়ে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা হয় (২০২৩)। ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট (১৮৭২) পরিবর্তন করে হয় ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (২০২৩)। প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারায় আসে পরিবর্তন। ১ জুলাই থেকে যা কার্যকর হতে চলেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, পাঁচটি ব্যাচে ভাগ করে কলকাতা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা কর্তা সহ কমিশনারেটের আধিকারিকরা পুলিশকর্মীদের ট্রেনিং দেন। থানাতেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কনস্টেবলদের। এদিন ছিল শেষ লিখিত পরীক্ষা।

প্রশ্নের ধরন কেমন ছিল? পুলিশ মহলের অন্দরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, তিরিশ মিনিটের সময়সীমা ছিল। প্রশ্ন সংখ্যাও ছিল তিরিশটা। পুরোটা এমসিকিউ ধাঁচে অর্থাৎ টিক মার্ক দিয়ে সঠিক উত্তর নির্বাচন করতে হয়েছে। এদিন সকাল এগারোটা থেকে শিফট ভাগ করে পুরুষ এবং মহিলা পুলিশকর্মীরা কর্তাদের নজরদারিতে কমিশনারেটে পরীক্ষা দিয়েছেন। চলেছে বিকেল পর্যন্ত। কেমন হল পরীক্ষা? বাইকে চেপে ভক্তিনগর থানায় ঢুকেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে চওড়া হাসি একজন এএসআইয়ের। বললেন, 'পরীক্ষা ভালো হয়েছে। দেখা যাক কী হয়। পাশ তো করবই।' একই উত্তর তিনি দিলেন থানার উৎসুক সহকর্মীদের।

অনেকেই এদিন পরীক্ষার হলে বসে স্মৃতির গলিপথ ধরে ফিরে যান স্কুলজীবনের দিনগুলোতে। শিলিগুড়ি থানার এক এসআইয়ের কথায়, 'অনেকদিন পর পড়াশোনা করলাম। পরীক্ষা দিলাম ঘড়ি ধরে। বারবার বন্ধুদের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসে পরীক্ষা দেওয়ার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।' এদিকে প্রচুর কাজ বাকি। তাই পরীক্ষা শেষে সামান্য গল্পগুজবের পরেই এসআই, এএসআই-রা বেরিয়ে পড়েন তদন্তের কাজে।

চুরির গাড়ি উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : শনিবার হিমাঞ্চল বিহার থেকে গাড়ি চুরির ঘটনায় সাফল্য পেল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। এদিন প্রধাননগর থানা এলাকার বাঘা যতীন কলোনি এলাকা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বুধবার চিকিৎসার জন্য হিমাঞ্চল বিহারে আসেন বিহারের এক দম্পতি। তাঁরা সঙ্গে একটি গাড়িও নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে উঠে দেখেন গাড়িটি নেই। এরপর ওই দম্পতি মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মাটিগাড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ওই গাড়িটি উদ্ধার করে। চুরির সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের খোঁজ না মেলায় তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড

কৌশিক রায়

ভালো রিটার্ন পেতে অনেকেই এখন মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করেন। এই লগ্নিতে ঝুঁকির পাশাপাশি আকর্ষণীয় রিটার্নও পাওয়া যায়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে লগ্নির সুযোগ রয়েছে। তার মধ্যে আপনার প্রয়োজন অনুসারে সঠিক ফান্ড বেছে নেওয়া সব থেকে বেশি জরুরি। ঝুঁকি বেশি কিন্তু রিটার্নও বেশি পাওয়া যাবে- এমন ফান্ড বাছতে হলে এগিয়ে থাকবে অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড। গত পাঁচ বছরে এই বিভাগের ফান্ডে বিপুল পরিমাণ লগ্নি হয়েছে। কয়েকটি অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ডের রিটার্নও চমকে দিয়েছে সবাইকে।

অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড কী?

এই ফান্ড হাইব্রিড ফান্ডের মতোই কাজ করে। অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ডের ৬৫-৮০ শতাংশ তহবিল লগ্নি করা হয় ইকুইটিতে অর্থাৎ সরাসরি শেয়ার বাজারে বা সেই সংক্রান্ত অন্যান্য বিকল্পে। বাকি ২০-৩৫ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয় সিকিউরিটিজ, বন্ড এবং লোনের অন্যান্য বিকল্পে।

কাদের জন্য এই ফান্ড উপযুক্ত?

যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি এবং যাঁরা বেশি রিটার্ন পেতে আগ্রহী তাঁদের জন্য অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড উপযুক্ত। এই ধরনের ফান্ডের মোট তহবিলের সিংহভাগ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কারণেই ঝুঁকি বাড়ে। সাধারণত যাঁদের বয়স কম এবং পোর্টফোলিওর আকার ছোট তাঁরা এই ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। বয়স বাড়লে ঝুঁকি কম এমন ফান্ডে লগ্নি পরিবর্তন করতে হবে। কমপক্ষে ৫ বছরের জন্য অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ডে লগ্নি করলে ভালো রিটার্ন পাওয়া যাবে।

লগ্নির আগে বিচার্য বিষয়

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিতে ঝুঁকি থাকে। এর পাশাপাশি বাজারে নানা ধরনের ফান্ড রয়েছে। তাই লগ্নির জন্য ফান্ড নির্বাচনের আগে কয়েকটি বিষয় খতিয়ে দেখতে হবে-

■ **লক্ষ্য :** নিজের আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করার পরেই অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ডে লগ্নি করতে হবে। এই ফান্ডে ৬৫-৮০ শতাংশ শেয়ারে, বাকি ২০-৩৫ শতাংশ তুলনামূলক নিশ্চিত রিটার্নের ক্ষেত্রে লগ্নি করা হয়।

■ **ঝুঁকি :** আপনি কতটা ঝুঁকি নিতে পারবেন তা বিচার করেই অ্যাগ্রেসিভ ফান্ডে লগ্নি করা যায়। যাঁদের বয়স ২৫-৩৫, তাঁদের জন্য এই ধরনের ফান্ডে লগ্নি আদর্শ হতে পারে।

■ **ফান্ডের পারফরমেন্স :** বাজারে চালু থাকা কোনও অ্যাগ্রেসিভ ফান্ডে লগ্নি করতে চাইলে সেই ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স যাচাই করতে হবে। নতুন ফান্ডের ক্ষেত্রে অ্যাসেট অ্যালোকেশন সহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

■ **ফান্ড ম্যানেজার :** যে কোনও ফান্ডের পারফরমেন্স অনেকাংশে ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। তাই ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড দেখে তবেই ফান্ড নির্বাচন করতে হবে।

■ **কর :** যে কোনও হাইব্রিড ফান্ডের ক্ষেত্রে করের পরিমাণ তহবিল বরাদ্দের ওপর নির্ভর করে। ফান্ডগুলি প্রয়োজনমতো ইকুইটি বা সিকিউরিটিজে বরাদ্দ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে। ফান্ডের করও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

সেরা কয়েকটি অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড

নাম	তহবিল (কোটি)	৫ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)
জেএম অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড	৩০৬	৩১.৫৩
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া মিড অ্যান্ড স্মল ক্যাপ ইকুইটি অ্যান্ড ডেট ফান্ড	৭৫৪	৩০.৯৫
কোয়ান্ট অ্যাবসলিউট ফান্ড	২১১৪	২৯.৪৩
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ইকুইটি অ্যান্ড ডেট ফান্ড	৩৫১২২	২৭.৫২
এডেলওয়েজ অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড	১৬৬১	২৪.৩৮
ইউটিআই অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড	৫৫১২	২৩.৪৫
কোটাক ইকুইটি হাইব্রিড ফান্ড	৫৬২১	২৩.৩৫
বরোদা বিএনপি পারিবাস অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড	১০৩৮	২১.৯৮
ইনভেস্কো ইন্ডিয়া অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড	৪৫২	২১.৪৬
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ইকুইটি হাইব্রিড ফান্ড	১৮০৭	২১.২৮

হাইব্রিড ফান্ডে প্রদত্ত কর

অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ডের তহবিল কোন খাতে কত বরাদ্দ করে তার ওপর নির্ভর করবে করের হার।

■ **ইকুইটি :** যদি আপনার বিনিয়োগ ১ বছরের মধ্যে তুলে নেওয়া হয়, তবে লাভের ওপর ১৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। ১ বছর পরে তুললে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মুনাফা করমুক্ত থাকবে। ১ লক্ষ টাকার বেশি মুনাফায় ১০ শতাংশ হারে কর ধার্য করা হয়।

■ **ডেট বা ঋণ :** যদি আপনার বিনিয়োগ ৩ বছরের মধ্যে তুলে নেওয়া হয় তবে মুনাফার পুরো পরিমাণ আপনার আয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং নির্দিষ্ট আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী কর দিতে হবে। ৩ বছর পরে লগ্নি তুলে নিলে মুনাফার ২০ শতাংশ পোস্ট ইন্ডেক্সেশন হারে কর দিতে হবে। ইন্ডেক্সেশন হল মুদ্রাস্ফীতির হিসেব করার পর ক্রয়মূল্য ফের গণনা করার একটি পদ্ধতি।

■ **ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) :** তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীর আয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং তাঁদের ট্যাক্স স্ল্যাব অনুযায়ী কর দিতে হয়। একটি অর্থবর্ষে বছরে ৫ হাজার টাকার বেশি লভ্যাংশের জন্য ১০ শতাংশ হারে টিডিএস কেটে নেয় ফান্ড হাউস।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন?

হোয়াটসঅ্যাপ-টেলিগ্রামে প্রতারণা থেকে সতর্ক হোন

শৈবাল দাশগুপ্ত

বর্তমানে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগ্রহ দিন-দিন বাড়ছে। সেই সুযোগে বাড়ছে প্রতারণাও। চলতি মাসের একটি ঘটনায় বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে-

মুম্বইতে অবসরপ্রাপ্ত ৭১ বছরের এক আর্থিক বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপ প্রতারণায় ২ কোটি টাকা খুইয়েছেন। প্রথমে ওই ব্যক্তিকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং একটি গ্রুপে যোগ দিতে বলা হয়। সেই গ্রুপে যুক্ত অন্যান্য সদস্য প্রচুর মুনাফা হয়েছে বলে বারবার পোস্ট করায় বিনিয়োগে আগ্রহ দেখান ওই ব্যক্তি। তখন তাঁকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়। সেই অ্যাপটি ছিল নামী এক বিনিয়োগ সংস্থার নামে। ওই ব্যক্তি প্রায় ২ কোটি টাকা জমা করেন। তাঁকে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট পাঠানো হয়। সেই স্টেটমেন্টে দেখানো হয় তাঁর ১৪ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে। তখনই সন্দেহ হয় ওই ব্যক্তির। তারপর তিনি টাকা তুলে নিতে চাইলে বুঝতে পারেন প্রতারকদের ফাঁদে পড়েছেন।

এই ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। বিগত কয়েক বছরে দেশজুড়ে এই ধরনের প্রতারণার খবর প্রায়শই সামনে আসছে। তাই যাঁরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন বা বিনিয়োগে আগ্রহী তাঁদের এই ধরনের প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এই মুহূর্তে দেশে সব থেকে জনপ্রিয় দুটি মেসেজিং অ্যাপ হল হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম। এই দুই অ্যাপ ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগকারীদের জন্য ফাঁদ পাতছে প্রতারকরা।

২০২০-এ করোনা অতিমারির সময় ধস নেমেছিল শেয়ার বাজারে। তারপর থেকে রেকর্ড উত্থান হয়েছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। এই উত্থানে যাঁরা সুফল নিতে পারেননি তাঁদের অনেকেই মনে করছেন মুনাফা করার বড় সুযোগ হারিয়েছেন। তাঁদেরই বাড়তি মুনাফার স্বপ্ন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে প্রতারকরা।

এই ধরনের প্রতারণা এড়াতে মনে রাখতে হবে

■ শেয়ার বাজার থেকে নিশ্চিত মুনাফার গ্যারান্টি এড়িয়ে চলুন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করলে মুনাফা করা যেতে পারে। তবে মুনাফা যে হবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

■ হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম বা আপনার মোবাইলে পাঠানো মেসেজে কোনও স্টকে বিনিয়োগের পরামর্শ এড়িয়ে যেতে হবে।

■ মেসেজিং অ্যাপে বিভিন্ন নামী সংস্থার নামে খোলা গ্রুপ এড়িয়ে চলতে হবে।

■ কোনও লিংক থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে না। অ্যাপ ডাউনলোড করতে প্লে স্টোর ব্যবহার করতে হবে।

■ অস্বাভাবিক রিটার্নের আশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে।

■ যে কোনও বিনিয়োগের আগে আর্থিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

■ কখনোই ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া যাবে না।

■ সন্দেহজনক বার্তা পেলে অবিলম্বে প্রশাসনের গোচরে আনতে হবে।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ভারত ডায়নামিক্স

● **সেক্টর :** ডিফেন্স ● **বর্তমান মূল্য :** ১৫৯৬ টাকা ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪৫০/১৬৬২ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৫৮৫২৫ কোটি টাকা ● **ফেস ভ্যালু :** ৫ ● **বুক ভ্যালু :** ১৭৫.২২ ● **পি/ই :** ৯৫.৪৯ ● **ইপিএস :** ১৬.৭২ ● **এক বছরে রিটার্ন :** ১৯০.৭২ শতাংশ ● **পাঁচ বছরে রিটার্ন :** ৮৩৯.৮৪ শতাংশ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৩১ ● **আরওই :** ১৭.৯ শতাংশ ● **আরওসিই :** ২৪.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৮০০

একনজরে

■ ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে ভারত ডায়নামিক্সের আয় ৭ শতাংশ বেড়ে ৮৫৪.১২ কোটি, নিট মুনাফা ৮৯.০৪ শতাংশ বেড়ে ২৮৮.৭৬ কোটি টাকা হয়েছে। অপারেটিং মার্জিনও বেড়ে ৩৫.১৪ শতাংশ হয়েছে।

■ সংস্থার ঋণ মাত্র ৪ কোটি। সেখানে ক্যাশ রিজার্ভ প্রায় ৪২২৮ কোটি টাকা।

■ ভারত ডায়নামিক্সের ৭৪.৯৩ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থা এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২.৯৫ শতাংশ এবং ১২.৩৯ শতাংশ শেয়ার।

■ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য গাইডেড ওয়েপন সিস্টেম তৈরি করে এই সংস্থা। এর পাশাপাশি আন্ডার ওয়াটার ওয়েপন সিস্টেম, সারফেস টু এয়ার মিশাইল তৈরি করে।

■ বর্তমানে ভারত ডায়নামিক্সের তিনটি কারখানা রয়েছে। মহারাষ্ট্রের অমরাবতী, তেলেঙ্গানার ইব্রাহিমপতনম এবং উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে। আরও তিনটি কারখানা নির্মাণের কাজ চলছে।

■ ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষ শেষে সংস্থার হাতে রয়েছে ১৯,৫০০ কোটি টাকার অর্ডার। আগামী তিন বছরে আরও ২০,০০০ কোটি টাকার অর্ডার পাওয়ার আশা করছে সংস্থাটি।

■ ২০২৮-'২৯-এর মধ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে ভারত ডায়নামিক্স।

■ নেতিবাচক বিষয় হল, ডিফেন্স সেক্টরের অন্যান্য সংস্থার তুলনায় এর পি/ই বেশি। পাশাপাশি মার্চ কোয়ার্টারে ভারত ডায়নামিক্সে দেশি ও বিদেশি সংস্থাগুলির অংশীদারিত্ব কমেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

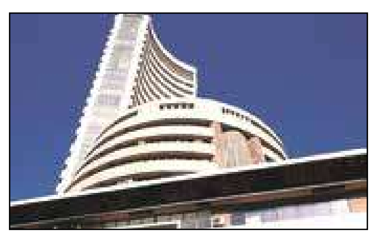

সব আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখে সর্বকালীন উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সেনসেক্স ৭৯৬৭১.৫৮ এবং নিফটি ২৪১৭৪.০০ পয়েন্টে পৌঁছে এই রেকর্ড গড়েছে। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে অবশ্য সেই অবস্থান থেকে সামান্য নেমে দুই সূচক থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৯০৩২.৭৩ এবং ২৪০১০.৬০ পয়েন্টে। পাঁচ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স ১৮২২.৮৩ এবং নিফটি ৫০৯.৫ পয়েন্ট উঠেছে। টানা উত্থানে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন লার্জ ক্যাপ সংস্থার শেয়ার।

সূচকের এই টানা উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে যে বিষয়গুলি তার মধ্যে অন্যতম হল বাজেট ইতিবাচক হওয়ার আশা, জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস, মূল্যবৃদ্ধির হার কমা, চলতি বছরের শেষার্ধে সুদের হার ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আশা ইত্যাদি। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে বাজেট পর্যন্ত এই উত্থানের ধারা অব্যাহত থাকবে। তবে মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকে যে কোনও সময়ে ধাক্কাও খেতে পারে শেয়ার বাজার। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

টেকনিকালি নিফটির সামনে এখন বড় রেজিস্ট্যান্স জোন হল ২৪২০০-২৪৩১৬ এবং সাপোর্ট জোন হল ২৩৮৫০-২৩৭৫০। অন্যদিকে সেনসেক্সের সামনে রেজিস্ট্যান্স জোন হল ৮০০০০-৮০২০০ এবং সাপোর্ট জোন হল ৭৮৪০০-৭৮০০০। এই মুহূর্তে দুই সূচক আছে যথাক্রমে ৭৯ হাজার এবং ২৪ হাজারের ওপরে। এর নীচে নামলে সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এর পাশাপাশি সাধারণ বাজেট পর্যন্ত শেয়ার বাজারে অস্থিরতা থাকবে। তাই লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

শেয়ার বাজারে যখন অস্থিরতা থাকে তখন লগ্নিকারীদের লগ্নির প্রাথমিক বিষয়ে বাড়তি নজর দিতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ার নির্বাচনের পাশাপাশি লগ্নির সময় নির্বাচনকেও গুরুত্ব দিতে হবে। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। কোনও একটি ক্ষেত্রে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য থাকলে ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। প্রয়োজনে মুনাফাও করা যেতে পারে। হাতে নগদের সংস্থান থাকলে যে কোনও সংশোধনের সুযোগে ফের লগ্নি করা যায়।

এই মুহূর্তে কয়েকটি নেতিবাচক বিষয়েও নজর রাখতে হবে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, তিব্বত নিয়ে আমেরিকা-চিনের ফের শুরু হওয়া সংঘাত, দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে পর্যাপ্ত বর্ষা না হওয়া ইত্যাদি।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম সামান্য কমেছে। আগামীদিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৪৪০.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৪/২০২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪১৮-৪৩২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪০৭৮৬, টার্গেট-৫৪৫।

■ **কানাড়া ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১১৯.৪৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৯/৫৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১০৪-১১২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৮৩৬৭, টার্গেট-১৫০।

■ **মিশ্র ধাতু নিগম :** বর্তমান মূল্য-৪৫৯.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪৭/২৬৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪২০-৪৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৬১২, টার্গেট-৫৮২।

■ **হেল্থকেয়ার গ্লোবাল :** বর্তমান মূল্য-৩৮০.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪০১/৩১০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৫৫-৩৭২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৯৫, টার্গেট-৪৭০।

■ **ন্যাটকো ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-১১৬৬.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৫৯/৬২১, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৮৯৯, টার্গেট-১৩৪০।

■ **গুজরাট গ্যাস :** বর্তমান মূল্য-৬২৮.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৪৯/৩৯৭, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫৯২-৬২২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৩২৬১, টার্গেট-৭০০।

■ **ইন্ডিগো পেন্টস :** বর্তমান মূল্য-১৩৭৩.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৮০/১২৫০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৫৩৮, টার্গেট-১৫৭০।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার হটকেকের মতো কেনাকাটা চলছে

বোধিসত্ত্ব খান

২৪,০০০ পেরোল নিফটি, ৮০,০০০-এর কাছে সেনসেক্স

রেজিস্ট্যান্স বলে কোনও কথা যেন ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য খাটছে না। বিগত এক বছরে নিফটি বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৫৬ শতাংশ এবং কেবলমাত্র ২০২৪-এ ১০.৪৯ শতাংশ। সেনসেক্স ২০২৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.৪ শতাংশ। পুট-কল রেশিও, মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি বা ওয়ারেন বাফেট ইন্ডিকেটর- কোনও কিছুরই পরোয়া নেই ভারতীয় শেয়ার বাজারের। যে সেক্টরগুলি মহার্ঘ লাগছিল, যে কোম্পানিগুলির দর চড়া মনে হচ্ছিল সেই স্টকগুলিতেই আরও বেশি করে লগ্নি করছেন রিটেল বিনিয়োগকারী সহ ইনস্টিটিউশনাল বায়ারস।

গত দু'বছর ধরে যে সেক্টরগুলি র‍্যালি করেছিল, সেগুলির বিশেষ কয়েকটা কোম্পানিতে র‍্যালি আরও জোরদার হচ্ছে। রেলওয়েজ, ডিফেন্স এবং শিপিংয়ে র‍্যালি চোখে পড়ার মতো। এছাড়া অন্যান্য সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিতেও বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করে চলেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই র‍্যালি আর কতদিন চলতে পারে? সামনে কেন্দ্রীয় বাজেট। ফলে কোন কোন সেক্টর এই বাজেট থেকে উপকৃত হতে পারে তাই নিয়ে জোর চর্চা চলেছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কনজিউমারমুখী সেক্টরগুলিও কি কোনও সুবিধা পেতে পারে? গ্রামীণ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর কি সুনজর পড়তে পারে? মানুষ কি কিছু কর ছাড়ের প্রত্যাশা করতে পারেন? এই সবকিছু নিয়েই শেয়ার বাজার সরগরম।

শুক্রবার যে স্টকগুলি ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ভারতী এয়ারটেল, বাওকন, ক্যানফিন হোমস, ডিভিস ল্যাব, জিই শিপিং, গোদরেজ প্রপার্টিজ, গ্রাসিম, আইজিএল, ইন্ডিয়া সিমেন্টস, ইনডাস টাওয়ার, ইনফোএজ, কল্যাণ জুয়েলার্স, এলআইসি হাউজিং ফিন্যান্স, অয়েল ইন্ডিয়া, প্রাজ ইন্ডাস্ট্রিজ, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, শক্তি পাম্পস, ট্রেন্ট, ভোডাফোন আইডিয়া প্রভৃতি।

শুক্রবার যে বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানিতে র‍্যালি হয়েছে তার অন্যতম কারণ হল, তারা নিজের ট্যারিফ বা শুল্ক বাড়াতে চলেছে ৩ জুলাই থেকে। ভারতী এবং জিও প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে। এর ফলে সামনের কয়েক মাসে তাদের রেভেনিউ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে র‍্যালি করে চলেছে সিমেন্ট সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানি। সবচেয়ে বেশি র‍্যালি দেখতে পাওয়া গিয়েছে ইন্ডিয়া সিমেন্টসে। গত পাঁচটি ট্রেডিং দিনে এই কোম্পানির শেয়ার র‍্যালি করেছে

৩০.১৪ শতাংশ। বিগত এক বছরে ইন্ডিয়া সিমেন্টস র‍্যালি করেছে ৩৮.৭৩ শতাংশ এবং পাঁচ বছরে র‍্যালি এসেছে ১৯৪.৮৪ শতাংশ।

ভারতের সবচেয়ে বড় সিমেন্ট কোম্পানি আল্ট্রাটেক সিমেন্ট, ইন্ডিয়া সিমেন্টসে ২৩ শতাংশ স্টেক কিনতে চলেছে এবং এই খবর আসার পরই বিভিন্ন সিমেন্ট কোম্পানিতে র‍্যালি হয়েছে। আল্ট্রাটেক সিমেন্ট গত পাঁচটি ট্রেডিং সেশনে র‍্যালি করেছে ৯.০৭ শতাংশ এবং এক বছরে ৪০.৪৬ শতাংশ। বার্নপুর সিমেন্ট যা লিস্টিংয়ের পর কেবলমাত্র বিনিয়োগকারীদের সম্পদ নষ্ট করেছে। সেটাও গত পাঁচটি ট্রেডিং সেশনে র‍্যালি করেছে ৫৩.৩৫ শতাংশ। গত এক বছরে এই শেয়ার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩১.২৬ শতাংশ। গত পাঁচ বছরে এর শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০৩ শতাংশ। এই কোম্পানি নিজের সমস্ত পণ্য বিক্রি করে থাকে আল্ট্রাটেক সিমেন্টকে একটি অফটেক চুক্তির মাধ্যমে। বিগত পরপর দু'দিন এই কোম্পানির শেয়ার ২০ শতাংশ আপার সার্কিটে ছিল।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলিতে ভালো উত্থান এসেছে তার মধ্যে রয়েছে সিডিএসএল, জেকে টায়ার, নাজারা টেকনলজিং, পারসিসটেন্টাং, কেপিআই গ্রিন প্রভৃতি। এদিন বেশ কিছু কোম্পানিতে পতনও আসে। তার মধ্যে রয়েছে সম্বর্ধনা মাদারসন সুমি, পলিক্যাবাং, ভোডাফোন আইডিয়া, কামিন্স ইন্ডিয়া, পিভিআর আইনক্স, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকাং, বস, মুথুট ফিন্যান্স প্রভৃতি।

শুক্রবার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ দেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে ২১ লক্ষ কোটি টাকার মার্কেট ক্যাপিটাল ছাড়িয়ে যায়। এদিনই রিলায়েন্স তার সর্বকালীন উচ্চতা ৩১৬২ টাকায় পৌঁছে যায়। জিও তার ট্যারিফ বাড়াতে পারে এই অনুমানের ভিত্তিতে গত কয়েকদিন ধরেই রিলায়েন্সের শেয়ারদর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত পাঁচটি ট্রেডিং সেশনে রিলায়েন্সের শেয়ারদর বেড়েছে ৮.৫১ শতাংশ। গত এক বছরে তার দর বৃদ্ধি হয়েছে ২২.৬৬ শতাংশ। সোমবার শেয়ার বাজার নতুন সর্বকালীন উচ্চতা ছাড়াবে নাকি ট্রেডাররা নিজের লাভ ঘরে তুলবেন শেয়ার বিক্রি করে, তা দেখার।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

বিশ্ব মুঠোয়

ওঁরা দুজনেই ঘোষণা করলেন, টি২০ ম্যাচ আর খেলবেন না। শেষ ম্যাচ হয়তো জীবনের সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকল। তেরঙা কাঁধে, বিশ্বকাপ হাতে রোহিত ও বিরাট।

কখনও ঘাসে চুম্বন করলেন, কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। এ যেন অন্য রোহিত।

এক একটা ছবি এক এক রকম কথা বলে। চিরকাল মনে রেখে দেওয়ার মতো সব ফ্রেম। ওয়েস্ট ইন্ডিজে রো-রা যুগলবন্দিতে বিশ্বকাপ জেতার পর কিছু ছবি নিয়ে এই পাতা। যেখানে অধিনায়ক রোহিত, কোচ রাহুল, ম্যাচের সেরা বিরাট, টুর্নামেন্টের সেরা বুমরাহ - প্রত্যেকে ভাসছেন আবেগে।

আইপিএলজুড়ে তাঁদের তিক্ত সম্পর্ক ঘিরে প্রচুর লেখালেখি। কাপ জিতে কান্না ও আবেগে ভাসলেন হার্দিক ও রোহিত।

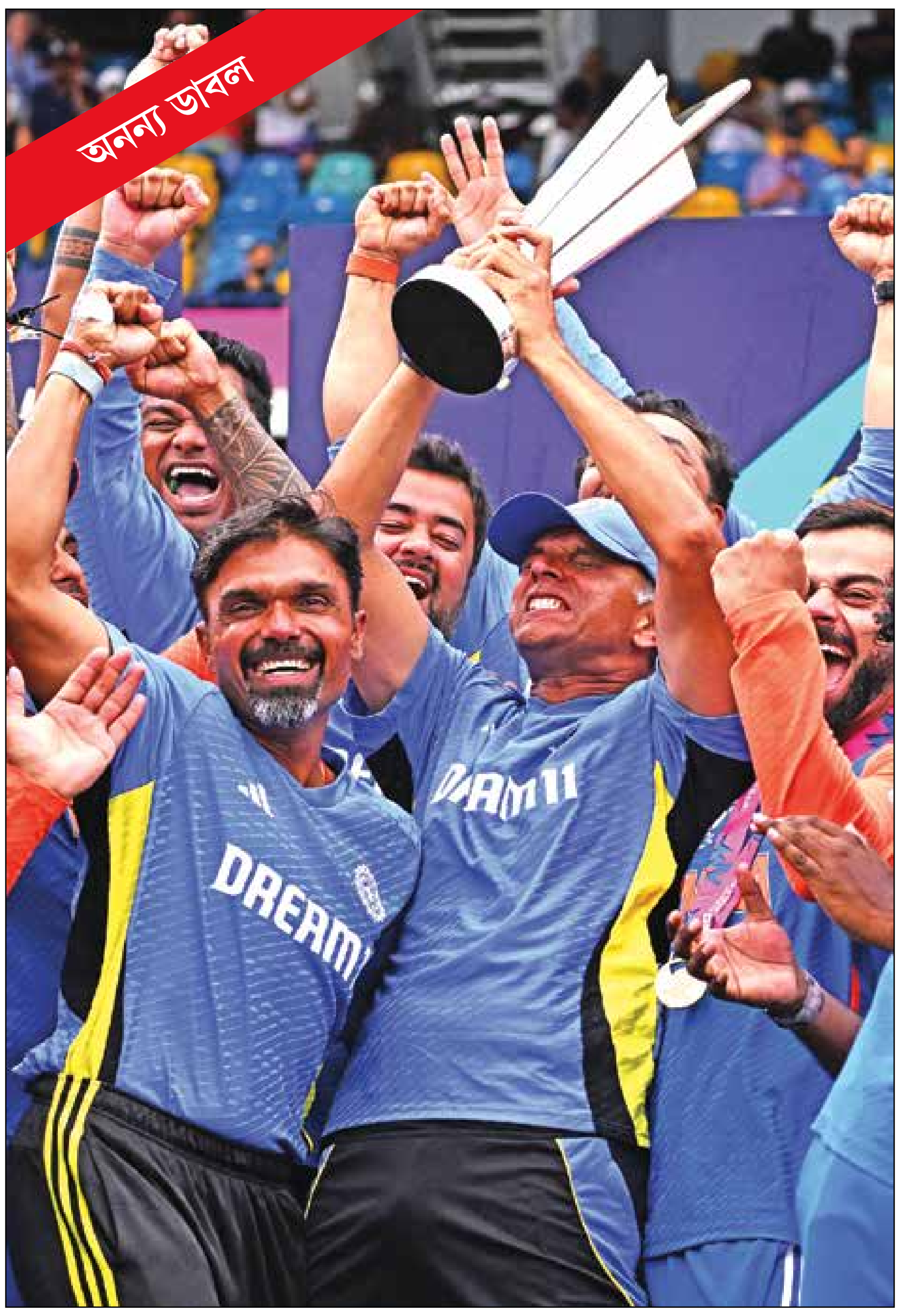

ছোটদের পর বড়দের বিশ্বকাপেও চ্যাম্পিয়ন কোচ দ্রাবিড়। এমন উচ্ছ্বাস দেখাতে তাঁকে কবে দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব?

স্ত্রী রীতিকা ও মেয়ে সামাইরাকে নিয়ে আবেগমথিত রোহিত শর্মা।

মাসকয়েক আগেও জল্পনা ছিল, আর খেলতে পারবেন কি না। সেই ঋষভ বিশ্বসেরা হয়ে খুললেন শ্যাম্পেনের বোতল।

সূর্যকুমারের হাতে বন্দি ডেভিড মিলারের জীবন। ফাইনালের মোড় ঘুরল ওখান থেকেই।

মিম নম্বর ওয়ান। দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ধোনি ও রোহিতকে নিয়ে এটা বানিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। মিম নম্বর টু। বিরাট কোহলির টি২০ ম্যাচ বলে এমনই বানিয়েছে আইসিসি।

বিশ্বকাপে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হলেন তিনিই। জসপ্রীত বুমরাহের আনন্দ আর ধরে না কাপ হাতে নিয়ে।

ফের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাবি নগেনের

গৌরহরি দাস ও শুভঙ্কর সাহা

কোচবিহার, ২৯ জুন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর এবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দিল্লিতে একান্তে বৈঠক করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন রায়। শনিবার পার্লামেন্টের বিশেষ ঘরে রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে তিনি ওই বৈঠক করেন। নগেন জানিয়েছেন, প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলা ওই বৈঠকে তিনি কোচবিহারকে ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ঘোষণার যে দাবি রয়েছে, সেকথা তুলে ধরেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কোচবিহার সফরে এসে নগেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। চকচকায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করেছিলেন। তারপর বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেনকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যেই দিল্লিতে গিয়ে প্রথমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, তারপরে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আর তারপর শনিবার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। দিল্লিতে গিয়ে এভাবে একের পর এক বিজেপির শীর্ষস্থানীয় হেভিওয়েট মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করার পিছনে নগেনের কী পরিকল্পনা রয়েছে, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে কোচবিহার জেলাজুড়ে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে নগেন রাজনাথের কাছে দাবিপত্র পেশ করেন। নগেনের দাবি, রাজনাথ সেগুলি বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, 'রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে এদিন ১৫ মিনিটের মতো কথা হয়েছে। কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য হিসেবে ঘোষণা বা ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ঘোষণার দাবি সহ বিভিন্ন দাবির কথা তাঁকে জানিয়েছি। এছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

সংসদ ভবনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের কার্যালয়ে রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়।

রঞ্জনের জমির খোঁজ মিলল গজলডোবায়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৯ জুন : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীর নির্দেশে শনিবার গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বেদখল হওয়া ৬৩ ডেসিমাল জমি পরিদর্শন করে ফিরে আসার সময় সেতুর দক্ষিণদিকের আরেকটি খাসজমি বেদখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ মেলে। জমিদখলের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার। রঞ্জন অবশ্য দাবি করেন, জমিটি তিনি একজনের কাছ থেকে কিনেছিলেন। তবে জমি সংক্রান্ত কোনও কাগজ বা দলিল তাঁর কাছে নেই।

এদিন গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বেদখল জমি পরিদর্শনে যান কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, বিডিও প্রশান্ত বর্মন, বিএলএলআরও, ভোরের আলো থানার পুলিশ আধিকারিক এবং এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। ৬৩ ডেসিমাল জমির মালিক শিলিগুড়ির বাসিন্দা বিপ্লব সাহা বলেন, 'জমির পাট্টা দেখে আমি জমিটা কিনেছি। তবে আমার কাছে কোনও কাগজ নেই।' ফেরার সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গজলডোবার ঝুলন্ত সেতুর দক্ষিণদিকে প্রায় ৮ বিঘা জমি দেখিয়ে দেন। অভিযোগ, সেই জমিটিও বেদখল হয়ে গিয়েছে। জমির কেয়ারটেকার জানান, জমিটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার। কেয়ারটেকারের কথায়, 'আমি পাঁচ বছর ধরে এই জমির দেখভাল করছি। এই এলাকায় সব জমি খাসজমি বলে আমি জানি। তবে জমির কাগজ রয়েছে কি না বলতে পারব না।' ২৫ বছর ধরে বসবাস করেও জমির পাট্টা পাননি এলাকাবাসী। এদিকে, রঞ্জন শিলিগুড়িতে থেকেও ৮ বিঘা জমির পাট্টা পান কী করে, প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযোগের ভিত্তিতে রঞ্জনের দাবি, ১৯৮৭ সালে তিনি একজনের দখল সত্ত্বেও ৮ বিঘা জমি কিনেছিলেন। জমিটা খাসজমি। তিনি একা নন, শিলিগুড়ির আরেক কাউন্সিলার দুলাল দত্তও সেখানে জমি কিনেছেন। তাঁর কথায়, 'গজলডোবা প্রোজেক্ট হওয়ার সময় প্রায় দুই বিঘা জমি ছেড়েছি। কিন্তু তার জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ চাইনি। সরকারের কাছে জমিটির লিজ চেয়েছিলাম, সেটাও পাইনি।' জমির কাগজ রয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন, 'জমির কোনও দলিল বা পাট্টা খতিয়ান আমার কাছে নেই।'

পরিদর্শক দলটি শেষে যায় গজলডোবার মনসা মন্দির এলাকায়। সেখানে বিপ্লব বালা নামে এক ব্যক্তিকে কাগজপত্র নিয়ে বিএলএলআরও অফিসে যেতে বলেন রাজগঞ্জের বিডিও। তাঁর বাড়ির সামনে থাকা ঘরটি ভেঙে দিতে বলেন। বিপ্লবের অভিযোগ, 'আমি বিজেপি করি বলে আমার এখানে এসে একথা বলা হয়েছে। গোটা পাড়ার কারও কাছে জমির কাগজ নেই। তাঁদেরকে কেন বলা হল না? আমি ২৫ বছর ধরে এখানে সংসার নিয়ে বসবাস করছি।'

রঞ্জনের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মালবাজারের মহকুমা শাসক শুভম কুন্দল বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান। রাজগঞ্জ বিএলএলআরও সুখেন রায়ও দখলকৃত জমি সমীক্ষা করে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেন। বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানান, মহকুমা শাসকের নির্দেশে বেদখল হওয়া ৬৩ ডেসিমাল জমি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সদর মহকুমা শাসকের নির্দেশমতো সোমবার তাঁরা রিপোর্ট পেশ করবেন। তবে সরকারি জমি যেই দখল করুক না কেন রেয়াত করা হবে না। তাঁর সংযোজন, 'তবে শুনেছি ওখানে বিজেপি নেতা তপন রায়ও হোটেল করেছেন।'

বেদখল জমির খোঁজে প্রতিনিধিদল। শনিবার।

নার্সিংহোমে হামলার অভিযোগে ধৃত ৬

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : রাতে সেবক রোডে দুষ্কৃতী, নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য নতুন নয়। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তবে রাস্তায় নয়, একেবারে সেবক রোডের এক নার্সিংহোমে হুজ্জতির ঘটনা ঘটাল একদল তরুণ। শুধু তাই নয়, নিজস্ব গাড়িতে এসে নার্সিংহোমের সামনে বাজাল হুটারও। যদিও একটি সাধারণ গাড়িতে হুটার কোথা থেকে এল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে, মদ্যপ হয়ে হুজ্জতির অভিযোগে ওই ছয়জনকে ভক্তিনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও পরে পিআর বন্ডে তারা ছাড়া পেয়েছে। যদিও একের পর এক এধরনের ঘটনায় সেবক রোডের রাতের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রয়োজনীয় নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ওই তরুণরা স্থানীয় একটি পাব থেকে ভোরের দিকে বের হয়। একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মদ্যপ ওই তরুণরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। এরমধ্যেই একজন মদ্যপ ভার সামলাতে না পেরে পড়ে যায়, তার মাথায় আঘাত লাগে। এরপর গাড়িতে বাকিরা তাকে নিয়ে সেবক রোডেরই একটি নার্সিংহোমে যায়। নার্সিংহোম সূত্রে খবর, হঠাৎই তারা হুটারের শব্দ শুনতে পায়। এরপর বাইরে বেরিয়ে দেখে ওই গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপর ওই তরুণরা তাদের বন্ধুকে নিয়ে ওই নার্সিংহোমে ঢুকতে যায়। তারা স্ট্রেচার চাইলে গার্ড বলেন, ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে। এরপরই ওই তরুণরা ভেতরে ঢুকে হুজ্জতি শুরু করে বলে অভিযোগ।

নার্সিংহোমের এক কর্তা বলেন, 'যাকে ওঁরা এনেছিলেন, তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল। হুজ্জতি শুরু হতেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওঁদের নিয়ে যায়।'

কিছুদিন আগেও সেবক রোডের একটি মিলে রাতে এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ঢুকে যাওয়াকে কেন্দ্র করে মারপিট হয়েছিল। সে ঘটনায় মিলের নিরাপত্তারক্ষীর মাথা ফেটেছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত চার মাসে সেবক রোডে রাতে একটি অপহরণের চেষ্টা ও একটি অপহরণ করে সর্বস্ব লুটের ঘটনাও ঘটেছে।

সেবর রোডের বাসিন্দাদের কথায়, প্রশাসন এব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা না নিলে এধরনের সমস্যা আরও বাড়বে।

জনসচেতনতা মিছিল

কিশনগঞ্জ, ২৯ জুন : কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জে শনিবার নেশামুক্তি জনসচেতনতা মিছিল পথ পরিক্রমা করল। উদ্যোক্তা পত্রকার যুবা মঞ্চ। মিছিলে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিক, সাংবাদিক সহ বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। এদিন ঠাকুরগঞ্জ থানা চত্বর থেকে মিছিল বেরিয়ে হাসপাতাল রোড, মস্তান চক, শিবমন্দির, জিলবিয়া চক পরিক্রমা করে থানা চত্বরে এসে শেষ হয়। ঠাকুরগঞ্জের এসডিপিও মঙ্গলেশ সিং জানান, সাংবাদিকদের এই উদ্যোগকে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিশেষ করে নেশার কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা ও নব প্রজন্মকে নেশামুক্ত করাই মিছিলের উদ্দেশ্য।

বাংলোয় আগুন রুখতে তৎপরতা

ময়নাগুড়ি, ২৯ জুন : গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের আওতাধীন বনবাংলো এবং কটেজগুলো পরিদর্শন করল বিশেষ টিম। শনিবার বন দপ্তর এবং দমকল বিভাগের একটি প্রতিনিধিদল গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই এলাকার কালীপুর ইকো ভিলেজ এবং রাইনো ক্যাম্প সহ বন দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন কটেজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও নিমা শেরপা, গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দে, ময়নাগুড়ি দমকল বিভাগের ওসি কৃষ্ণগোপাল ঘোষ সহ অন্যরা এদিন কটেজগুলো ঘুরে দেখেন।

খাদে গাড়ি, আহত ৩

বাগডোগরা, ২৯ জুন : সেবক করোনেশন সেতুর কাছে একটি স্করপিও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। সেবক ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে। সেবক ফাঁড়ির ওসি তপন দাস বলেন, 'এদিন বেলা ১২টা নাগাদ কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। করোনেশন সেতুর কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তার গভীর খাদে গাড়িটি পড়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্করপিও। শনিবার।

জাতীয় সড়কে দুর্ভোগ

লিকুভির-এ ফের ধস নামায় বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। শনিবার।

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : কখনও খোলা থাকছে তো পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়ে দুর্ভোগ যেন কিছুতেই দূর হচ্ছে না। শনিবারও এমন দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে চালক এবং এই পথে চলাচলকারীদের। এদিন সকালে লিকুভির এবং ২৭ মাইলে ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কটি দিয়ে যান চলাচল। প্রশাসনের তরফে গাড়িগুলিকে সেবক-গরুবাথান-আলগারা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও লিকুভির এবং ২৭ মাইল থেকে ধসের বালি-পাথর সরিয়ে দেয় পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন। এরপরেই রাস্তাটি খুলে দেওয়া হয়।

পূর্ত দপ্তরের এক বাস্তুকার বলেন, 'সকালে বন্ধ থাকলেও পরবর্তীতে রাস্তাটি খুলে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় নতুন করে কোথাও ধস নামেনি।'

তবে পশ্চিমবঙ্গের অংশে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস না নামলেও বিকেল হতে না হতেই সিকিমের সিংতাম এবং গ্যাংটকের মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামে। সেইসঙ্গে প্রবল বর্ষণ হওয়ায় বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তাটি। এই পথে চলতে গিয়ে একটি ট্রাক বিকল হয়ে যায়। ফলে সিংতাম ও গ্যাংটকের মধ্যে বিকল্প রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করে।

সুকান্তর অভিযোগ, কটাক্ষ তৃণমূলের

কোচবিহার থেকে নজর ঘোরাতে হকার উচ্ছেদ

কলকাতা, ২৯ জুন : কোচবিহারে বিজেপি নেত্রীর ওপর হামলার ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই কলকাতা তথা রাজ্যজুড়ে হকার উচ্ছেদের নাটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ওই নেত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধর করার পর রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন সুকান্ত। শনিবার সুকান্ত বলেন, 'রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। এজন্যই বাড়ছে গণপিটুনিতে খুনের ঘটনা।' শুক্রবারের পর এদিনও কলকাতায় এক তরুণকে মোবাইল চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। সেই বিষয়ে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে যেসব বিধানসভা এলাকায় বিজেপি ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে, সেই সব আসনে কীভাবে জেতা যায় তার পরিকল্পনাও চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সুকান্তর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হলেও রাজ্যের মহিলারা সুরক্ষিত নন, মহিলাদের ওপর অত্যাচার বাড়ছে। এদিন তিনি কোচবিহারে দলীয় নেত্রীর ওপর নির্যাতনের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, ২৫ জুন কোচবিহারের ঘোকসাডাঙায় ওই মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়। কিন্তু ওই মহিলা প্রশাসনের কোনও সাহায্য পাচ্ছেন না, উলটে বাড়িও যেতে পারছেন না। স্থানীয় পার্টি অফিসে তিনি ও তাঁর পরিবার থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি বলেন, 'উদয়ন বাহিনী ওই এলাকার দখল নিয়েছে। নির্যাতিতা বাড়িতে গেলে তাঁর ওপর চরম নির্যাতন ও আক্রমণ নেমে আসবে। এই পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরাতেই হকার উচ্ছেদের নাটক করা হয়েছে।' সুকান্তর এই অভিযোগের পালটা তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'পারিবারিক একটি সমস্যাকে রাজনীতিকরণ করে ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। ওই ঘটনায় পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ করে রাজ্যের নাম কালিমালিপ্ত করছে।'

লোকসভা নির্বাচনে গতবারের তুলনায় এবার কম আসন পেলেও বেশি সংখ্যক বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সেই সমস্ত আসনের দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, '৯০টি আসনে আমরা এগিয়ে আছি। এছাড়া ১৪৬টি আসনে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছি। ওই সমস্ত আসনে কী করে জেতা যায় তা নিয়ে পরিকল্পনা চলছে।' এক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা পরাজিত হয়েছেন এবং জয়ী হয়েছেন তাঁদের সকলকে নিয়েই মাঠে নামছে বিজেপি। যে চারটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে, তাতে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবেন বলে তিনি জানান। বঙ্গ বিজেপির সঙ্গে আরএসএস-এর দূরত্ব বাড়ার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, আরএসএস একটি সামাজিক সংগঠন। এই বিষয়ে যা বলার আরএসএসই বলবে। রাজ্যজুড়ে সরকারি জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে সুকান্তর জবাব, শুধু জমি নয় নদী, বালি সব কিছুই লুট চলছে। ঝাড়গ্রাম লোকসভা এলাকায় কয়েক হাজার কোটি টাকার বালি লুট হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি লাইসেন্স ছাড়াই প্রকাশ্যে বালি তোলা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।

নিকাশিনালা নেই, রাস্তায় জমছে জল

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ জুন : নিকাশিনালা না থাকায় রাস্তায় জমছে জল। পাশাপাশি, বৃষ্টির জল জমে নষ্ট হচ্ছে ফসলও। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম জোরপাকড়ির ঘটনা। নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু লাভ হয়নি। ফের তাঁরা একই দাবিতে সরব হয়েছেন। প্রধান অবশ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম জোরপাকড়িতে কোনও নিকাশিনালা নেই। যার ফলে রাস্তায় জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে জোকপাকড়ি, চিকনমাটি, বিধাননগর সহ একাধিক গ্রামে যাতায়াত করেন বহু মানুষ। জল জমে থাকায় নাকাল হচ্ছেন বাসিন্দারা। তাঁরা জানান, সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার পাশাপাশি ধান, চা এবং আনারসের জমিও জলের তলায়। ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। অভিযোগ, বহুবার আবেদন জানানোর পরও সমস্যা সমাধানে কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা সামাদ আলি বলেন, 'গ্রামের মানুষ বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ থেকে বিডিও অফিস, সব জায়গায় জানিয়েছেন। কিন্তু আশ্বাস ছাড়া বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি।'

বধূর অশ্লীল ছবি তোলায় তরুণকে গণপিটুনি

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জুন : অসতর্কতার সুযোগে এক গৃহবধূর অশ্লীল ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া এক তরুণ গণপিটুনি খেল। শনিবার সন্ধ্যায় মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরির কাংড়াতলি মোড় সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওই তরুণ চুপিসারে ওই গৃহবধূর অশ্লীল ছবি তুলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে। সে বারবার টাকার দাবিও করতে থাকে। ওই তরুণ এদিন স্থানীয় এলাকায় এলে ওই বধূর পরিবারের সদস্যরা মিলে তাকে পাকড়াও করে গাছে বেঁধে জুতো ও লাঠি দিয়ে মারধর করেন। কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ ওই তরুণকে উদ্ধার করে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সে সেখানেই চিকিৎসাধীন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। ওই বধূর পরিবার সূত্রে অবশ্য খবর, ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হবে।

এদিন ওই বধূ বললেন, 'আমার অশ্লীল ছবি তুলে ওই তরুণ বেশ কয়েক মাস ধরে আমার কাছে টাকা দাবি করে আসছে। টাকা না দিলে ওই ছবি সে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয়। কয়েকবার টাকাও দিয়েছি। কিন্তু তারপরও টাকা চাওয়া বন্ধ হয়নি। এর ওপর আবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের মতো আবদার করতে থাকে। তাই বাড়িতে জানানো হয়। পরিবারের লোকজনদের দিয়ে এদিন ওকে পাকড়াও করা হয়।'

রাজ্যপালের অপসারণে উদ্যোগী কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

বোস দায়িত্বভার নিয়েই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্য সরকারের অনেক অফিসারকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পদে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত ভিনরাজ্যের অফিসার, কর্মীদের অনেকে নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে বাড়িতে বসে কাজ করছেন।

লোকসভা ভোটে বাংলায় সদ্য খারাপ ফলের পর বিজেপির নজরে এখন ২০২৬ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যোগ্য কাউকে এ রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করতে চায়, যাতে তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলায় পদক্ষেপ করা যায়। প্রতি পদে রাজ্যের সঙ্গে ঝামেলাতেও কিছুটা বিরক্ত দিল্লির কর্তারা। পরবর্তী রাজ্যপাল বাছাই পুরোপুরি নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ওপর। সংসদের বিশেষ অধিবেশন শেষ হলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত তীব্র ছিল জগদীপ ধনকর রাজ্যপাল থাকাকালীনও। কিন্তু বোস দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাথমিক সখ্যের আবহাওয়া কাটিয়ে বিরোধ চরমে উঠেছে। কাজের ধারা আলাদা হলেও ধনকর ও বোস রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় কট্টর ভূমিকা নেন। পেশায় আইনজীবী ধনকরের অস্ত্র ছিল তাঁর আইনি জ্ঞান আর প্রাক্তন আমলা বোস নির্ভর করেন আমলাতান্ত্রিক দক্ষতার ওপর।

কিন্তু বোসের জন্য কেন্দ্রের অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, রাজভবনের এক কর্মীর শ্লীলতাহানিতে তাঁর নাম জড়িয়ে পড়ায়। রাজ্যপাল পদের বিশেষ সুরক্ষা কবচের জন্য রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু অস্বস্তি কাটানো যায়নি। তারপর দুই বিধায়কের শপথগ্রহণকে কেন্দ্র করে রাজভবন ও নবান্নের মধ্যে এখন চরম অচলাবস্থা। এতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজভবনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় বিরক্ত হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তারপরই রদবদলের ভাবনা।

ব্যবসার সঙ্গীকে মার পুলিশকর্তার

প্রথম পাতার পর

যার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থানার কাছে রয়েছে। কিন্তু পুলিশ সেখানে আমাদের লিখিত অভিযোগ নেয়নি। উলটে ভাস্করের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে আমার স্বামীকে পুলিশ ১৬ তারিখ গ্রেপ্তার করে।'

১৭ তারিখ বিকাশকে শিলিগুড়ি আদালতে তুলে পুলিশ ৩ দিনের হেপাজত চেয়েছিল। কিন্তু সেখানে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আদালত প্রশ্ন তুলে বিকাশের জামিন মঞ্জুর করে। ওই দিনই উমা গোটা বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। উমার কথায়, 'শিলিগুড়ি থানা অভিযোগ না নেওয়ায় কমিশনারেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করি। কিন্তু প্রায় ১৩ দিন পার হয়ে গেলেও পুলিশ এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি। গোটা টাকা ফেরত দেব সেটা আগেই বলেছি। কিন্তু ভাস্কর যেভাবে নিজের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন তা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশের এমন ভূমিকা হবে তা আশা করিনি।' যদিও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) দীপক সরকার।

এদিকে, ওই মহিলার অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি করেছেন ভাস্কর। পুলিশকর্তার কথায়, 'টাকা ফেরত না দেওয়ার জন্য বিকাশ ও তাঁর স্ত্রী নাটক করছেন। আমি কাউকে মারধর করিনি বা হুমকিও দিইনি। আমি ব্যাংকের রেকারিং ডিপোজিট ভাঙিয়ে এবং আলাদা ঋণ করে ৩২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম। পুলিশ কী করেছে সেটা আমার জানা নেই।'

উমা রায়ের আইনজীবী অলোক ধাড়ার বক্তব্য, 'পুলিশের দায়িত্ব মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া। কিন্তু সেই রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে যায়, তখন সমাজের কী দুর্গতি হয়, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। পুলিশ যদি প্রভাব খাটিয়ে সাধারণের ওপর অত্যাচার শুরু করে আর প্রশাসন যদি নীরব থেকে যায়, তবে মানুষ কোথায় যাবে? আদালত পুলিশের ভূমিকাকে ভর্ৎসনা করেছে। এমন পুলিশ আধিকারিককে কড়া শাস্তি দেওয়া উচিত।'

জল অনিশ্চিত

প্রথম পাতার পর

একই সমস্যা পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগর এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা রবি শা'র বক্তব্য, 'জল তো আমরা এখন কিনেই খাচ্ছি। জারবন্দি জল কিনে আনা হচ্ছে। পুরনিগমের জলে ভরসা করতে পারছি না।' ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকাতেও দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জল আসছে না । বাবুপাড়ার বাসিন্দা সঞ্চিতা দেবনাথের বক্তব্য, 'জল তো ঘোলা আসছে। পুরনিগমের জল খেয়ে আমাদের পেটের সমস্যা হয়েছিল। তাই এখন আর এই জল খেতে ভরসা পাচ্ছি না।'

গাড়ির ছাদে রান্নার গ্যাস পাচার পাহাড়ে

যাত্রীদের প্রাণহানির প্রবল আশঙ্কা

নকশালবাড়ি, ২৯ জুন : যাত্রীবাহী গাড়ির ছাদে বিপজ্জনকভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। এক-দুটি নয়, একসঙ্গে যাচ্ছে প্রায় আট-দশটি সিলিন্ডার। এভাবেই দৈনিক নকশালবাড়ি থেকে অসংখ্য গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার যাচ্ছে পাহাড়ে। পুটুংয়ের এক চালকের কথায়, 'এর অধিকাংশই চোরাপথে নেপালের বিভিন্ন হোটেল, দোকানে যায়। কিছু যায় গ্যারাজে। সেখানে গাড়িতে গ্যাস ভরার জন্য নেওয়া হয়।' পাশাপাশি মিরিকের নানা এলাকায় এই সিলিন্ডার পৌঁছে দিচ্ছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এভাবেই রোজ নকশালবাড়ি থানার সামনে থেকে যাত্রীবাহী গাড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডার পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ। নকশালবাড়ি থানার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে পাহাড়গামী যাত্রীবাহী গাড়িগুলি। এখান থেকেই কার্সিয়াং, দার্জিলিং, মিরিকের বহু বাসিন্দা দৈনিক কর্মসূত্রে যাতায়াত করেন।

অভিযোগ, নকশালবাড়িতে দিনের পর দিন পুলিশের নাকের ডগায় এমন ঘটনা ঘটছে। এনিয়ে যাত্রীদের একাংশ আপত্তি জানালেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গাড়ির ভিতর বসা মিরিকের বাসিন্দা জিমন তামাং বলেন, 'ছাদে মালপত্র রাখার জায়গা নেই। গোটা ছাদ সিলিন্ডারে ভর্তি। এমনকি, ভিতরে সিটের নীচেও ডাঁই করে সিলিন্ডার রাখা রয়েছে। প্রতিবাদ করলেই গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তাই, কেউ কিছু বলি না। এসব এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

বাসিন্দাদের একাংশের আশঙ্কা যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ও জীবনহানি হতে পারে। সবটাই চলছে নকশালবাড়ি পুলিশের সামনে। অতীতে নকশালবাড়িতে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সতর্ক হয়নি পুলিশ। তাই, পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পাহাড়ে রান্নার গ্যাসের দাম সমতলের থেকে এক-দুশো টাকা বেশি। ফলে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নকশালবাড়ি থেকে রান্নার ভর্তি সিলিন্ডার বেআইনিভাবে পাহাড়ের দোকান কিংবা বাড়িতে বিক্রি করে মুনাফা লুটছে। পাশাপাশি পাহাড়ি পথ মানঝা, লোহাগড়, পুটুং হয়ে এই সিলিন্ডারের কিছু অংশ নেপালেও পৌঁছে যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, উজ্জ্বলা গ্যাস ব্যবহারকারীরা বছরে ১২টি সিলিন্ডার কিনতে পারেন না। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যক্তি এমন গ্রাহকদের নামে সিলিন্ডার তুলে তা চড়া দামে বিক্রি করেন। শনিবার নকশালবাড়ি থানার সামনে একটি গাড়িতে সিলিন্ডার তুলছিলেন দুই তরুণ। এ ব্যাপারে তাঁদের স্পষ্ট উত্তর, নকশালবাড়ি থেকে রোজ এভাবেই সিলিন্ডার নিয়ে যাওয়া হয়। এতে দু'পয়সা বেশি মেলে। শুধুমাত্র প্যাসেঞ্জারে লাভ হয় না।

এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশন নর্থ বেঙ্গল ও সিকিমের সেক্রেটারি কৌশিক সরকার বলেন, 'যাত্রীবাহী গাড়ির ছাদে গ্যাস নিয়ে যাওয়া বেআইনি। এমনকি, ব্যক্তিগত গাড়িতেও এসব নেওয়া যায় না। এগুলি পুলিশের দেখার ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। পাহাড়ে সিলিন্ডারের দাম বেশি। তাই, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এসব করছে।' দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, তাঁদের কাছে গ্যাস সিলিন্ডার পাচারের খবর নেই। তবে নকশালবাড়ি থানার সামনে এমন ঘটনা ঘটলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নকশালবাড়ি থানার সামনে যাত্রীবাহী গাড়ির ছাদে গ্যাস সিলিন্ডার

অবাধে পাচার

- নাকশালবাড়ি থানার নাকের ডগায় রোজ যাত্রীবাহী গাড়িতে পাচার হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার
- স্থানীয়দের দাবি, এগুলি যাচ্ছে কার্সিয়াং, মিরিক ও দার্জিলিংয়ে
- সেখানকার হোটেল ও দোকানে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে
- শুধু গাড়ির ছাদেই নয়, ভিতরেও যাত্রীদের পায়ের নীচেও রাখা হচ্ছে সিলিন্ডার

জেলার খেলা

সেমিফাইনাল ৩ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের রামগোপাল আগরওয়াল, অমৃতকুমার চৌধুরী, বিমলা পাল ও জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে প্রথম সেমিফাইনাল ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। খেলবে তরুণ তীর্থ ও বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। ৪ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে রবীন্দ্র সংঘ ও এনআরআই।

ঐকমত্যের কথা বলে ঝামেলা বাড়ান মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : অষ্টাদশ লোকসভা গঠিত হওয়ার পর থেকেই শাসক-বিরোধী তর্জায় তেতে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। বিরোধীদের সংবিধানের আক্রমণের অভিযোগের জবাবে জরুরি অবস্থাকে ঢাল করেছে বিজেপি।

অন্যদিকে নিট, নেট কাণ্ড নিয়ে লাগাতার কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তুলছে কংগ্রেস। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদ চালানোর কথা বলেছিলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। শনিবার একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঐকমত্যের কথা বলে বিবাদ বাড়িয়ে তোলেন। সোনিয়ার মতে, লোকসভা ভোটের ফলে বিজেপি ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও মোদি মনে করছেন কিছুই বদলায়নি। অথচ জনাদেশে স্পষ্ট, এনডিএ ক্ষমতায় ফিরলেও তাদের শক্তিক্ষয় হয়েছে।’ সোনিয়া লিখেছেন, ‘অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম কয়েকটি দিন যেভাবে কাটল তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সরকারের আচরণে যে পরিবর্তনের আশা আমরা করেছিলাম তাও ধাক্কাপ্রাপ্ত হয়েছে।’ লোকসভা ভোটের ফল প্রসঙ্গে সোনিয়ার মন্তব্য, ‘৪ জুন যে জনাদেশ এসেছে, তাতে এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক এবং নৈতিক পরাজয়ের সংকেত রয়েছে, যিনি নিজেকে নির্বাচনি প্রচারে ঈশ্বরীয় মর্যাদা দিয়েছিলেন।’

সোনিয়া উবাচ!

- বিজেপি ধাক্কা খেলেও মোদি মনে করছেন, কিছুই যেন বদলায়নি
- লোকসভার প্রথম কয়েকটি দিন যেভাবে কাটল তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়
- সরকারের আচরণে যে পরিবর্তনের আশা আমরা করেছিলাম তাও ধাক্কাপ্রাপ্ত হয়েছে
- প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা পে চর্চা করলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে চুপ
- এনসিইআরটি, ইউজিসির মতো প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পেশাদারিত্ব গত ১০ বছরে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’

সোনিয়ার নিশানায় প্রধানমন্ত্রী

সংবিধানকে রক্ষা করার যে অঙ্গীকার কংগ্রেস ও তাদের শরিকদলগুলি করছে, তার জবাবে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে লাগাতার তোপ দাগছে বিজেপি। এমনকি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পর ওম বিড়লাও জরুরি অবস্থার নিন্দা করেছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণেও ১৯৭৫ সালের ২৫ জুনের প্রসঙ্গ এসেছে। গেরুয়া শিবিরের এই কৌশলের সমালোচনা করে সোনিয়া জানিয়েছেন, সংবিধানের ওপর যে আক্রমণ চলছে, তার থেকে নজর ঘোরাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গটি তুলে এনেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এটা ঐতিহাসিক ঘটনা যে ১৯৭৭-এর মার্চে দেশের মানুষ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে স্পষ্ট জনাদেশ দিয়েছিলেন। বিনা সংকোচে সেই রায় মেনেও নেওয়া হয়েছিল। তিন বছরের কম সময়ের ব্যবধানে কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় ফিরে আসে। যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেই সময় কংগ্রেস পেয়েছিল, সেটা মোদি এবং তাঁর দল কখনও পায়নি। এটাও ইতিহাসের জরুরি অঙ্গ।’ তাঁর মতে, জরুরি অবস্থা নিয়ে স্পিকারের মন্তব্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। যাঁর কাজ নিরপেক্ষভাবে সভা পরিচালনা, তিনিও জরুরি অবস্থা নিয়ে কথা বলছেন।

নিট কাণ্ড নিয়েও মোদি সরকারকে বিঁধেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী। তিনি লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা পে চর্চা করলেও যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে দেশের একাধিক পরিবার ভেসে গিয়েছে, সেই বিষয়ে রহস্যজনকভাবে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। নিট কেলেঙ্কারি লক্ষ লক্ষ তরুণের জীবনে বিপর্যয় এনেছে। এনসিইআরটি, ইউজিসির মতো প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পেশাদারিত্ব গত ১০ বছরে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’ নিট নিয়ে শুক্রবার সংসদে সরকারকে চেপে ধরতে চেয়েছিল কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট। কিন্তু লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তাতে রাজি হননি। উলটে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডেপুটি স্পিকার ইস্যুতে সোনিয়ার তোপ, এই পদটি প্রথা অনুযায়ী লোকসভার বিরোধী শিবিরেরই প্রাপ্য। কাজেই ডেপুটি স্পিকার পদটি নিজেদের হাতে রাখার যে দাবি বিরোধীরা করেছেন সেটা যুক্তিসংগত হলেও শাসক শিবিরের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই। এরাই সেই শাসক যারা সপ্তদশ লোকসভায় ডেপুটি স্পিকার পদটি শূন্য রেখেছিল। এক বছরের বেশি সময় ধরে হিংসায় জর্জরিত মণিপুরে কেন প্রধানমন্ত্রী গিয়ে উঠতে পারলেন না, উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে সেই প্রশ্নও তুলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ। এই সংবেদনশীল রাজ্যের সামাজিক সম্প্রীতিকে পুরোপুরি ধ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবুও প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাওয়ার সময়ও খুঁজে পাননি কিংবা সেখানকার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেননি।

সোনিয়ার এহেন জ্বালাময়ী নিবন্ধের বিজেপি নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, ‘উনি যা লিখেছে তাতে ওঁর ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করার আগে উনি আগে নিজের পরিবারের অতীতটা ঘেঁটে দেখুন।’ তবে সোনিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। আরজেডি নেতা মনোজ ঝা বলেন, ‘সোনিয়া গান্ধি সরকারকে আয়না দেখিয়েছেন। আজও দেশে জরুরি অবস্থা চলছে।’ শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতের খোঁচা, লোকসভা ভোটের ফল মোদির ব্যক্তিগত পরাজয়। উনি একার জোরে ৪০০ পারের কথা বলতেন। রাহুল গান্ধিকে যুবরাজ বলতেন। কিন্তু সেই যুবরাজই ওঁকে হারিয়ে দিয়েছে। এখন কোনওমতে জোগাড় করে ক্ষমতায় টিকে রয়েছেন মোদি।

লাদাখে ভেসে গেলেন ৫ জওয়ান

লে, ২৯ জুন : লাদাখে বর্ষার জেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল সেনাবাহিনীর একটি ট্যাংক। শুক্রবার রাতে লে সংলগ্ন বোধি নদীতে ডুবে যায় ট্যাংকটি। ঘটনায় একজন জুনিয়ার কমিশনড অফিসার (জেসিও) সহ ৫ সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়, আগের দিন রাতে টি-৭২ ট্যাংক নিয়ে জওয়ান ও আধিকারিকরা ভারত-চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে দৌলত বেগ ওল্ডি এলাকায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন।

নদীতে ডুবল সেনা-ট্যাংক

সেই প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে ট্যাংকটি বোধি নদী পার হচ্ছিল। সেটি যখন গভীর জলে ছিল, সেই সময় আচমকা নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করে। জলের তোড়ে ট্যাংকটি ভেসে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত অভিযানে নামে সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারী দল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। জলের প্রবল ধাক্কায় ট্যাংকটি ডুবে যায়। সলিল সমাধি ঘটে ৫ সেনাকর্মীর। প্রথমে একজনের দেহ উদ্ধার হয়। পরে সেনা মুখপাত্র ৫ জনের মৃত্যুর কথা জানান।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ‘লাদাখের দুর্ঘটনায় ৫ জন সাহসী সেনার মৃত্যুর ঘটনা বেদনাদায়ক। তাঁদের অবদান দেশ কখনও ভুলবে না। মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। গোটা দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে।’ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘লাদাখে ট্যাংকের সাহায্যে নদী পার হওয়ার সময় এক জেসিও সহ ৫ সেনা জওয়ানের মৃত্যু ভীষণ দুঃখজনক। আমাদের হৃদয় ওই ঘটনায় নিহত সেনাকর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রয়েছে। এই দুঃখের সময়ে পুরো দেশ আমাদের সাহসী জওয়ানদের স্যালুট জানাচ্ছে।’

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘লাদাখে সামরিক মহড়া চলাকালীন নদী পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনায় ৫ জন ভারতীয় সেনা জওয়ানের শহিদ হওয়ার খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। শহিদ সেনাকর্মীদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। এই দুঃখের সময়ে আমরা তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছি। দেশ সবসময় তাঁদের কর্তব্যবোধ, সেবা ও ত্যাগের কথা মনে রাখবে।’

স্পিকারের সমালোচনা পাওয়ারের

ইন্দিরার প্রসঙ্গ টেনে মোদিকে খোঁচা লালুর

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ২৯ জুন : জরুরি অবস্থা নিয়ে লাগাতার কংগ্রেসকে বিঁধছে বিজেপি। সংসদে যৌথ ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্যেও জরুরি অবস্থার নিন্দা শোনা গিয়েছে। এমনকি স্পিকার ওম বিড়লাও লোকসভায় জরুরি অবস্থার সমালোচনা করে ২ মিনিটের নীরবতা পালনের সিদ্ধান্তও পালন করেছেন দু-দিন আগে। শাসক শিবিরের এই পদক্ষেপগুলি নিয়ে কংগ্রেস আগেই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এবার মোদি সরকারের জরুরি অবস্থা বিরোধী মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইন্ডিয়া জোটের শরিক দল আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। যিনি জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করতে গিয়ে দীর্ঘ ১৫ মাসেরও বেশি সময় কারাগারে বন্দি ছিলেন। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন লালু। ১৯৭৫ সালে সংঘের নীরবতা শীর্ষক ওই পোস্টটি তিনি এবং সাংবাদিক নলিন বর্মা লিখেছেন। তাতে লালু বলেছেন, ‘১৯৭৫ বছরটা আমাদের গণতন্ত্রের ওপর একটি কালো দাগ ঠিকই। কিন্তু ২০২৪ সালে বিরোধী শিবিরকে যাঁরা সম্মান করছেন না তাঁদেরও যেন আমরা ভুলে না যাই।’

বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থার সময় যে বাড়াবাড়ি করেছিলেন তার প্রতিবাদে জয়প্রকাশ নারায়ণ একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটির আহ্বায়ক ছিলাম আমি। মিসা আইনে ১৫ মাসেরও বেশি সময় আমাকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধি আমার মতো অনেককে জেলে ঢুকিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি আমাদের কখনও অসম্মান করেননি। উনি কিংবা ওঁর কোনও মন্ত্রী আমাদের কখনও দেশবিরোধীও বলেননি। উনি কখনও বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্মৃতিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেননি।’ এরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর খোঁচা, ‘যে সমস্ত বিজেপি মন্ত্রী এখন জরুরি অবস্থার ব্যাপারে কথা বলছেন আমি এবং আমার সহকর্মীরা সেই সময় তাঁদের অনেকেরই নাম শুনিনি। মোদি, জেপি নাড্ডা বা মোদির যে সমস্ত মন্ত্রী এখন স্বাধীনতার মূল্যবোধ নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন আমরা তাঁদের কারও নামই শুনিনি।’

> ইন্দিরা গান্ধি আমার মতো অনেককে জেলে ঢুকিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি আমাদের কখনও অসম্মান করেননি। উনি কিংবা ওঁর কোনও মন্ত্রী আমাদের কখনও দেশবিরোধীও বলেননি। উনি কখনও বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্মৃতিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেননি।
>
> **লালুপ্রসাদ যাদব**

লালু যখন মোদির জরুরি অবস্থা বিরোধী মানসিকতাকে আক্রমণ করছেন তখন ইন্ডিয়া জোটের আরও এক শরিক এনসিপি (এসপি) শারদ পাওয়ার নিশানা করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে। তিনি কোলাপুরে বলেছেন, ‘স্পিকার যেভাবে লোকসভায় জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ তুলেছেন সেটা ঠিক হয়নি। উনি যে পদে রয়েছেন তার সঙ্গেও মানানসই হয়নি।’ পাওয়ার বলেন, ‘জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল ৫০ বছর আগে। ইন্দিরা গান্ধি এখন আর জীবিত নেই। তাহলে স্পিকার এখন কেন ওই ইস্যুটি টেনে আনলেন। রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করা কি স্পিকারের কাজ।’ রাষ্ট্রপতির ভাষণে যেভাবে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে তারও কোনও প্রয়োজন ছিল না বলে জানিয়েছেন বর্ষীয়ান মারাঠা স্ট্রংম্যান।

ডিব্রুগড়ে সেনা অফিস জলমগ্ন। জলের ওপর দাঁড়িয়ে সেনারা। শনিবার। -পিটিআই

গুজরাটের ৭ জায়গায় তল্লাশি

নিট কাণ্ড : ঝাড়খণ্ড থেকে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্রের পর নিট কাণ্ডের তদন্তে সিবিআইয়ের নজর এখন গুজরাটের দিকে। শনিবার রাজ্যের ৭টি জায়গায় একসঙ্গে অভিযান চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এদিন সকাল থেকে আনন্দ, খেড়া, আহমেদাবাদ ও গোধরা জেলায় সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি চালান গোয়েন্দা আধিকারিকরা। বেশ কয়েকজনকে জেরা করেন তাঁরা। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এদিন নিট মামলায় একমাত্র গ্রেপ্তারির খবর এসেছে ঝাড়খণ্ড থেকে। ধৃতের নাম জামালউদ্দিন। তিনি পেশায় সাংবাদিক।

সূত্রের খবর, হাজারিবাগে নিটের পরীক্ষাকেন্দ্র ওয়েসিস স্কুল যেখান থেকে একটি আংশিক পুড়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র পাওয়া গিয়েছিল সেখানকার দুই কর্মীকে আগেই গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তাঁদের জেরা করে জামালউদ্দিনের কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা। তাঁর কাছে জালিয়াতি চক্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার ওয়েসিস স্কুলের প্রিন্সিপাল এশানুল হক এবং অপর কর্মী ইমতিয়াজ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এনটিএ আয়োজিত নিট পরীক্ষায় হাজারিবাগের জেলা কোঅর্ডিনেটর ছিলেন এশানুল। এনটিএ’র স্থানীয় পর্যবেক্ষক ছিলেন ইমতিয়াজ। ওয়েসিস স্কুল থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে বলে সূত্রটির দাবি।

গোয়েন্দাদের জেরায় অবশ্য এশানুল ও ইমতিয়াজ দু’জনেই নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যে কুরিয়ার সংস্থা নিটের প্রশ্নপত্র সরবরাহের দায়িত্বে ছিল প্রশ্ন ফাঁসের নেপথ্যে রয়েছে তারাই। নিট কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা ৩২। এদিকে পরীক্ষা দুর্নীতির ঘটনায় সম্মুখসমরে নেমে পড়েছে শাসক-বিরোধী।

শনিবার কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, নিট দুর্নীতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল গুজরাটের গোধরা। গুজরাট বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শক্তিসিং গোহিল গোধরার দায়রা আদালতে স্থানীয় পুলিশ সুপারের জমা দেওয়া একটি হলফনামার উল্লেখ করে জানান, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, বিহার সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা গোধরার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। কেন দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে পরীক্ষার্থীরা জয় জালারাম স্কুল নামে ওই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন গোহিল। তাঁর দাবি, পরীক্ষার্থীদের ‘বিশেষ সুবিধা’ দেওয়ার বিনিময়ে জালিয়াত চক্র ‘ব্ল্যাংক চেক’ নিয়েছিল। বড় অঙ্কের নগদ লেনদেনও হয়েছিল। কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘ওই ছাত্রদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা ও ফাঁকা চেক নেওয়া হয়েছিল। নিটের আবেদনপত্র পূরণের সময় জয় জালারাম স্কুল, গুজরাটি মিডিয়ামের নাম লিখতে বলা হয়েছিল। ছাত্ররা সফল হওয়ার পরেই ফাঁকা চেকে টাকার অঙ্ক লেখা হবে বলে স্থির ছিল।’

পালটা তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, ‘কংগ্রেস আলোচনা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা শুধু বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যাতে কার্যকারিতা হারায় সেই চেষ্টা করছে।’

একনজরে

- গুজরাটের আনন্দ, খেড়া, আহমেদাবাদ ও গোধরা জেলায় সন্দেহভাজনদের খোঁজে সিবিআই-তল্লাশি
- হাজারিবাগের ওয়েসিস স্কুল থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত
- মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, বিহার সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা গোধরার জয় জালারাম স্কুলে নিট পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন
- সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা ও ফাঁকা চেক নেওয়া হয়েছিল

আরও ১৪ দিনের জেল হেপাজত কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আরও ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিল দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। শনিবার সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক সুনেনা শর্মা।

কেজরিওয়ালকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারা বলে, তদন্তের স্বার্থে আরও কিছুদিন অভিযুক্তকে জেল হেপাজতে রাখা দরকার। সিবিআই এদিন এও দাবি করে, কেজরিওয়াল তাদের হেপাজতে থাকাকালীন তদন্তে সহযোগিতা করেননি। তাছাড়া তিনি জেরায় ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সব জবাব দিয়েছেন যা নথিভুক্ত প্রমাণের পরিপন্থী।

জেল হেপাজতের বিরোধিতা করে কেজরিওয়ালের আইনজীবী বিক্রম চৌধুরী বলেন, মামলাটি ২০২২ সাল থেকে চলছে। সিবিআই বরং তাদের যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ আদালতে জমা দিক। বিচারক শর্মা বলেন, ‘পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযুক্তকে জেল হেপাজতে পাঠানো ছাড়া আদালতের আর কোনও বিকল্প থাকে না।’

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। বর্তমানে এই ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। ২৬ জুন একই মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আদালতের ভিতর থেকেই গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তারা তাঁকে তিনদিনের হেপাজতেও পেয়েছিল। সিবিআই হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর শনিবার কেজরিওয়ালকে আদালতে হাজির করানো হয়। আরও ১৪ দিন তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ১২ জুলাই পর্যন্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে তিহার জেলেই থাকতে হবে। ওইদিন ফের দুপুর ২টো নাগাদ জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কেজরিওয়ালকে আদালতে হাজির করানো হবে।

‘সংসার চলবে কী করে’

দিশাহারা মৃত ট্যাক্সিচালকের পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : ক’দিন বাদেই দাঁড়িয়ে থেকে দুই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই আনন্দের মুহূর্তটা আর দেখে যেতে পারলেন না ট্যাক্সিচালক রমেশ কুমার (৪৫)। শুক্রবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরের এক নম্বর টার্মিনালের ছাদের একাংশ মাথার ওপর ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হয় তাঁর। আকস্মিক এই দুর্ঘটনার জেরে রমেশের পরিবারের মাথার ওপরও আকাশ ভেঙে পড়েছে। দিল্লিতে রোহিণীর বিজয় বিহার এলাকার বাসিন্দা ওই পরিবারের এখন একটাই চিন্তা, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটা চলে যাওয়ার পর এবার সংসার কীভাবে চলবে, কীভাবেই বা জোগাড় হবে মেয়েদের বিয়ের খরচ?

মৃত রমেশের ছেলে রবীন্দ্র কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটার সময় একটা ফোন পাই বিমানবন্দর থেকে। তারা জানায়, বাবা কীভাবে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। বিমানবন্দরে গিয়ে খোঁজ করায় পুলিশ আমাদের থানায় নিয়ে গিয়ে বিকাল চারটে পর্যন্ত বসিয়ে রাখার পর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেও দু-তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয় আমাদের। একবারও কেউ বলেনি যে, বাবা আর নেই। এরপর আমাদের শনিবার সকালে হাসপাতালে এসে ময়নাতদন্তের পর দেহ নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়।

মৃত ট্যাক্সিচালক রমেশ কুমার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

কেন আসল ঘটনা আমাদের জানানো হল না, জানি না।’

শুক্রবার বিমানবন্দরের দুর্ঘটনায় রমেশের মৃত্যু ছাড়াও আরও ৮ জনের অল্পবিস্তর চোট লাগে। ইতিমধ্যে বিমানমন্ত্রক মৃতের পরিবারকে এককালীন ক্ষতিপূরণ বাবদ ২০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের মাথাপিছু ৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শুক্রবারের দুর্ঘটনায় একটুর জন্য রক্ষা পান আর এক ট্যাক্সিচালক সন্তোষ যাদব। তিনি বলেন, যে জায়গার ছাদ ভাঙে তার তলায় গাড়ি নিয়ে রমেশ ছাড়াও আরও যাঁরা ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। এক সেনা আধিকারিককে বিমানবন্দরে নামিয়ে দিয়ে প্রতিদিনের মতো অপেক্ষা করছিলেন। আচমকাই ছাদ ভেঙে পড়তে দেখে দৌড় লাগান। তিনিও জখম হন একটি কংক্রিটের চাঁই উড়ে এসে মাথার ওপর পড়ায়। সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরার পর এখনও আতঙ্ক কাটেনি সন্তোষের। এদিকে, মোদির রাজ্যে রাজকোটে প্রবল বর্ষণে দিল্লির মতো রাজকোটে বিমানবন্দরেও ছাউনি ভাঙল। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। দিল্লি, জব্বলপুর, রাজকোটে কয়েকদিনের মধ্যে বিমানবন্দরে ছাউনি ভাঙা নিয়ে তর্জা শুরু হয়েছে।

দলিত ও তরুণরা মুখ ফেরানোয় ধাক্কা

বিজেপিকে বার্তা আরএসএসের

লখনউ, ২৯ জুন : ৪০০ পারের ডাক দিয়ে লোকসভা ভোটে গিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ফিরতে হয়েছে গতবারের চেয়ে ৬০টির বেশি আসন খুইয়ে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাতছাড়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসেছেন শরিক দলগুলির ওপর ভর করে। গেরুয়া শিবিরের নেতাদের মতে, মূলত উত্তরপ্রদেশে বড় সংখ্যায় আসন হারানোর ফলেই লোকসভায় বিজেপির সাংসদ সংখ্যায় ধস নেমেছে। সূত্রের খবর, আরএসএসের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নেও সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেখানে বিজেপির আসন কমার পিছনে দলিত, পিছিয়ে পড়া ও তরুণ সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংকে ফাটলকে দায়ী করা হয়েছে।

সংঘ পরিবারের নেতাদের মতে, বেকারত্ব, পরীক্ষা দুর্নীতির মতো ইস্যুগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছে। যার প্রভাব ভোটের ফলে লক্ষ্য করা গিয়েছে। গত ২টি লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিপুল জয়ের পিছনে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল দলিত তথা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ভোট। প্রায় দু’দশক রাজ্য-রাজনীতিতে মায়াবতীকে নিজেদের নেত্রী বলে মনে করেছিলেন দলিতরা। কিন্তু ২০১৪-র পর থেকে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান মায়াবতী। বহুজন সমাজ পার্টির ভোট ধীরে ধীরে বিজেপির বাক্সে জমা হতে থাকে। উচ্চবর্ণ ও দলিত ভোটের মেলবন্ধন ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপিকে সপা-বসপা জোট ও কংগ্রেসের থেকে বহু যোজন এগিয়ে রেখেছিল। গত বিধানসভা ভোটেও সেই ধারা বজায় ছিল।

কিন্তু তলে তলে যে দলিতদের মধ্যে কেন্দ্র-রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির প্রতি ক্ষোভ বাড়ছিল, চড়া সুরের প্রচারে তা চাপা পড়ে যায় বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোয় শক্তিশালী অবিজেপি জোট হিসাবে দলিতদের বড় অংশ তাদের বেছে নিয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাদব ও মুসলিম ভোট। তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটও গিয়েছে অখিলেশ-রাহুলের ঝুলিতে। এমনটাই মনে করছে আরএসএস।

সূত্রটি জানিয়েছে, সংঘ নেতাদের বৈঠকে লোকসভায় বিজেপির খারাপ ফলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জুনের মাঝামাঝি আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত নিজে গোরক্ষপুরে ৫ দিন ছিলেন। স্থানীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। ২৬ জুন থেকে লখনউয়ে ৪ দিনের বৈঠকে বসেছিলেন আরএসএসের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবলে। ওই বৈঠক থেকে বিজেপির কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, দলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ভোট সপা-কংগ্রেসের দিকে গিয়েছে। তা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ জরুরি। পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে তরুণ সম্প্রদায়কে ফের বিজেপিমুখী করা দরকার, নয়তো আগামী বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে আরও বড় মাশুল গুনতে হতে পারে শাসকদলকে।

বিজয়নের রাজ্যে সমবায় ব্যাংক কেলেঙ্কারি

ইডি নিশানায় এবার কেরলের সিপিএম

তিরুবনন্তপুরম, ২৯ জুন : দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠলেই পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতা-ক্যাডাররা সদম্ভে দাবি করেন, তাঁদের আসনসংখ্যা শূন্য হতে পারে, কিন্তু তাঁরা দুর্নীতিতেও শূন্য। তিহার জেলে দুর্নীতির অভিযোগে কারাবন্দির সংখ্যাতেও শূন্য। কিন্তু বঙ্গজ মার্কসবাদীদের এই দম্ভোক্তির দিন এবার বোধহয় ফুরিয়ে এল। সৌজন্যে কেরলে তাঁদের কমরেডরা।

শুক্রবার কেরলের ত্রিশূরের কারুবান্নুর সমবায় ব্যাংকের ৩০০ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে সিপিএমের নাম করেছে ইডি। তদন্তকারীদের অভিযোগ, ওই ব্যাংক থেকে বেআইনিভাবে লেনদেন হওয়া টাকা সিপিএম পেয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে ত্রিশূরে দলের জেলা সম্পাদক এমএম ভার্গিসের নামে থাকা ২৯ কোটি টাকার সম্পত্তি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। জানা গিয়েছে, ৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মোট ৭৩ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে সিপিএমের ত্রিশূর জেলা কমিটির দুটি ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, দলের ইরিনজালাক্কুড়া এরিয়া কমিটির একটি অ্যাকাউন্ট এবং পাঁচটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এপ্রিল মাসে লোকসভা ভোটের মুখে সমবায় ব্যাংক কেলেঙ্কারির ঘটনায় সিপিএমের একাধিক লোকাল কমিটি এবং ব্রাঞ্চ কমিটির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছিল ইডি। ভার্গিসকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

২০১০ সালে সিপিএম পরিচালিত ওই সমবায় ব্যাংকটির দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছিল।

তদন্তে জানা যায়, ব্যাংকের বিভিন্ন সদস্যের নামে থাকা সম্পত্তির বাজারদর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সদস্য নন এমন কিছু লোকজনকে বেনামে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। সেই ঋণের টাকা ঘুরপথে পাচায় হয়ে যায়। কেরলে এবারও ভরাডুবি হয়েছে বামেদের। ত্রিশূরে প্রথমবার জয়ী হয়েছে বিজেপি। জয়ী প্রার্থী সুরেশ গোপী বর্তমানে কেন্দ্রে মন্ত্রী।

ঘটনা হল, শুক্রবার নয়াদিল্লিতে একে গোপালন ভবনে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকেও কেরলে দলের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনও কার্যকলাপ হচ্ছে কিনা তা নিয়ে খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন সীতারাম ইয়েচুরি। আর তারপরই সমবায় ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে ইডির পদক্ষেপের খবর সিপিএমের শীর্ষ নেতাদের কানে ওঠে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, রাজ্য সম্পাদক এমভি গোবিন্দনরা বর্তমানে দিল্লিতে। সিপিএমের তরফে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে দলের অন্দরের অস্বস্তি যাচ্ছে না। গত কয়েক বছর ধরেই কেরলে সিপিএমের বহু নেতার কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এলডিএফের অন্দরেও এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ অবশ্য বলছে, গতমাসে আপের বিরুদ্ধে আবগারি দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ তুলেছিল ইডি। এবার সমবায় ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে সিপিএমকে বিদ্ধ করেছে তারা। গোবিন্দন অবশ্য বলেন, 'আমরা রাজনৈতিক এবং আইনি পথে লড়াই করব।' দুর্নীতির সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই বলেও দাবি করেছেন সিপিএমের নেতারা।

বসে বসে আনফিট অর্ধেক ভারতীয়

রিপোর্ট ল্যানসেটের

লন্ডন, ২৯ জুন : লাফান-দড়ি থেকে গোল্লাছুট। হাড়ুডু থেকে হুশহুশ। এক সময় নানা মজার গ্রাম্য খেলায় মজে থাকত ভারতের ছেলেপুলেরা। তাদের মুখে মুখে ফিরত ব্রতচারীর গান, 'চল কোদাল চালাই ভুলে মানের বালাই'। স্কুলে রচনা লিখতে হত, 'কায়িক শ্রমের গুরুত্ব', কিংবা ভাবসম্প্রসারণ করতে হত, 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। মাচা বাঁধা কিংবা মাঠ পরিষ্কার, খাটাখাটনিতে না ছিল না। ঘরে রেডিও আর বাইরে ছেঁড়া পর্দায় সাদা-কালো সিনেমার যুগে গাছে চড়া, বনেবাদাড়ে ফলমূল কুড়োনো আর মাঠে ছুটে বেড়ানোতেই ছিল তাদের অসীম আনন্দ। তাতেই তারা সুস্থ, সতেজ থাকত।

সেই দিন আর নেই। আজকের ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় গতর নাড়িয়ে কাজ করার কথা শুনলেই কাতর হয়ে পড়েন টেকস্যাভি ভারতীয়রা। সেই অবসরে তাদের অলস শরীর হয়ে ওঠে রোগব্যাধির আড়ত। ল্যানসেট গ্লোবাল হেল্থ জার্নালের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় সেই ইঙ্গিতই মিলেছে।

কী বলছে ল্যানসেটের রিপোর্ট? বলছে, প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়দের অর্ধেকই 'আনফিট' অর্থাৎ শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ কর্মক্ষম নন। শারীরিক সক্ষমতার নিরিখে পুরুষদের চেয়েও শোচনীয় অবস্থা মহিলাদের। ল্যানসেটের দাবি, 'ঘরে তো রোজ প্রচুর কাজ করি। তাহলে আর আলাদা করে হাঁটাচলা করার দরকার কী' এহেন মনোভাব থেকে শরীরচর্চা করেন না মহিলারা। এর ফলে তাঁদের শারীরিক অক্ষমতা দিনদিন বাড়ছে।

সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে ৩৮.৪ শতাংশ এবং মহিলাদের মধ্যে ৫২.৬ শতাংশ শরীরচর্চায় বিমুখ। এই হিসাব ২০২২ সালের। কায়িক শ্রম এড়িয়ে যাওয়ার এহেন প্রবণতা গত কয়েক দশক ধরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতীয়দের মধ্যে বাড়ছে। ২০০০ সালে শরীরচর্চায় বিমুখ ভারতীয়ের হার ছিল যেখানে ২২.৪ শতাংশ, দু'দশক বাদে ২০২২ সালে এসে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.৪ শতাংশে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ সারা দেশে অলস ভারতীয়ের হার হবে ৫৫ শতাংশ।

শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট হালকা ব্যায়াম কিংবা ৭৫ মিনিট ভারী ব্যায়াম করলেই চলবে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। অথচ প্রতি দুজনের মধ্যে একজন ভারতীয় এর ধারকাছ দিয়েও যান না বলে মন্তব্য করা হয়েছে ল্যানসেটের সমীক্ষায়।

শরীরচর্চা থেকে দূরে থাকার ফল কী হয়েছে? সমীক্ষকরা বলছেন, ধারাবাহিক শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ডেকে আনছে কার্ডিওভাস্কুলার রোগ থেকে শুরু করে টাইপ টু ডায়াবিটিস, ডিমেনশিয়া, স্তন ও কোলন ক্যানসার সহ নানা গুরুতর অসুখ। জাঙ্ক ফুড বা অস্বাস্থ্যকর ও মুখরোচক খাবার এবং শরীরচর্চার অভাব ভারতীয়দের রোগপ্রবণ, রুগ্ন ও দুর্বল করে দিচ্ছে।

শল্যবিদ হিতেশ ভাণ্ডারী বলেন, শরীরচর্চার অভাবে ৪০ থেকে ৬৫ বছর বয়সিদের মধ্যে অস্টিওআরথ্রাইটিস সহ নানা ধরনের হাড় ও অস্থিসন্ধির সমস্যা তৈরি হচ্ছে। হাড় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, পেশির নমনীয়তা নষ্ট হচ্ছে। এগুলি তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল মাঠেঘাটে 'আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু'র সন্ধানে ছুটে বেড়ানো ভারতীয়রা এমন ঘরকুনো হয়ে গেল কী করে! এই প্রশ্নের জবাবে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বলবীর সিং, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অনুপ সারায়া, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ প্রজ্ঞা শুক্লা প্রমুখ বলেন, জীবনযাপনের ছাঁচ এবং খাদ্যাভ্যাস গত কয়েক দশকে ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছে ভারতীয়দের। এর জন্য দায়ী তাঁদের পেশা ও পরিবেশ। ঘরে বা অফিসে বসে কাজ করা, কাজের চাপে অবসর সময় কমে যাওয়া, শরীরচর্চার মতো ফাঁকা জায়গা, মাঠ, পুকুর না থাকা, মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়া ইত্যাদির জন্য নড়াচড়া কমে গিয়েছে মানুষের। এর ফলে শারীরিক অসুখের পাশাপাশি অবসাদ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদিও বাড়ছে।

তাহলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়? এই বিষয়ে ল্যানসেট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যে কোনও মূল্যে ন্যূনতম শরীরচর্চাটুকু করতে হবে। নিজের শরীরকে সময় দেওয়া ও যত্ন নেওয়ার চেয়ে ভালো বিনিয়োগ আর কিছু নেই।

তাহলে আর কী! এবার থেকে প্রতিদিন নিয়ম করে বেরিয়ে পড়ুন ঘণ্টাখানেকের জন্য।

আলস্যের কারণ

- চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ।
- অতিরিক্ত কাজের চাপ।
- মোবাইল ফোনে আসক্তি।
- শহরাঞ্চলে সবুজ মাঠ, ফাঁকা জায়গার অভাব। অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি পরিবেশ।
- অস্বাস্থ্যকর খাবারদাবার।
- দুয়ারে পরিষেবা পাওয়া। ডিজিটাল ভারতে বাড়িতে বসেই সবকিছু হাতের নাগালে চলে এসেছে।

দিল্লিতে বৃষ্টির বলি ৯

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : প্রচণ্ড গরমের পর এবার প্রবল বৃষ্টি। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার মাশুল গুনছে দিল্লি। শুক্রবার ৮৮ বছরের রেকর্ড ভাঙা বৃষ্টির রেশ ধরে শনিবারও বৃষ্টি হয়েছে রাজধানী এলাকায়। জলবন্দি শহরের বিস্তীর্ণ অংশ। রাস্তায় প্রবল যানজট। বহু বাড়িতে জল ঢুকেছে। এদিকে পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছে। বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবা।

জমা জল, বৃষ্টির জেরে একের পর এক দুর্ঘটনার খবর আসছে। শুক্রবার দিল্লি বিমানবন্দরে ছাদ ধসে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হন বেশ কয়েকজন। তারপরও বিভিন্ন দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। সব মিলিয়ে চলতি বর্ষায় শহরে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃষ্টির জলে ডোবা গর্তে পড়ে গিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ২টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অন্য একটি ঘটনায় শনিবার বসন্তবিহার অঞ্চলে একটি নির্মীয়মাণ ভবনের গর্তে পড়ে গিয়ে ৩ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনার পর শ্রমিকদের উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। কিন্তু কয়েকঘণ্টা চেষ্টার পরও শ্রমিকদের বার করে আনা যায়নি। গর্তের মধ্যেই সকলের মৃত্যু হয়। উদ্ধারকর্মীরা দু'জনের দেহ বের করতে পেরেছেন। তাঁদের নাম সন্তোষ কুমার যাদব (১৯) এবং সন্তোষ (৩৪)। তৃতীয় জনের পরিচয় জানা যায়নি। এদিন সন্ধ্যাতেও ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

মোদির রাজ্যেও বিমানবন্দরে দুর্ঘটনা

রাজকোট, ২৯ জুন : শনিবার প্রবল বর্ষণের কারণে গুজরাটের রাজকোট বিমানবন্দরের একটি ছাউনি ভেঙে পড়ে। শুক্রবার দিল্লি বিমানবন্দরের ১ নম্বর টার্মিনালের ছাদের একাংশ ভেঙে পড়েছিল। তার আগে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর বিমানবন্দরেও অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে পরপর তিনটি একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছে মোদি সরকার। রাজকোট বিমানবন্দরের যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে টার্মিনালের বাইরে যাত্রীরা গাড়িতে ওঠানামা করেন। এদিন অবশ্য কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু পরপর বিমানবন্দরগুলিতে দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে মোদি সরকারের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, বৃষ্টির জল সরানোর সময়ই রাজকোটে ওই বিপত্তি ঘটে। দিল্লির মতোই গুজরাটেও প্রবল বৃষ্টি চলছে। রাজকোট, দ্বারকা, গির, সোমনাথ, ভাবনগর, নর্মদা, ভালসাদে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সাতটি দল উদ্ধারকাজে নেমেছে। গত বছর ২৭ জুলাই নতুন রাজকোট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু হয়েছিল। কংগ্রেসের কটাক্ষ, মোদির গ্যারান্টি এমনই যে প্রথম বর্ষাতেই ভেঙে পড়ছে একের পর এক বিমানবন্দরের টার্মিনাল, ছাউনি। অপরদিকে তৃণমূলের টিপ্পনী, দিল্লি, জব্বলপুরের পর এবার মোদির আপন রাজ্যেও ভেঙে পড়ল বিমানবন্দরের ছাউনি। এই মোদি সরকারের সবকা সাথ, সবকা বিকাশের নমুনা।

ফের সেতু ভাঙন

তেজস্বীর নিশানায় নীতীশ

পাটনা, ২৯ জুন : সেতু ভাঙনের হাত থেকে রেহাই নেই বিহারের। শুক্রবার ভুতহি নদীর ওপর মধুবনী-সুপৌলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি নির্মিয়মাণ সেতু ভেঙে পড়ে। এই নিয়ে বিহারে গত ৯ দিনের ভিতর ৫টি সেতু ভেঙে পড়ল। স্বাভাবিকভাবেই একের পর এক সেতু ভাঙনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ'র ডবল ইঞ্জিন সরকারকে তোপ দেগেছে বিরোধী আরজেডি এবং কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের কটাক্ষ, অভিনন্দন। বিহারের ডবল ইঞ্জিন সরকারের ডবল সমর্থনে মাত্র ৯ দিনের মধ্যে ৫টি সেতু ভেঙে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দিশায় চলা বিহারের ৬ দলের সমর্থনপুষ্ট ডবল ইঞ্জিনধারী এনডিএ জমানায় ৯ দিনের মধ্যে ৫টি সেতু বিপর্যয়ের ঘটনার জেরে বিহারবাসীকে একটি মঙ্গলরাজ উপহার দিয়েছে। ৭৭ মিটার লম্বা ওই সেতুটি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় বিহারের গ্রামীণ সড়ক দপ্তর তৈরি করছিল। লাগাতার সেতু বিপর্যয়ের ঘটনায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন তেজস্বী।

নিট থেকে রেহাই চেয়ে মোদিকে চিঠি স্ট্যালিনের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশজুড়ে বিক্ষোভের মধ্যে ফের নিট থেকে রাজ্যকে রেহাই দেওয়ার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। এই মর্মে রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে বিলটি পাশ হয়েছিল সেটিতে যাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেন, সেকথাও ওই চিঠিতে জানিয়েছেন তিনি। তামিলনাড়ুর দাবিকে সমর্থন জানানোর জন্য লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেও চিঠি দিয়েছেন স্ট্যালিন।

পাশাপাশি তামিলনাড়ুর দেখাদেখি পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, কেরল, পঞ্জাব, কর্ণাটকের মতো বিরোধী-শাসিত রাজ্যগুলি যাতে নিট পরীক্ষা ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে বিলোপের লক্ষ্যে নিজ নিজ বিধানসভায় একটি বিল পাশ করায়, সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পিনারাই বিজয়নদেরও পৃথক চিঠি দিয়েছেন স্ট্যালিন। ইন্ডিয়া জোটের মুখ্যমন্ত্রীদের স্ট্যালিন বলেছেন, 'ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারাও আপনাদের রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তামিলনাড়ুর অনুরূপ একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে আমাদের রাজ্যগুলির পড়ুয়াদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে নিট পরীক্ষা বিলোপ করে সেই মর্মে আর্জি জানান।'

নিট বাতিল করে রাজ্যের হাতে ফের মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির বিষয়টি ছেড়ে দেওয়ার দাবি স্ট্যালিন দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছেন। মোদিকে তিনি লিখেছেন,

আর্জি রাহুল, মমতাকেও

'আমরা নিট থেকে তামিলনাড়ুকে রেহাই দেওয়ার জন্য এবং দ্বাদশের ফলের ওপর ভিত্তি করে মেডিকেলে ভর্তির ব্যবস্থা করার জন্য একটি বিল রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করিয়েছিলাম। সেই বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেটির এখনও কোনও নিষ্পত্তি হয়নি।' ডিএমকে সভাপতির মতে, পেশাদারি কোর্সে ভর্তির জন্য দ্বাদশের ফলটাই শুধু দেখা উচিত। পৃথক কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কারণ এতে পড়ুয়াদের ওপর অহেতুক চাপ পড়ে। মোদিকে স্ট্যালিন মনে করিয়ে দিয়েছেন, বহু রাজ্য নিটের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সুর চড়াতে শুরু করেছে।

শুক্রবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। তাতে তামিলনাড়ুকে নিট থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য একটি সম্মতি চাওয়া হয়েছে। জাতীয় স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিলের জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন আইনেরও সংশোধন প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। তামিলনাড়ুকে নিট থেকে রেহাই দেওয়ার দাবি রাহুল গান্ধিকেও জানিয়েছেন স্ট্যালিন। নিট কাণ্ডে যে অনিয়ম হয়েছে তার থেকে ওই পরীক্ষা নিয়ে রাজ্যের বিরোধিতার অবস্থান আরও মজবুত হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। স্ট্যালিন রাহুলকে বলেছেন, এনটিএ-র নেওয়া পরীক্ষায় যেভাবে অনিয়ম সামনে এসেছে, তাতে বহু কঠোর পরিশ্রমী পড়ুয়ার স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। মেডিকেল পাশ করার যে স্বপ্ন গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েরা দেখে, নতুন ব্যবস্থা তাদের সেই স্বপ্ন দেখা থেকেও বঞ্চিত করছে।

পায়ের বদলে যৌনাঙ্গে অস্ত্রোপচার

থানে, ২৯ জুন : চিকিৎসা বিভ্রাটের নতুন নজির গড়ল মহারাষ্ট্রের একটি সরকারি হাসপাতাল। অস্ত্রোপচার করার কথা ছিল পায়ে। তার বদলে অস্ত্রোপচার হল এক নাবালক রোগীর যৌনাঙ্গে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের শাস্তির দাবিতে ইতিমধ্যে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে নাবালকের পরিবার। পাশাপাশি অভিযোগ জানানো হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেও।

থানের শাহপুর এলাকার বাসিন্দা ওই বালকের পরিবার জানিয়েছে, গত মাসে মাঠে খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লাগে ছেলেটির। তাকে শাহপুর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোগীকে পরীক্ষা

করে অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু পায়ে অস্ত্রোপচার না করে চিকিৎসকরা ছেলেটির যৌনাঙ্গে অস্ত্রোপচার করেন।

বিষয়টি জানাজানি হতেই হাসপাতালে শোরগোল পড়ে যায়। তখন তড়িঘড়ি জখম পায়ে অস্ত্রোপচার করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে শাহপুর থানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানিয়েছেন, পরিবারের অভিযোগ নেওয়া হলেও কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। আপাতত গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার গজেন্দ্র পাওয়ার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'ছেলেটির পায়ে আঘাতের পাশাপাশি ফাইমোসিসের (লিঙ্গের অগ্রভাগে জোড়া চামড়া) সমস্যাও ছিল। তাই দুটো অস্ত্রোপচারই করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তাররা ভুল করেছেন বলা যায় না।' জেলার সিভিল সার্জন কৈলাস পাওয়ার অবশ্য জানিয়েছেন, 'অভিযোগের তদন্ত হবে। কাউকেই আড়াল করা হবে না।'

প্রাক্তন ডেপুটির পক্ষে ওবামা ■ জল্পনা মিশেলকে নিয়ে

বাইডেনকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের চাপ

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম বিতর্কে জো বাইডেন 'ধরাশায়ী' হওয়ার পর বেনজির পরিস্থিতি ডেমোক্র্যাট শিবিরে। দলের একাংশ প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের জন্য বাইডেনের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের আশঙ্কা, বয়স যে বাইডেনের চিন্তা-চেতনার ওপর প্রভাব ফেলেছে তা বিতর্ক চলাকালীন কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর ভোটে যাওয়া বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বাইডেন জিতলে আমেরিকা একজন দুর্বল নেতার হাতে চলে যাবে এই প্রচার চালিয়ে শেষবেলায় বাজিমাত করতে পারেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সমর্থকরা অবশ্য সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। শনিবার তাঁর এক উপদেষ্টাকে উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, লড়াই থেকে সরছেন না বাইডেন। বরং তিনি সেপ্টেম্বরে ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিতর্কে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রচারেও অংশ নিচ্ছেন। এদিন নর্থ ক্যারোলিনাতে ডেমোক্র্যাট সদস্যদের এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাইডেন স্বীকার করে নেন যে, শুক্রবার ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কের সময় তাঁর অবস্থান দুর্বল মনে হয়েছে। তিনি যে তরুণ নন সেকথাও খোলাখুলি জানিয়েছেন বাইডেন। একইসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার কোনও অভিপ্রায় যে তাঁর নেই, তাও স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রবীণ ডেমোক্র্যাট নেতা। তিনি বলেন, 'আমি যত সহজে কথা বলতে পারি ওই দিন সেটা পারিনি। আমি যেভাবে বিতর্কে অংশ নেই সেটা সম্ভব হয়নি। তবে কীভাবে সত্যি কথাটা বলতে হয় আমার জানা আছে। আমি জানি কীভাবে কাজ করতে হয়। লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের মতো আমিও বিশ্বাস করি পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়।' হাততালির ঝড় তুলে তাঁকে সমর্থন জানান সভায় উপস্থিত সমর্থকরা।

দুঃসময়ে 'প্রাক্তন ডেপুটি' বাইডেনের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি বলেন, 'ওটা বাইডেনের পক্ষে বিতর্কের একটা খারাপ রাত ছিল। তবে ৫ নভেম্বরের ভোটে তিনিই জিতবেন।' এদিকে দলের অন্দরে ওবামার স্ত্রী মিশেল ওবামাকে বাইডেনের বিকল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। মিশেল সমর্থকদের বক্তব্য, জনমত সমীক্ষাগুলিতে এবার ডেমোক্র্যাটদের জয়ের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তাই ক্ষমতা ধরে রাখতে বাইডেনের বিকল্প হিসাবে প্রাক্তন ফার্স্টলেডি মিশেল ওবামাকে প্রার্থী করার দাবি করেছেন ডেমোক্র্যাট নেতাদের অনেকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রভাবশালী সেনেটর টেড ক্রুজ। তাঁর দাবি, প্রেসিডেন্ট ভোটের মাত্র ৩ মাস আগে ডেমোক্র্যাট পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশনে নাকি বাইডেনের প্রার্থীপদ খারিজ করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে দলের তরফে মিশেল ওবামার প্রার্থী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম রাউন্ডের দ্বৈরথে বাইডেনের সহজ 'নকআউট'-এ দৃশ্যতই খুশি রিপাবলিকানরা। নিকি হ্যালি থেকে শুরু করে বিবেক রামস্বামী সহ অনেকে ট্রাম্পের সাফল্য কামনা করে বাইডেনকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি। নিকি হ্যালি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার কথা মনে রাখুন... বাইডেন জিতছেন না। রিপাবলিকানরাই এগিয়ে রয়েছে।'

> লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের মতো আমিও বিশ্বাস করি পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়
>
> **জো বাইডেন**

> ওটা বাইডেনের পক্ষে বিতর্কের একটা খারাপ রাত ছিল। তবে ৫ নভেম্বরের ভোটে তিনিই জিতবেন
>
> **বারাক ওবামা**

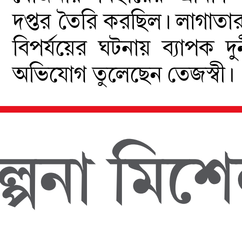

> আমার কথা মনে রাখুন... বাইডেন জিতছেন না। রিপাবলিকানরাই এগিয়ে রয়েছে
>
> **নিকি হ্যালি**

পোস্টারে হঠাৎ 'প্রধানমন্ত্রী অখিলেশ'

লখনউ, ২৯ জুন : একটি মাত্র হোর্ডিং। অখিলেশ যাদবের ছবি দেওয়া সেই হোর্ডিংয়ে লেখা 'দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী'। হোর্ডিংয়ে অবশ্য বাবা মুলায়ম, স্ত্রী ডিম্পলের ছবিও রয়েছে, তবে ছোট মাপের। প্রচারক, লখনউয়ের এসপি নেতা সংগীত যাদব। ওই হোর্ডিংই এখন 'নবাবদের শহর'-এ 'টক অফ দ্য টাউন'।

লোকসভার অধিবেশন শুরু হতে না হতেই সমাজবাদী পার্টির দপ্তরের সামনে এমন পোস্টারের অর্থ কী তা নিয়ে জল্পনা চলল দিনভর, যা পৌঁছে গেল দিল্লিতেও। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পোস্টার ইন্ডিয়া জোট, বিশেষত কংগ্রেস-সপা রাজনৈতিক টানাপোড়েনেরই জলছবি।

অন্যমতে, সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশে অপ্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে অখিলেশের দল। রাজ্যের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে সপা জিতেছে ৩৭টিতে। জোটসঙ্গী কংগ্রেসের ঝুলিতে ছ'টি আসন। সাফল্য উপলক্ষ্যে ১ জুলাই বিজয় উৎসব পালন করবে সপা। ঘটনাচক্রে দিনটি অখিলেশের জন্মদিন হওয়ায় সেই উপলক্ষ্যে ঝোলানো হয়েছে ওই হোর্ডিং। কিন্তু ধন্দ যাচ্ছে না 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' ঘোষণায়।

লোকসভা ভোটের আগে 'প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী' ঘোষণা নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল 'ইন্ডিয়া'র অন্দরে।

কংগ্রেস রাহুল গান্ধিকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি শরিকদের আপত্তিতে। চলতি লোকসভায় প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা করা হয়েছে রাহুলকে। তাতেও হয়তো আপত্তি আছে সপার। কংগ্রেসকে সেই বার্তা দিতেই এই হোর্ডিং কি না তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

তবে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের সময়েও অখিলেশের ছবি দিয়ে 'দেশ নতুন প্রধানমন্ত্রী চায়' বলে হোর্ডিং দিয়েছিল সপা।

খেলায় আজ

২০০২ : ইয়োকোহামায় ফাইনালে জার্মানিকে ২-০ গোলে হারিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বকাপ জিতল ব্রাজিল। রোনাল্ডো জোড়া গোল করেন।

সেরা অফবিট খবর

পেলের বাড়িতে লুট

জীবনের শেষ কয়েকটা বছর পেলে সাও পাওলোর সমুদ্র সৈকতের কাছে বিলাসবহুল বাড়িতে কাটিয়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থাতেই রয়েছে। স্থানীয় দুষ্কৃতীরা সেখানে অবাধে লুঠপাট চালাচ্ছেন। বাড়ির সিঁড়ি, দেওয়ালের অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। ক্ষতি করা হয়েছে আসবাব। চুরি গিয়েছে পেলের ফুটবল জীবনের কিছু স্মারক।

সংখ্যায় চমক

২০ কোটি ৩৬ লক্ষ

এবারের টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল ২০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা পাবে বলে আইসিসি জানিয়ে দিল। রানার্সদের জন্য দেওয়া হবে ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোন ফুটবল বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাসকট রাখা হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. আনরিচ নর্তজে, ২. ২০১৯।

সঠিক উত্তরদাতারা

সঞ্চালী চক্রবর্তী, শ্রাবণী মজুমদার, ভাস্কর বসাক, সবুজ উপাধ্যায়, কৌশোভ দে, প্রদীপ মুহুরি।

ইউরো কাপে আজ

ইংল্যান্ড বনাম **স্লোভাকিয়া**
সময় : রাত ৯.৩০ মিনিট
স্থান : গেলসেনকিরচেন

স্পেন বনাম **জর্জিয়া**
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : কোলন

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

স্লোভাক রক্ষণ ভাঙাই চ্যালেঞ্জ কেনদের

গেলসেনকিরচেন, ২৯ জুন : গ্রুপ টপার হয়ে নকআউটে ওঠার পাশাপাশি একটিও ম্যাচ হারেনি ইংল্যান্ড। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ফুটবলমহলে সমালোচনার ঝড়। কারণ ফলাফল যাই হোক, তারকাখচিত থ্রি লায়ন্সের ফুটবলে মোটেই খুশি নন সেদেশের সমর্থক থেকে প্রাক্তন ফুটবলাররা। তাঁদের আশঙ্কা নকআউটের শুরুতেই বিদায় নিতে পারে গতবারের ফাইনালিস্টরা। রবিবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হ্যারি কেনদের সামনে স্লোভাকিয়া।

প্রতিযোগিতার শুরু থেকে ইংল্যান্ডের খেলায় লেফট ব্যাক ও সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে সমস্যা ছিল। দলের নিয়মিত লেফট ব্যাক লুক শ-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পাওয়া চোটের শুশ্রূষা এখনও চলছে। ম্যাচের আগের দিন প্রথমবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আবার প্রতিযোগিতায় লেফটব্যাক পজিশনে প্রতি ম্যাচে খেলা কিয়েরন ট্রিপিয়ের পায়ের পেশির সমস্যায় ভুগছেন। ম্যাচের দিন ফিটনেস টেস্টেই বোঝা যাবে তিনি খেলতে পারবেন কি না। এজরি কনসাকে তৈরি রাখছেন ব্রিটিশ কোচ গ্যারেথ সাউথগেট।

প্রতিপক্ষ স্লোভাকিয়া গ্রুপ পর্বের শুরুতেই বেলজিয়ামকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল। তাদের কোচ ফ্রান্সেসকো ক্যালজোনার কথায়, 'আমরা কখনও বিপক্ষকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখতে দিইনি। আশা করি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও এমনটা করতে পারব। গ্রুপ পর্বের এমন পারফরমেন্সের পর প্রতিযোগিতায় কোথায় থামতে পারি, সেটা নিজেরাই বুঝতে পারছি না। ইংল্যান্ড অবশ্যই ফেভারিট হিসাবে নামবে। কিন্তু আমরা সবটুকু দিয়ে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করব।'

স্লোভাকদের প্রশংসায় ভরিয়ে সাউথগেট বলেছেন, 'ওদের রক্ষণভাগ খুবই শক্তিশালী। তা টপকে গোল করাই আমাদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ।'

কুড়ির আন্তর্জাতিককে বিদায়

চ্যাম্পিয়ন রো-কোর

বিশ্বজয়ের পর রোহিত শর্মাকে জড়িয়ে বিরাট কোহলি। একইদিনে তাঁরা দেশের হয়ে টি২০ থেকে বিদায় নিলেন।

নরেন্দ্র মোদি

দুরন্ত জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে সমস্ত দেশবাসীর তরফে অভিনন্দন। আজ ১৪০ কোটি ভারতবাসী আপনাদের সাফল্যে গর্বিত। খেলার মাঠে আপনারা বিশ্বকাপ জিতেছেন, তার সঙ্গে জিতেছেন দেশের প্রতিটি প্রান্তে থাকা দেশবাসীর হৃদয়। এই জয় আরও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এত দেশের টক্করের মাঝে কোনও ম্যাচ না হেরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আপনারা। সুন্দর জয়ের জন্য পুরো দলকে আমার তরফে অনেক অনেক অভিনন্দন।

ব্রিজটাউন, ২৯ জুন : হার্দিক পান্ডিয়ার বলে মিড ও লং অফের মাঝামাঝি জায়গায় সূর্যকুমার যাদব কাগিসো রাবাদার ক্যাচটা ধরলেন।

আর তখনই ল্যাপটপ ফেলে দুই হাত তুলে লাফিয়ে উঠলেন। ডান হাতটা পাকিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিলেন। এমন রাহুল দ্রাবিড় অচেনা।

ভারতীয় দলের সাজঘরের বারান্দায় বসে কোচ (প্রাক্তন) রাহুল দ্রাবিড় তখন আবেগে ভাসলেন। কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে শাপমোচনের অনুভূতি। এত সহজে কি আর অনুভূতি প্রকাশ করা যায়! আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায়ের এমন মঞ্চের কথা কি দ্রাবিড় নিজেও কখনও ভেবেছিলেন? কে জানে!

আবেগের সাগরে দ্রাবিড়

ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ততক্ষণে মাঠেই শুয়ে পড়েছেন। ম্যাচের শেষ ওভারের চাপ সামলে হাউহাউ করে কাঁদছেন হার্দিক পান্ডিয়া। বিরাট কোহলি পাগলের মতো নাচতে শুরু করেছেন। সামান্য সময় পর কেনসিংটন ওভালের মাঠে ঢুকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা প্রথমে হার্দিককে কোলে তুলে নিলেন। ডেকে নিলেন অধিনায়ক রোহিত ও সদ্য প্রাক্তন কোচ দ্রাবিড়কেও। সবাই মিলে কেনসিংটন ওভালের মাঠে তেরঙা পুঁতে দিলেন।

আবেগের স্ফুরণের মধ্যেই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। কোচ দ্রাবিড়ের বিদায়ের মঞ্চে ফাইনালের সেরা হলেন কোহলি। আর পুরস্কার নিয়েই বিরাট ঘোষণা করলেন তিনি। কোহলির কথায়, 'এটাই আমার শেষ টি২০ বিশ্বকাপ। টি২০ ক্রিকেটে দেশের হয়ে শেষ ম্যাচও। প্রবলভাবে জিততে চেয়েছিলাম ট্রফিটা। লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। আমার মনে হয়, আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের হাতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটন তুলে দেওয়ার এটাই সেরা সময়।' কিছু সময় পর সাংবাদিক সম্মেলনে গিয়ে রোহিতও জানিয়ে দিলেন, টি২০ আন্তর্জাতিকে এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ ছিল। আবেগে ভেসে রোহিত বলেছেন, 'দেশের হয়ে এটাই ছিল আমার শেষ টি২০ ম্যাচ। এই ফরম্যাটকে বিদায় জানানোর এর থেকে ভালো সময় আর হতো না। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে উপভোগ করেছি।'

রো-কোর এমন ঘোষণা চমক নয়। ভারতীয় ক্রিকেটমহলে অনেক আগে থেকেই কোহলির টি২০ থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলেছিল। বিরাটের মতোই আবেগের সাগরে 'গেমচেঞ্জার' জসপ্রীত বুমরাহও। টি২০ বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়ে বুমরাহ বলেছেন, 'মাথা ঠান্ডা রেখেছিলাম। বাইশ গজে এমন চাপের মুহূর্ত নতুন নয়। কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার পেলাম। বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা প্রথম। নিজের পরিবারের সামনে বিশ্বকাপ জিততে পেরে মনে হচ্ছে চাঁদে পৌঁছে গিয়েছি।' ১৭ বছর পর ফের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ে এমন অনুভূতি তো হওয়ারই কথা।

দ্রাবিড়ের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন বিরাট

বুমরাহ ম্যাজিকের রহস্য জানেন না রোহিতও

ব্রিজটাউন, ২৯ জুন : স্বপ্নের রাত। শাপমোচনের রাত। আবেগের রাত। কুড়ির ক্রিকেটে বিরাট কোহলির শেষের রাতও!

মায়ায় ভরা এমন রাত ভারতীয় ক্রিকেটে আগেও এসেছে। হয়তো আগামীদিনেও আসবে। কিন্তু তার মধ্যে এমন টুইস্ট থাকবে কি?

প্রথম টুইস্ট, চ্যাম্পিয়ন হয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিয়ে বিরাটের টি২০ থেকে অবসর ঘোষণা। দ্বিতীয় টুইস্ট, কোহলি যখন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাতে তুলে দিলেন এতদিনের অধরা বিশ্বকাপ ট্রফি। কোথাও যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল কোহলি ও দ্রাবিড়ের জীবনে।

ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার জীবনেও বিশ্বজয়ের এই রাত চিরকালীন হয়ে গেল। ২০০৭ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতের প্রথম টি২০ জয়ী দলের সদস্য তিনি। কিন্তু ২০১১ সালে একদিনের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়ার দীর্ঘ আক্ষেপ এতদিন ছিল হিটম্যানের। আজ সেই আক্ষেপ ঘুচল চিরকালের জন্য। অধিনায়ক হিসেবে মোট পাঁচটি আইপিএল জিতলেও এই প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেলেন তিনি। আর সেই ট্রফি হাতে তোলার আগে রোহিত বলে দিলেন, 'শেষ তিন-চার বছরে বারবার আমরা ট্রফি জয়ের কাছে পৌঁছেছি। কিন্তু বারবারই রানার্স হয়ে ফিরতে হয়েছে। কেন সাফল্য আসছে না, বারবার আলোচনা করেছি আমরা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও টিম ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ আমায় পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। না হলে হয়তো আজকের এই রাতটা আসত না।'

ফাইনালের মতো ফাইনাল। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষপর্যন্ত জয়। এমন ম্যাচে ব্যাট হাতে কোহলির যেমন অবদান রয়েছে, তেমনই অক্ষর প্যাটেলের ৪৭ রানও গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহর মায়াবী স্পেল। তাঁর জন্য নিশ্চিত ট্রফি হাতছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার। কীভাবে বুমরাহ এমন বোলিং করেন? সঞ্চালকের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন ভারত অধিনায়ক। রোহিত বলে দিলেন, 'আপনারা হয়তো আমার মুখে বিশেষ কিছু শুনতে চাইছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বুমরাহ কীভাবে এমন বোলিং করে, আমিও জানি না। ও মাস্টারক্লাস। প্রবল আত্মবিশ্বাস ওর ইউএসপি।' একইভাবে সতীর্থ হার্দিক পান্ডিয়াকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন হিটম্যান। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'ঠান্ডা মাথায় শেষ ওভারে দুর্দান্ত বোলিং করল হার্দিক। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।'

শচীন তেন্ডুলকার

চাক দে ইন্ডিয়া।

বীরেন্দ্র শেহবাগ

অবশেষে অপেক্ষার অবসান। অসাধারণ প্রত্যাবর্তন। ১৩ বছর পর বিশ্বকাপ জয়। ১৭ বছর পর টি২০ বিশ্বসেরার মুকুট। আইপিএল জমানা শুরুর পর প্রথমবার বিশ্বকাপের স্বাদ। অসাধারণ।

ইউসুফ পাঠান

টি২০ বিশ্বকাপ জেতার জন্য অভিনন্দন টিম ইন্ডিয়াকে। অসাধারণ জার্নি। দারুণ খেলেছ তোমরা। প্রত্যেক ভারতীয়র জন্য গর্বের মুহূর্ত।

শুভমান গিল

চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।

অনুরাগ ঠাকুর

অবিশ্বাস্য আধিপত্য। ফাইনাল যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স। তোমাদের লড়াই, দক্ষতা, পরিশ্রম প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে। এই জয় শুধুমাত্র জয় নয়। গোটা দেশের একতা, ক্রিকেট-আবেগের উৎসবও।

সুরেশ রায়না

১৭ বছরের অপেক্ষার অবশেষে অবসান। টি২০ বিশ্বকাপ জয় ভারতের। গোটা দেশের জন্য অসাধারণ মুহূর্ত। আজকের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্য আমরা গর্বিত। প্রত্যেকে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে। সেরাটা বের করে এনেছে। ঐতিহাসিক জয়।

কী তৃপ্তি বিশ্বকাপ জয়ে! মাঠেই আলোচনায় রোহিত শর্মা ও জসপ্রীত বুমরাহ।

স্কোরবোর্ড

ভারত

রোহিত ক ক্লাসেন বো মহারাজ	৯
কোহলি ক রাবাদা বো জানসেন	৭৬
পন্থ ক ডি কক বো মহারাজ	০
সূর্যকুমার ক ক্লাসেন বো রাবাদা	৩
অক্ষর রানআউট (ডি কক)	৪৭
শিবম ক মিলার বো নর্তজে	২৭
হার্দিক অপরাজিত	৫
জাদেজা ক মহারাজ বো নর্তজে	২
অতিরিক্ত	৭
মোট (৭ উইকেট, ২০ ওভার)	**১৭৬**

উইকেট পতন : ২৩/১, ২৩/২, ৩৪/৩, ১০৬/৪, ১৬৩/৫, ১৭৪/৬, ১৭৬/৭।

বোলিং : জানসেন ৪-০-৪৯-১, মহারাজ ৩-০-২৩-২, রাবাদা ৪-০-৩৬-১, মার্করাম ২-০-১৬-০, নর্তজে ৪-০-২৬-২, শামসি ৩-০-২৬-০।

দক্ষিণ আফ্রিকা

হেনড্রিক্স বো বুমরাহ	৪
ডি কক ক কুলদীপ বো অর্শদীপ	৩৯
মার্করাম ক পন্থ বো অর্শদীপ	৪
স্টাবস বো অক্ষর	৩১
ক্লাসেন ক পন্থ বো হার্দিক	৫২
মিলার ক সূর্যকুমার বো হার্দিক	২১
জানসেন বো বুমরাহ	২
মহারাজ অপরাজিত	২
রাবাদা ক সূর্যকুমার বো হার্দিক	৪
নর্তজে অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	৯
মোট (৮ উইকেট, ২০ ওভার)	**১৬৯**

উইকেট পতন : ৭/১, ১২/২, ৭০/৩, ১০৬/৪, ১৫১/৫, ১৫৬/৬, ১৬১/৭, ১৬৮/৮।

বোলিং : অর্শদীপ ৪-০-২০-২, বুমরাহ ৪-০-১৮-২, অক্ষর ৪-০-৪৯-১, কুলদীপ ৪-০-৪৫-০, হার্দিক ৩-০-২০-৩, জাদেজা ১-০-১২-০।

ফল : ভারত জয়ী ৭ রানে।
ম্যাচের সেরা : বিরাট কোহলি।
প্রতিযোগিতার সেরা : জসপ্রীত বুমরাহ।

ভিনির জাদুতে উঠল সাম্বা-ঝড়

কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়া

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

কোপা আমেরিকায়

মেক্সিকো বনাম **ইকুয়েডর**
সময় : সোমবার ভোর ৫.৩০ মিনিট
স্থান : অ্যারিজোনা

জামাইকা বনাম **ভেনেজুয়েলা**
সময় : সোমবার ভোর ৫.৩০ মিনিট
স্থান : টেক্সাস

ব্রাজিল-৪
(ভিনিসিয়াস-২, স্যাভিও, পাকুয়েতা)
প্যারাগুয়ে-১ (আলডারেট)

লাস ভেগাস, ২৯ জুন : অবশেষে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল ব্রাজিলকে। কোপা আমেরিকায় গ্রুপ 'ডি'-র দ্বিতীয় ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে জয়ের সরণিতে ডোরিভাল জুনিয়ারের ছেলেরা। জয়ের নায়ক মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। প্রথম ম্যাচে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করার পর সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন ভিনি। তিনি শুধু ক্লাবের জার্সিতেই পারফরমেন্স করেন, এমন কথাও শোনা গিয়েছিল। সমস্ত জবাব দেওয়ার জন্য প্যারাগুয়ে ম্যাচটাই যেন বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

শনিবার শুরু থেকেই সাম্বা ঝড় আছড়ে পড়ে প্যারাগুয়ের রক্ষণভাগে। আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াতে এদিন রাফিনহার বদলে স্যাভিওকে প্রথম একাদশে রাখেন ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল জুনিয়ার। ৩০ মিনিটে লুকাস পাকুয়েতা পেনাল্টি মিস না করলে তখনই এগিয়ে যেত ব্রাজিল। মিনিট পাঁচেক পর গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস। ৪৩ মিনিটে রডরিগোর শট প্রতিহত হলে ফিরতি বলে গোল করেন স্যাভিও। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ভিনিসিয়াস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আলডারেট প্যারাগুয়ের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন। ৬৩ মিনিটে ফের পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। এবার আর গোল করতে ভুল করেননি লুকাস পাকুয়েতা।

ম্যাচের পর ভিনির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল বলেছেন, 'আজ ভিনি দুর্দান্ত খেলেছে। গোটা ম্যাচে অনেক সুযোগ তৈরি করেছে। ওর কাছ থেকে এই ধরনের পারফরমেন্স আমরা চাই।' নিজের পারফরমেন্স নিয়ে ভিনি বলেছেন, 'আমি নিজের জন্য খেলি না। দলের জন্য খেলি। দেশের জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।'

গ্রুপের অপর ম্যাচে কলম্বিয়া ৩-০ গোলে কোস্টারিকাকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। শেষ ম্যাচে তারা খেলবে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। নকআউটে যেতে গেলে ব্রাজিলকে এই ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেতে হবে। এদিকে প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার তথা বর্তমান ব্রাজিল কোচ ডোরিভালের কাকা ডুডু শুক্রবার প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন।

রিচার শতরান হাতছাড়া

চেন্নাই, ২৯ জুন : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি টেস্টের প্রথম দিনটা একান্তভাবেই ছিল শেফালি ভার্মার। দ্রুততম দ্বিশতরানে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি। ১৪০ রানের ইনিংসে তাঁকে যোগ্য সংগত করেছিলেন আরেক ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে শেফালি, স্মৃতিদের শতরানের তালিকায় নাম লেখাতে পারতেন শিলিগুড়ির বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষও। কিন্তু ৮৬ রানে থামতে হল এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

৫২৫/৪ স্কোর নিয়ে এদিন নেমে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (৬৯) আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করেন। হরমন ফেরার পর খোলস ছেড়ে বের হন রিচা। টেস্টে টানা দ্বিতীয় অর্ধশতরানে পৌঁছাতে নেন ৫৪ বল। অর্ধশতরানকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করার দুর্দান্ত সুযোগ ছিল ২০ বছরের রিচার সামনে। সেই লক্ষ্যে সুন্দর এগোচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু নোনকুলুলেকো ম্লাবার বল সুইপ করতে গিয়ে এলবিডব্লিউ হয়ে যান রিচা। ছক্কা না মারলেও ৯০ বলের আক্রমণাত্মক ইনিংসে ১৬টি চার এসেছে রিচার ব্যাট থেকে।

অর্ধশতরানের পর রিচা ঘোষ।

রিচা আউট হতেই হরমনপ্রীত ৬০৩/৬ স্কোরে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। গতকাল ৫২৫/৪ স্কোর তুলেছিল ভারত। যা মহিলাদের টেস্টে প্রথমদিনের সর্বাধিক স্কোর। এদিন আরও একবার ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাল ভারতীয় মহিলা দল। অস্ট্রেলিয়ার ৫৭৫/৯ স্কোরকে টপকে মহিলাদের টেস্টে এক ইনিংসে সর্বাধিক রানের নতুন রেকর্ড এদিন তৈরি করেছেন হরমনপ্রীত।

রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রোটিয়াদের স্কোর ২৩৬/৪। স্নেহ রানা (৬১/৩), দীপ্তি শর্মাদের (৪০/১) স্পিনের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা একেবারেই স্বস্তি নেই। আগামীকাল প্রোটিয়াদের প্রথম ইনিংস দ্রুত শেষ করে দিতে পারলে ম্যাচ ভারতের কবজায় চলে আসবে।

ইউরো থেকে বিদায় ইতালির

বার্লিন, ২৯ জুন : ম্যাচ শুরুর আগে ইতালির প্রথম একাদশ দেখে বিশেষজ্ঞদের চোখ কপালে উঠেছিল। ইউরো কাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রথম এগারোয় ছয়টি পরিবর্তন করেছিলেন ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি। সমর্থকরা ভেবেছিলেন কোচের এহেন বদল হয়তো আজুরিদের খেলায় বাড়তি প্রাণ সঞ্চার করবে। কিন্তু কোথায় কী? সুইৎজারল্যান্ডের কাছে ২-০ গোলে হেরে ইউরো কাপ থেকে বিদায় নিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি।

সুইসরা বড় মঞ্চে বরাবরই শক্ত গাঁট। কারণটা শনিবার বার্লিনে আবারও বোঝালেন গ্রানিথ জাকা, ব্রিল এমবোলোরা। জর্জিনহো না থাকায় ইতালির মাঝমাঠ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে দাপিয়ে বেড়ালেন সুইস ফুটবলাররা। যার নেতৃত্বে অধিনায়ক জাকা। প্রথমার্ধে জাকা একাই ৫৫টা পাস খেলেছেন। যা গোটা ইতালি দলের থেকে ২৩টি বেশি। ১৯ মিনিটে রুবেন ভার্গাসের পাস থেকে সুইসদের এগিয়ে দেন রেমো ফ্রিউলার। বিরতির পর ৪৬ মিনিটে সুইসদের কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন ভার্গাস।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ আয়ানা, আরিস: আজ তোমাদের প্রথম শুভ জন্মদিন। স্বপ্নগুলো সত্যি হোক, সকল আশা পূর্ণ হোক। তোমরা সুস্থ থাকো ও দীর্ঘায়ু হও। শুভেচ্ছান্তে - বাবা জাবেদ আখতার, মা নুরজাহান বেগম, দাদু আব্দুল জব্বার, দাদি সেলিমা বেগম, তেশিমলা, মালবাজার।

‘দ্রাবিড়ীয় ক্রিকেট সভ্যতা শেষ হওয়ার নয়’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জুন : আক্ষেপ বড় বেদনার। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না। মানসিক যন্ত্রণা আরও সাংঘাতিক। মানুষকে মানসিক রোগী করে তোলে। বদলে দেয় সাধারণ জীবনযাত্রার ধারাও।

দীর্ঘ বর্ণময় ক্রিকেট জীবনে এমন দুটি অভিজ্ঞতা বারবার হয়েছে তাঁর। কিন্তু তিনি কখনও বাইরের দুনিয়াকে বুঝতে দেননি তাঁর মনের অবস্থান।

রাহুল দ্রাবিড় যখন ক্রিকেটার ছিলেন, তখনও তাঁর মনের গোপন কথা অজানা ছিল দুনিয়ার। টিম ইন্ডিয়ার কোচ হিসেবে দ্রাবিড় যখন তাঁর শেষ ম্যাচের মঞ্চে, সেখানেও তাঁর মনের অন্দরে ঠিক কী চলছে, জানে না দুনিয়া। ক্রিকেটার হিসেবে ২০০৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছেন। রানার্স হওয়ার সুবাদে কাপ হাতে তোলার সৌভাগ্য হয়নি। ২০০৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে অধিনায়ক দ্রাবিড় সাফল্যের বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মানসিকভাবে রক্তাক্ত হয়ে প্রাথমিক পর্ব থেকে বিদায়ের লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়েছিল তাঁকে।

কোচ হিসেবেও ছবিটা অনেকটা একই দ্রাবিড়ের জীবনে। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় টি২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়ার বিদায়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হার। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে টানা দশ ম্যাচ জিতে অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়ে তাঁর দল ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানেও সেই ব্যর্থতা। মনে আছে, ১৯ নভেম্বর রাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারের পর দলকে সামলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন রাহুল। সেই রাতে তাঁর শরীরীভাষায় কষ্টের বলিরেখা স্পষ্ট হলেও মনের যন্ত্রণা ও দীর্ঘকালীন আক্ষেপের বিষয়টি বুঝতে দেননি দুনিয়াকে। আসলে তিনি কেনই বা বুঝতে দেবেন? তিনি তো ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের কর্ণ। যিনি ‘বীর’ হলেও বরাবরের ‘সেকেন্ড বয়’। মূল স্রোতের বদলে পিছনের সারিতে থেকে কাজ করতে পছন্দ করেন। এভাবেই টিম ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে জুনিয়ার ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করে শুভমান গিল, সঞ্জু স্যামসনদের আগামীর গুরুমন্ত্র দিয়েছিলেন। দ্রাবিড়ের ক্রিকেট কেরিয়ার ঘাঁটলেই সামনে আসবে এমন সব ঘটনা যেখানে তিনি দলের সাফল্যের ভিত গড়েছেন। অথচ, প্রচারের সার্চলাইট নিয়ে গিয়েছেন কখনও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, কখনও বা ভিভিএস লক্ষ্মণরা। লর্ডসে অভিষেক টেস্টই হোক অথবা ইডেন গার্ডেন্সে ২০০১ সালে অজিদের বিরুদ্ধে ফলোঅনের পর টেস্ট জয়ের ঘটনাই হোক-ছবিটা চিরকালই এক।

এহেন দ্রাবিড়ের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অধ্যায় শেষ রজনী। টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের ফল যাই হোক না কেন, কোচ দ্রাবিড়কে আর দেখা যাবে না। হয়তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচিংও আর করবেন না রাহুল। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেটের সেকেন্ড বয় বরাবরই নিজের পরিবারকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর দুই পুত্রই ক্রিকেটার হতে চায়। মূলত ছেলেদের সময় দিয়ে তৈরি করার জন্যই আপাতত বিদায় দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ অবশ্য মনে করছে, দ্রাবিড়ীয় ক্রিকেট সভ্যতা শেষ হওয়ার নয়। কখনও শেষ হতে পারে না। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে অনেক আগেই পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেওয়া দ্রাবিড়ের ক্রিকেটীয় কীর্তি আগামীর অনুপ্রেরণা হয়েই থেকে যাবে। অন্তত সৌরভ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, চেতন শর্মা, সৌরাশিস লাহিড়িরা এমনই মনে করছেন।

রায় প্রাক্তন ক্রিকেটারদের

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

রাহুল আমার বন্ধু। যেমন ভালো মানুষ, তেমনই দুর্দান্ত ক্রিকেটার ছিল। কোচ হিসেবেও ও দুর্দান্ত। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই দুই-তিন বছরের মধ্যে ভারতের ফাইনাল খেলা যার প্রমাণ। ওর সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত। আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার শেষ বলে কিছু হয় না।

ভেঙ্কটেশ প্রসাদ

কর্ণাটকের জুনিয়ার ক্রিকেটের সময় থেকে রাহুলকে চিনি। পরিশ্রম, নিষ্ঠা, একাগ্রতার শেষ কথা ও। যেমন দুর্দান্ত ক্রিকেটার ছিল, তেমনই অসাধারণ কোচ। আমার মনে হয় না, রাহুল ক্রিকেটের মূল স্রোত থেকে খুব বেশিদিন দূরে থাকতে পারবে বলে।

সৌরাশিস লাহিড়ি

রাহুলভাইয়ের জন্যই বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে আমার প্রথম সুযোগ পাওয়া। পরে বহু সময় কাটিয়েছি ওর সঙ্গে। ক্রিকেটার হিসেবে রাহুলভাই কেমন, নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে কোচ হিসেবে রাহুলভাইয়ের ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিল, টেকনিকাল জ্ঞান, তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহ দিয়ে আগামীর দিশা দেওয়ার দক্ষতা চিরকাল মনে থাকবে আমার। শুভমান-সঞ্জুরাও নিশ্চিতভাবেই আমার সঙ্গে একমত হবে।

চেতন শর্মা

রাহুল চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার ও কোচ। ব্যক্তিগতভাবে দ্রাবিড়কে ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলাম। ও ভাবনা ভিন্ন। ভারতীয় ক্রিকেটে ক্রিকেটার ও কোচ দ্রাবিড়ের অবদান ভোলা যাবে না।

প্রো-লাইসেন্স বাস্তব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : এএফসি প্রো-লাইসেন্স হলেন বাস্তব রায়। তাঁর আগে বাঙালি কোচদের মধ্যে এই সাফল্য আছে শুধু সঞ্জয় সেন ও শংকরলাল চক্রবর্তীর। তিনি এই মুহূর্তে লাইসেন্সিংয়ে ব্যস্ত থাকায় রিজার্ভ দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেগি কার্ডোজোকে। তবে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানালেন ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত। রাজি হননি।

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK

প্রধান কার্যালয়: শিববাড়ি রোড, কোচবিহার HEAD OFFICE: SHIBBARI ROAD, COOCH BEHAR

BALANCE SHEET OF UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2024 (AUDITED)
FORM - A (FORM OF BALANCE SHEET)

(000's omitted)

CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	AS ON 31.03.2024 (Current Year)	AS ON 31.03.2023 (Previous Year)
Capital	1	12,51,389	12,51,389
Reserve & Surplus	2	23,80,661	15,70,546
Deposits	3	4,50,16,135	4,17,27,254
Borrowings	4	53,49,918	19,94,700
Other Liabilities & Provisions	5	27,82,853	22,92,482
: TOTAL :		5,67,80,956	4,88,36,371
ASSETS			
Cash & Balance With Reserve Bank of India	6	20,45,396	19,26,106
Balance With Banks and Money at Call & Short Notice	7	70,24,619	35,29,539
Investments	8	86,21,699	89,82,842
Advances	9	3,71,63,119	3,26,32,627
Fixed Assets	10	62,223	83,239
Other Assets	11	18,63,900	16,82,018
TOTAL :		5,67,80,956	4,88,36,371
Contingent Liabilities	12	7,35,589	7,35,460
Bills for collection		0	629

Significant Accounting Policies and other accompanying notes forms an integral part of the financial statements
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For Mookherjee Biswas & Pathak, Chartered Accountants, Firm Registration No. 301138E
(A Chatterjee), Partner, Membership Number: 061551, Date: 02/05/2024
sd/- (K. Soni) GENERAL MANAGER
sd/- (D.K. SINGH) GENERAL MANAGER
sd/- (D.S. Rathour) CHAIRMAN

BALANCE SHEET OF UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
FORM - B (FORM OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2024) (AUDITED)

(000's omitted)

	SCHEDULE	YEAR ENDED ON 31.03.2024 (Current Year)	YEAR ENDED ON 31.03.2023 (Previous Year)
I. INCOME :			
Interest Earned	13	40,07,138	35,74,630
Other Income	14	4,60,275	4,43,040
TOTAL		44,67,413	40,17,670
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	15,82,144	14,95,006
Operating expenses	16	16,84,149	13,58,255
Provisions & contingencies		3,91,005	5,84,300
TOTAL		36,57,298	34,37,561
III. PROFIT / LOSS			
Net Profit/Loss(-) for the year		8,10,115	5,80,109
Proit/Loss(-) brought forward		0	0
TOTAL		8,10,115	5,80,109
IV. APPROPRIATIONS :			
Transfer to statutory reserves		1,62,023	1,16,022
Transfer to other reserves		6,48,092	4,64,087
Balance of Profit/Loss(-) carried over to Balance sheet.		8,10,115	5,80,109

Significant Accounting Policies and other accompanying notes forms an integral part of the financial statements
This is the Statement of Profit and Loss referred to in our report of even date

For Mookherjee Biswas & Pathak, Chartered Accountants, Firm Registration No. 301138E
(A Chatterjee), Partner, Membership Number: 061551
sd/- (K. Soni) GENERAL MANAGER
sd/- (D.K. SINGH) GENERAL MANAGER
sd/- (D.S. Rathour) CHAIRMAN

INDEPENDENT BANK AUDITOR'S REPORT

The Members of Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
Report on Audit of the Financial Statements
Opinion

1. We have audited the Financial Statement of UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024 and the Statement of Profit & Loss Account for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of 28 branches and H.O audited by us and 72 branches audited by Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit & Loss are the returns from 43 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 24.96% of advances, 25.36% of deposits, 25.17% of interest income and 23.89% of interest expenses.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, Regional Rural Bank Act, 1976 and other guidelines issued by the Reserve Bank of India (‘RBI’) and National Bank for Agriculture and Rural Development (‘NABARD’), in the manner so required for bank and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs in case of the Balance Sheet of the bank as at March 31,2024 and profit for the year ended on that date.

Basis of Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (‘ICAI’) together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, relevant provisions of the Regional Rural Banks Act, 1976 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India (‘RBI’) and NABARD from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management’s Responsibilities for the Financial Statements

3. The Bank’s management is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the NABARD / Reserve Bank of India (‘RBI’) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

4. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matter

5. We did not audit the financial statements of audited 72 branches included in the financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of Rs. 1871.99 Crores as at 31st March 2024 and total revenue of Rs.204.53 Crores for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors. Our opinion is not modified in respect of this matter.

6. The legal status of the bank has been converted from “Company” to “Association of Person (AOP) during the year. The tax credits, advance taxes paid and MAT credits against the previous PAN are required to be transferred to the current PAN of AOP.

Report of other legal and regulatory requirements –

7. The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B respectively of the Third schedule to the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c. the returns received from the office have been found adequate for the purposes of our audit.

8. We further report that:

a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us

b. the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and the returns received from the branches not visited by us;

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI/NABARD.

For Mookherjee Biswas & Pathak, Chartered Accountants, Firm Registration No. 301138E
(A Chatterjee), Partner, Membership Number: 061551, UDIN: 24061551BKEOIE3722
Place: Coochbehar
Date: 2nd May, 2024

দ্বিতীয়বার টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনে টিম ইন্ডিয়া। ব্রিজটাউনে শনিবার।

ওস্তাদের মার...

প্রথম পাতার পর

কোনও সুযোগ দেননি হার্দিক পান্ডিয়া (২০/৩)। ১৬৯/৮ স্কোরে প্রতিপক্ষকে আটকে দিয়ে ৭ রানে বিশ্বজয়। শেষ বলের পর আবেগের কোলাজ। মাটিতে শুয়ে কাঁদছেন কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনির এলিট তালিকায় নাম লেখানো বিশ্বজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

গ্যালারিতে স্ত্রী রীতিকাও। কান্না থামছে না বিরাট, হার্দিকদের। কখনও রোহিতের কোলে হার্দিক, কখনও সহ অধিনায়ককে স্নেহচুম্বন হিটম্যানের। কখনও বিরাটের বাহুতে রোহিত। স্বপ্ন পূরণে আবেগের হাজারো প্রতিফলন।

বিশ্বজয় সম্পূর্ণ করে কেনসিংটন ওভালে তেরঙা পুঁতে দিলেন রোহিত শর্মা।

রাহুল দ্রাবিড়ের বিদায়ি মঞ্চে শেষ টি২০ বিশ্বকাপে নায়ক বিরাট। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে রোহিতের মুখের চওড়া হাসিটা একসময় উধাও হয়ে গিয়েছিল। ইনিংসের প্রথম ৮ বলে ২৩ রান। যখন মনে হচ্ছিল, মার্শাল-গার্নারদের ক্রিকেটীয় আঁতুড়ের দখল নিতে চলেছে রো-কো জুটি। তখনই ব্রেক ‘ভারতীয়’ কেশব মহারাজের স্পিনে।

ফর্মে থাকা রোহিতের (৯) সঙ্গে ডাগআউটে ঋষভ পন্থ (০)। রোহিত-ঋষভকে ফিরিয়ে ঈশ্বর প্রণাম ‘ভারতীয়’ কেশব মহারাজের। বাড়িয়ে দেওয়া ১৪০ কোটি ভারতীয়র যন্ত্রণা। কিছুক্ষণ পর সূর্যকুমার যাদব (৩)। ৪.৩ ওভারে ৩৪/৩।

কোণঠাসা পরিস্থিতি থেকেই বিরাট-শো। কেনসিংটন ওভালের বাইশ গজে প্রথম বলের আগে চাপে মনে হচ্ছিল। নন স্ট্রাইকার প্রান্তে চোখবন্ধ করে লম্বা শ্বাসও নিতে দেখা গেল। ভক্তদের প্রত্যাশা পূরণের চাপ কাটিয়ে প্রথম থেকেই টাচে কোহলি।

নিজের প্রথম বলটাই কপিবুক কভার ড্রাইভ। অফসাইডের চক্রব্যূহ ভেদ করে ছুটল বাউন্ডারিতে। পরেরটা ফ্লিক। জানসেনের ওভার শেষ চোখধাঁধানো স্ট্রেট ড্রাইভে। দর্শক বোলার, প্রোটিয়া ফিল্ডাররা। রোহিত বলেছিলেন, ফাইনালের জন্য সেরাটা তুলে রেখেছে বিরাট। প্রত্যাশাপূরণ।

উলটো প্রান্তে যখন পরপর উইকেট পড়ছে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ‘অ্যাঙ্কার রোলে’ বিরাট (৫৯ বলে ৭৬)। দোসর অক্ষর প্যাটেল (৩১ বলে ৪৭)। চলতি বিশ্বকাপে বারবার ইমপ্যাক্ট রেখেছেন সতীর্থদের প্রিয় ‘বাপু’। ফাইনালেও। খুচরো রানের সঙ্গে বিগহিটের মিশেলে চাপ আলগা করলেন অক্ষর। নিটফল, ৫৪ বলে জুটিতে ৭২। ম্যাচে ফেরা ভারতের।

অক্ষরের দুরন্ত ইনিংস থামে দুর্ভাগ্যজনক রানআউটে। বিরাট না করেছিলেন। কিন্তু অক্ষর ফিরতে পারেননি। ডি ককের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে সময় নষ্ট। কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে উইকেট খোয়ানো। অক্ষরের পর শিবম দুবে (১৬ বলে ২৭), যাঁকে নিয়ে বিরাটের আরও এক হাফ সেঞ্চুরির জুটি।

গোটা টুর্নামেন্টের ব্যর্থতা ঝেড়ে কোহলি-স্পেশাল। শুরুতে কপিবুক শট। মাঝে চাপের মুখে খুচরো রানে মন দেওয়া। শেষে ফের টপ গিয়ার। সাজঘরে ফেরা বিরাটের যে রঙিন ইনিংসকে করতালিতে কুর্নিশ জানাল গোটা দল। শেষপর্যন্ত ১৭৬/৭ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া। টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে এত রান তাড়া করে জেতার নজির নেই কোনও দলের। দক্ষিণ আফ্রিকাও পারেনি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা গোপাল ভুনিয়া - কে 27.04.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88G 74634 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের জীবনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য জীবনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ডিয়ার লটারি একটি আকর্ষণীয় স্কিম প্রদান করেছে, যেখানে খুব কম খরচে একজন কোটিপতি হতে পারে। আমি কয়েকটি টিকিট কিনে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম। আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি যা ভবিষ্যতে আমাকে আর্থিক সহায়তা দেবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।